'প্রহেলিকা সিরিজে'র দ্বাত্রিংশ গ্রন্থ

শ্রীমৃণালকান্তি দত্ত

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৫৪

দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—এস, সি, মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

....

....

....

উ
প
হা
র

উৎসর্গ

আমার স্বর্গগতা জননী পরমারাধ্যা অমিয়বালা দত্তের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার হতভাগ্য পুত্রের রচিত "সোনার খনি" ক্ষুদ্র পুস্তকটি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি দত্ত

"রবার্ট কাউন্টফোর্ট।" [পৃঃ ৫০

সোনার খনি

এক

যে সময়ের কথা বলছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জার্ম্মাণী তখন সবে পরাজয় বরণ করতে সুরু করেছে। একদিকে নেতাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যদিকে মুসোলিনীর নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্র। তার ফলে, জার্ম্মাণী ক্রমশঃই তখন নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখার আশা ছেড়ে দিচ্ছিল।

এই সুযোগে তিনটি বিখ্যাত শক্তিমান্ জাতির আক্রোশ জার্ম্মাণীর উপর নিষ্ঠুর বজ্রের মত পুরামাত্রায় বর্ষিত হচ্ছিল; কিন্তু এই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যেও জার্ম্মাণরা তাদের কত শত বর্ষের সাধনা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক তাদের জাতীয় শিল্প, বিজ্ঞান ও খনিগুলি যাতে শত্রুদের হস্তগত না হয়, তারই অভিযান চালিয়ে যেতে ব্যস্ত ছিল। সে জন্য অনেক শিল্পস্থান তারা ভেঙ্গে দিলে, কতক আবার মাটির তলায় বসিয়ে দিলে। এমন কি, বিখ্যাত খনিগুলোকেও তারা এমন ভাবে মাটির তলায় ঢেকে দিলে যে, সেগুলো মানচিত্রের সাহায্য ছাড়া খুঁজে বার করাই অসম্ভব হয়ে গেল।

জার্ম্মাণীর যাবতীয় খনির মধ্যে লিগনাইটের সোনার খনি ছিল সবচেয়ে বেশী বিখ্যাত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ঐ খনির নামে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত। সুতরাং যুধ্যমান মিত্রশক্তি যে শত্রু জার্ম্মাণীর সেই অতুলন ঐশ্বর্য্যের দিকে তাদের লুব্ধ দৃষ্টি সতর্ক ভাবে নিবদ্ধ রেখেই অগ্রসর হচ্ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

জার্ম্মাণীও তা বিশেষ ভাবেই অবগত ছিল। কাজেই তারা লিগনাইটের বিখ্যাত সোনার খনি সুন্দর ভাবে ঢেকে দিয়ে তার উপরে গড়ে তুললে বিশাল এক অট্টালিকা। আর এই খনিটির ম্যাপখানি রইল তাদের কোন একজন বিখ্যাত নেতার কাছে। তিনি হলেন জেনারেল হারউইক।

তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই দলিলখানি নিলেন যে, নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েও তিনি সেই দলিলখানি রক্ষা করবেন। মনেও তাঁর আশা ছিল যে, যদি কোনদিন জার্ম্মাণী তার স্বাধীনতা পুনরায় অর্জ্জন করতে পারে আর তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তবে এই খনির গুপ্ত রহস্য তিনিই ভেঙ্গে দেবেন।

শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণে জার্ম্মাণরা লিগনাইট পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো। বোমার আঘাতে খনির উপরের অট্টালিকা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো। দুর্ভাগ্যক্রমে হারউইক ও আরও বিখ্যাত দশজন ক্যাপ্টেন অনেক সৈন্যসহ শত্রুদের হাতে বন্দী হলেন। ঝটিকা-বাহিনীর দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধারা গুপ্তভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার মতলব স্থির করে, শহর ছেড়ে পলায়ন না করে নিরীহ নাগরিক সেজে শহরেই রয়ে গেলেন।

শত্রুরা জানত যে, লিগনাইটের কাছাকাছি কোথায়ও একটি বিখ্যাত সোনার খনি আছে; কিন্তু কোথায় সেই খনি, তা খুঁজে বার করা শক্ত। তা হলেও তারা স্থির করলে, যেমন করেই হোক, খনি তারা খুঁজে বার করবেই। লিগনাইটে অবস্থিত শত্রু-সৈন্যের দলপতি ছিলেন ক্যাপ্টেন হাইফেং। তিনি সেজন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

বন্দী হবার পর থেকেই জেনারেল হারউইক এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তিনি যে 'সেলে' ছিলেন, সেখানে দু'জন সঙ্গীনধারী সৈন্য সর্ব্বদাই পাহারা দিত। এই দুইজন সৈন্যের সঙ্গে হারউইক খুব বন্ধুত্ব করেছিলেন। হারউইকের মিষ্টি কথায় তারা

যে খুব বশীভূত হয়েছিল তা নয়, তবুও তারা কখনও হারউইকের উপর রূঢ় ব্যবহার করত না, আর মাঝে-মাঝে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলত, "আমরা শুধু মাইনে-করা চাকর ছাড়া আর কিছুই নই। আমাদের যদি কোন হাত থাকত, তাহলে তোমার মত সৎ লোককে কি আটক করে রাখতাম?"

হারউইক মনে-মনে বুঝতেন যে এটা তাদের ছলনা। তিনি এদের প্রতি খুশী ছিলেন এই কারণে যে, তারা তার সঙ্গে তবু দুটো কথা বলছে! কিন্তু তাদের উপর আদেশ ছিল যে তারা বন্দীদের সঙ্গে কোন রকম কথা বলতে পারবে না। এই রক্ষী দুজনের নাম ছিল, ফারটেন ও উইলেস।

একদিন বিকেলবেলা হারউইক খুব সাবধানে সেলের ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌টি খুলে নিয়ে খুব করে নাড়িয়ে-নাড়িয়ে তার ভেতরের ফিলামেণ্টটিকে নষ্ট করে ফেললেন, তারপর যথাস্থানে বাল্‌ব্‌টি পূর্ব্বের মত লাগিয়ে রাখলেন। সন্ধ্যে হয়ে যাবার পরেও যখন আলো জ্বল্‌ল না, তখন তিনি ছলনা করে রক্ষী ফারটেনকে ডেকে বললেন, "ফারটেন, আমার ঘরের আলো এখনও জ্বল্‌ল না কেন? এর যা হয় একটা উপায় কর ভাই!"

ফারটেন বলল, "সে কি! তোমার ঘরের আলো এখনও জ্বলে না? আচ্ছা, আমি দেখছি, ব্যাপারখানা কি?" এই বলে সে নিজেই বাল্‌ব্‌টি পরীক্ষা করার জন্য সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

হারউইক ফারটেনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিলেন। ফারটেন যেমনি সেলের ভেতর ঢুকলো, হারউইক তৎক্ষণাৎ তার টুঁটি সজোরে টিপে ধরলেন। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হলো বটে, কিন্তু তারপর ফারটেনের জ্ঞানশূন্য দেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। হারউইক তার রাইফেল ও দেহটিকে তাড়াতাড়ি খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন। তারপর সেই একই কৌশলে তিনি উইলেসকেও

কাবু করে উইলেসের পোষাকটি খুলে নিয়ে নিজে পরলেন। নিজের পোষাক ও কারটেনের পোষাক লম্বা-লম্বা করে ছিঁড়ে একটি বেশ লম্বা ও মজবুত দড়ি তৈরী করলেন ও দড়ির শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস তৈরী করলেন। তারপর উইলেসের রাইফেলটি নিয়ে তিনি সেলের দরজায় আগের মত চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

জেলের চারদিকে খুব উঁচু দেওয়াল। সেই দেওয়ালগুলির উপরে সরু লম্বা কাঁটার মত বড়-বড় লোহার শিক ছিল। হারউইক নিজের দড়িটি ছুঁড়ে দিয়ে এই কাঁটাগুলির একটির ভিতরে ফাঁসটি গলিয়ে আটকে ফেললেন। তারপর সেই দড়ি বেয়ে তিনি দেওয়ালের উপরে উঠলেন।

রাইফেলটি আগেই তিনি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন। পাঁচিলের উপরে উঠে খুব সাবধানে বসে তিনি দড়িটিকে উল্টো দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে আগের মত তাই বেয়ে নীচে নেমে এলেন।

দড়িটিকে তিনি খুলে ফেলার যথেষ্ট চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। তখন তিনি দড়িটিকে ছুঁড়ে জেলের ভেতরেই ফেলে দিলেন। তারপর যত জোরে সম্ভব দৌড়ে তিনি পালাতে লাগলেন।

আধ ঘণ্টা দৌড়োবার পর তিনি একটি ভাঙ্গা বাড়ী দেখতে পেয়ে, তার ভেতরে আশ্রয় নেবার জন্য অগ্রসর হলেন। রাইফেলটাকে একবার ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়ে বুঝলেন যে খুব উঁচু দরের রাইফেল, একসঙ্গে ছয়টি গুলি ছোঁড়া যায়। ছয়টি কার্তুজও রাইফেলটিতে ছিল। রাইফেলটিকে বাগিয়ে ধরে তিনি ধীরে-ধীরে সেই বাড়ীর ভেতরে অগ্রসর হলেন।

রাত্রি নয়টার সময় প্রত্যেক সেলের বন্দীদের খাবার দেবার ঘণ্টা বেজে উঠল। রক্ষীরা খাবার আনবার জন্য চলে গেল, কেবল নির্দিষ্ট কয়েকজন বাদে। রক্ষীরা সকলেই নিজেদের বন্দীদের জন্য

সই দিয়ে খাবার নিয়ে চলে গেল, কেবল দুইজন রক্ষী গেল না; তারা ফারটেন ও উইলেস।

জেলের চতুর্দ্দিকে তাদের তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন জেলার হারউইকের সেল দেখার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন।

কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য সেল পরীক্ষা করতে এলো; কিন্তু তারা দেখলে যে, সেলের আলো নেভানো ও তাতে চাবি-দেওয়া। ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে সেলের দরজা খুলে তারা ভেতরে ঢুকলো। টর্চ্চের আলোয় তারা উইলেসের রাইফেল ও তার মৃতদেহ দেখতে পেলো।

ফারটেনকে পাওয়া গেল জ্ঞানহীন অবস্থায়। দুজনেই উলঙ্গ। ঘরের আশেপাশে দুই-একটি ছেঁড়া জামার টুকরো পাওয়া গেল। জেলারের আদেশে দেহ দুইটিকে পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

রাগে জেলারের সমস্ত শরীর জ্বালা করছিল। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বিপদের বার্ত্তা চারদিকে সঙ্কেত-ধ্বনির সাহায্যে পাঠাতে আদেশ দিলেন। সাইরেণের শব্দ চারদিকে কেঁদে-কেঁদে বিপদের বার্ত্তা ঘোষণা করতে লাগল। আর সেই সঙ্গে ছুটল চারদিকে মিলিটারীর গাড়ী—পলাতক শত্রুর সন্ধানে!

হাইফেতের কাছে যখন জেনারেল হারউইকের পলায়ন-কাহিনী পৌঁছাল, তিনি তখন ভীষণ রেগে জেলারের অকর্ম্মণ্যতার জন্য তাকে শাস্তি দেবার আয়োজন করলেন আর সেই সঙ্গে জার্ম্মাণীর হতভাগ্য বন্দী দশজন বিখ্যাত ক্যাপ্টেনকেও ডেকে পাঠালেন।

এই ক্যাপ্টেনদের ভেতরে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁর নাম কানিবল। হাইফেং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি হারউইককে চেন?

কানিবল: আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি।

হাইফেং ঃ তিনি তোমাদের কে ছিলেন ?

ফানিবল ঃ তিনি লিগনাইটে অবস্থিত জার্ম্মাণ সৈন্যদের সর্ব্বেসর্ব্বা বা জেনারেল ছিলেন।

হাইফেং ঃ পালাবার আগে তিনি তোমাদের সঙ্গে কি পরামর্শ করেছিলেন ?

ফানিবল ঃ আপনি বোধ হয় জানেন যে আমাদের প্রত্যেক বন্দীকে বিভিন্ন সেলে রাখা হয় এবং তাদের ভেতরে কখনও কোন কথা বলতে দেওয়া হয় না।

হাইফেং ঃ হারউইক কোথায়, তোমরা তার কোন আন্দাজ করতে পার ?

ফানিবল ঃ না।

হাইফেং ঃ লিগনাইটে অবস্থিত সোনার খনি কোথায়, তোমরা জান ?

ফানিবল ঃ না।

হাইফেং ঃ কে জানে ?

ফানিবল ঃ আমরা জানি না।

হাইফেং ঃ তোমরা সব বড়-বড় ক্যাপ্টেন হয়েছ, অথচ এই সামান্য খবরটুকু জেনেও চালাকি করতে চাও ?

রেগে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ফানিবল ঃ আমরা বলছি, আমরা জানি না।

হাইফেং এবার দৃঢ়ভাবে বললেন, হ্যাঁ জান, নিশ্চয়ই জান।

এই বলে তিনি তাঁর জনৈক সঙ্গীকে তাঁর চাবুকখানা আনতে বললেন, আর অন্যান্য প্রহরীকে ঐ দশজন ক্যাপ্টেনকে বাঁধবার আদেশ দিলেন।

ক্যাপ্টেনরা প্রথমে যথাসাধ্য বাধা দিলেন। তাঁদের সুপুষ্ট চেহারার তীব্র ঘুষির আঘাতে দশ-বারজন ঘায়েল হয়ে গেল। কিন্তু অসংখ্য সৈন্যের সামনে এই দশজন লোক কতক্ষণ বাধা দেবে ?

কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর তাদের শরীর ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসতে লাগলো। এইভাবে কিছুক্ষণ বাদে তাদের বেঁধে ফেলা হলো। হাইফেং সৈন্যদের এই দশজন ক্যাপ্টেনকে দশটা খুঁটির সঙ্গে পা বাদে শরীর উপরের অংশ ভাল করে বাঁধতে আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশ পাওয়া মাত্র সৈন্যরা তা' পালন করল। বন্দী দশজন রাগে শুধু গজরাতে লাগলো। এ ছাড়া তাদের আর কোন উপায়ও ছিল না।

হাইফেং চাবুকখানা হাতে নিয়ে ফানিবলের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা বলবে কি না ?

ফানিবল ঃ না। দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন।

হাইফেং ঃ তোমরা যদি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেও, তবে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। নয় ত' এইখানে বা প্রকাশ্যে গুলি করে তোমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।

ফানিবল ঃ জার্ম্মাণরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে কখনও কোন কথা প্রকাশ করে না।

হাইফেং ঃ তা' হলে এই তোমাদের পুরস্কার !

কথার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি চাবুক দিয়ে ফানিবলকে সপাং-সপাং করে মারতে আরম্ভ করলেন। মারের চোটে ফানিবলের সমস্ত শরীর ফেটে রক্ত বেরুতে লাগলো। অনেক জায়গায় রক্ত শুকিয়ে চাপ বেঁধে কাল হয়ে রইল। জামা ছিঁড়ে গেল। নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। সমস্ত শরীর বিকৃত হয়ে গেল।

এই ভাবে নিষ্ঠুর অত্যাচার তাঁর উপর আরও অনেকক্ষণ চলত যদি তিনি অজ্ঞান না হয়ে পড়তেন। ফানিবলের সঙ্গী, ক্যাপ্টেন উরটেক তাঁর এই শোচনীয় অবস্থা দেখে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পা ছুঁড়তে লাগলেন।

হাইফেং তখন তাঁর দিকে এসে একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, দেখলে তোমার সঙ্গীর অবস্থা ! এখন তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি কি না আমি শুধু তাই জানতে চাই।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত উরটেক গর্জ্জে উঠলেন: কুকুর কোথাকার! কায়দায় পেয়েও তোর মত নিষ্ঠুর অত্যাচার কেউ করে না। পাজি শয়তান, আমি জানি, ফানিবলের মত অবস্থা আমারও হবে; কিন্তু জেনে রাখিস, ফানিবল আমাদের যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা আমরা প্রাণ দিয়েও পালন করব।

হাইফেৎ: আমি অত বড়-বড় কথা শুনতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই, তুমি বলবে কিনা!

উরটেক: না।

হাইফেৎ তখন অট্টহাসি হাসতে-হাসতে উরটেককেও ফানিবলের মত মারতে-মারতে অজ্ঞান করে ফেললেন। বাকি আটজনকেও ঠিক একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন ও তাদেরও ফানিবলের মত অবস্থা হলো; কিন্তু তবু তাঁরা কিছুতেই লিগনাইটের খনির কথা কেউ বললেন না।

নিষ্ঠুর হাইফেৎ তখনও নিরাশ না হয়ে সোনার খনির অবস্থান জানবার জন্য নূতন ফন্দি আঁটলেন। তিনি চারদিকে প্রচার করে দিলেন, যে-কোন লোক এই কথা তাঁকে জানিয়ে দেবে, তিনি তাকে খুব পুরস্কৃত করবেন আর তিনি যদি জার্ম্মাণ হন তবে এই দশজন ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে দেওয়া হবে; কিন্তু এতেও হাইফেতের উদ্দেশ্য হাসিল হলো না।

ব্যর্থ হয়ে হাইফেৎ এবার ভীষণ রেগে গেলেন। তাঁর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগলো। হাইফেৎ তখন ক্যাপ্টেনদের নগরীর মাঝখানে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে মারবার আদেশ দিলেন। আর চতুর্দ্দিকে প্রচার করে দেওয়া হলো, লিগনাইটে অবস্থিত সোনার খনির অবস্থান না বলার জন্যই তাদের শাস্তি দেবার আয়োজন হয়েছে। এই সঙ্গে আরও প্রচারিত হলো যে, কোন নগরবাসী এই সংবাদ জেনে যদি সরকারকে না জানিয়ে চেপে রাখবার চেষ্টা করে, তবে তার অবস্থাও ঠিক এদের মতই হবে।

দুই

হারউইক রাইফেলটিকে বাগিয়ে ধরে খুব সতর্ক হয়ে পোড়ো বাড়ীটার ভেতরে অগ্রসর হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তিনি একটা কোণ থেকে একটু আলো আসছে দেখতে পেলেন। মনে হলো, খুব সম্ভব মোমবাতির আলো।

তিনি খুব সাবধানে কাছে এসে দেখতে পেলেন, একটা বন্ধ দরজার খড়খড়ির ভেতর থেকে এই আলো আসছে।

খড়খড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে পারলেন, ঘরের ভেতরে কয়েকজন লোক কি যেন পরামর্শ করছে! কথাবার্ত্তায় তিনি বুঝলেন না যে এরা কাদের দলের লোক! তিনি ধীরে-ধীরে ঘরের জানলার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

. এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল, "হাত তোলো!"

হারউইক বেগতিক দেখে রাইফেলটাকে মাটিতে রেখে হাত উপরে তুলে দাঁড়ালেন। কয়েকজন লোক তখন তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেললে।

রাগে, ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁর মন বিষিয়ে উঠছিল। এত করে পালিয়ে এসে তিনি আবার ধরা পড়বেন, এ তিনি আশাই করেন নি! দুঃখের চোটে তাঁর চোখ ফেটে জল বেরুতে লাগলো। তাঁর কেবলই যেন গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল!

যাই হোক, হারউইকের বরাত বোধ হয় ভাল, তাই তিনি এ-যাত্রা রক্ষা পেলেন। লোকগুলি তাকে বেঁধে, তিনি যে ঘরে যেতে চাইছিলেন, সেই ঘরেই তাঁকে নিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরে একটি তেপায়া গোল-টেবিলের উপর একটি

মোমবাতি মৃদু-মৃদু জ্বলছিল আর তার চারদিকে জন-ছয়েক মিলিটারী পোষাক-পরিহিত লোক কোন এক গুরুতর বিষয় আলোচনা করছিল। তাদের প্রত্যেকেরই কোমরে পিস্তল।

আচম্বিতে একজনকে বেঁধে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে ক্যাপ্টেন কালরাট রক্ষীদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি হে, ব্যাপার কি?

রক্ষীরা তাঁকে স্যালুট করে বললেন, হুজুর, এই লোকটি জানলার আড়ালে রাইফেল নিয়ে আপনাদের কথা শুনছিল।

কালরাটঃ তাই নাকি? দেখি, বাঁধন খুলে আলোতে নিয়ে এস।

রক্ষীরা বন্দীর বাঁধন খুলে হারউইককে গোল-টেবিলের সামনে নিয়ে এলেন।

কালরাট, হারউইককে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনি তখন সসম্মানে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করতে গেলেন কিন্তু হারউইক তাঁকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ না ভাই! আজ আর আমাদের ভেতরে কোন পদ-মর্য্যাদার ভেদাভেদ নেই, আজ আমরা সকলেই সমান। আজ এই দুঃখের দিনেও আমি তোমাদের দেখা পেয়েছি এতেই আমি খুব আনন্দিত। আমাকে যখন বেঁধে নিয়ে আসা হলো, আমি ভেবেছিলাম, আমি বোধ হয় শত্রুদের হাতে আবার ধরা পড়লাম! এস ভাইরা, আজ আমরা আমাদের পদ-মর্য্যাদার ভেদাভেদ ভুলে আমাদের সম্মুখে যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে, তাই থেকে পার হবার জন্য বদ্ধপরিকর হই।

কালরাটের দেখাদেখি অন্য সকলে তাঁর অনুসরণ করে হারউইককে সম্মান দেখাতে গেল; কিন্তু হারউইক তাদের নিরস্ত করলেন। কালরাট তখন রক্ষীদের তাদের এই অপকর্ম্মের জন্য ভৎর্সনা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হারউইক তাঁকে বাধা দিয়ে বললেনঃ ওদের কি দোষ? ওরা তো ওদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পালন করেছে। ওদের কিছু বলো না।

কালরাট তখন তাদের কিছু না বলে তাদের সবাইকে ডিউটিতে যেতে বললেন।

এর পর তিনি একখানি চেয়ার আনিয়ে হারউইককে গোল-টেবিলের পাশে বসতে দিয়ে নিজেও বসলেন। কালরাট, হারউইককে বললেনঃ আপনি ওদের হাতে বন্দী হলেন। তারপর লোক-পরম্পরায় শুনেছিলাম, আপনার নাকি কোর্ট-মার্শাল হবে; কিন্তু কেমন করে আপনি ওদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এলেন?

হারউইক তখন তাঁর পলায়ন-কাহিনী তাদের কাছে বললেন।

কালরাট আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনাকে ধরে নিয়ে ওরা সার্চ্চ করেনি?

হারউইকঃ হ্যাঁ, করেছিল।

কালরাটঃ তবে আপনি ম্যাপটা কোথায় রেখেছিলেন?

হারউইকঃ আমি দেখে যখন বুঝলাম যে আমাকে ধরা পড়তেই হবে, তখন আমি ম্যাপটাকে একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম।

কালরাটঃ আসার সময় কি সেটা নিয়ে এসেছিলেন?

হারউইকঃ না।

কালরাটঃ তাহলে সেটা এখনই আনতে হবে।

হারউইকঃ হ্যাঁ, এখনই নিয়ে আসা ভাল। নইলে কোথা থেকে কি হয় বলা যায় না তো! তুমি পাঁচজন রক্ষীকে ডাক আর তাদের সঙ্গে তোমাদের কেউ একজন যাক। আমি জায়গাটার বর্ণনা দিচ্ছি, তারপর তারা সেটাকে সেখান থেকে নিয়ে আসুক।

কালরাটের আদেশে পাঁচজন রক্ষী তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি একজন ক্যাপ্টেনকে তাদের সঙ্গে হারউইকের বর্ণিত জায়গাটায় যেয়ে ম্যাপটাকে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন।

ওরা চলে গেলে, হারউইক কালরাটকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা এখানটায় কেমন করে এলে?

কালরাট ঃ আপনারা ধরা পড়বার পর আমরা ভেবে দেখলাম, আমাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু তখন পালাবার ইচ্ছে ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এই পোড়া মুখ নিজেদের জাত-ভাইদের কাছে আর কেমন করে দেখাব? তাই ঠিক করলাম, যে ক'টা দিন বেঁচে থাকি, শত্রুদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যাই। সেইজন্যে এইখানে লুকিয়ে আছি আর মাঝে-মাঝে গুপ্তহত্যা চালিয়ে যাচ্ছি।

হারউইক ঃ তোমরা কি সব সময় এইখানেই থাক?

কালরাট ঃ মাঝে-মাঝে রাত্রিতে বেরুই লুটপাট করার জন্য।

হারউইক ঃ কিন্তু শহরে তো এখন লোক নেই বল্লেই হয়!

কালরাট ঃ তবুও যা আছে। মাঝে-মাঝে ওদের ক্যাম্পেও যেয়ে যা পারা যায়, আক্রমণ করে নিয়ে আসি।

হারউইক ঃ ওরা তোমাদের ধরবার জন্য চেষ্টা করছে না?

কালরাট ঃ আমাদের ধরবার জন্য ওরা বড়-বড় গোয়েন্দা লাগিয়েছে, কিন্তু আমরা একরকম মরিয়া হয়ে আছি!

হারউইক ঃ তোমাদের দলে এখন কতজন আছে?

কালরাট ঃ হাজার পাঁচেক।

হারউইক ঃ সকলেই লিগনাইটে থাকে?

কালরাট ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

হারউইক ঃ সকলেই সশস্ত্র?

কালরাট ঃ হ্যাঁ।

হারউইক ঃ তোমাদের 'হেড-কোয়ার্টার্স' কোনটা?

কালরাট ঃ এইটা।

হারউইক ঃ এখানে তোমরা কতজন থাক?

কালরাট ঃ শ' তিনেক। ওহো! একটা কথা আপনাকে একেবারেই জিজ্ঞেস করা হয় নাই। আপনি কিছু খেয়েছেন?

হারউইক ঃ ওদের ওখানে খাবার পর এখন পর্য্যন্ত কিছু খাইনি।

কালরাট তখন হারউইককে নিয়ে আর একটা ঘরে এলেন। এই ঘরটাও প্রায় একটা ধ্বংসস্তুপ। ঘরের কড়িকাঠগুলো পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে! জানলা-দরজা নেই বললেই চলে! শুধু মেঝেটার ধূলোবালি কোনরকমে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল, তার পাশে আঁকাবাঁকা ভাঙ্গাচোরা পঁয়ত্রিশখানা চেয়ার রয়েছে। টেবিলখানারও একটি পায়ার অভাব, সেই অভাবটিকে ওঁরা একটা লাঠি দিয়ে পূরণ করে নিয়েছেন। এই রকম আরো একখানা ঘরকে তাঁরা খাবার ঘরে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন।

হারউইক অনুমানে বুঝলেন, এটা জার্ম্মাণীর কোন এক খুব বড় কোম্পানীর হেড-অফিস ছিল। বোমার ঘায়ে চারতলা বাড়ীটার উপরের দুটো তলার একদম কিছু নেই বল্লেই চলে, বাকি দু'তলার উপরের তলাটা আধা-আধি ভেঙ্গেছে। রান্নাঘর দুটো এই দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ছিল। কেবল নীচের তলাটি ভাল ছিল। এর জানলা-দরজা একটু-আধটু ভাঙ্গা। তাছাড়া, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় মোট ষাটখানি ঘর অবশিষ্ট ছিল, যেগুলি তখনো বোমার আক্রোশে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়নি। কালরাট এর ভেতরে ঝেড়েপুঁছে পঁয়তাল্লিশখানা ঘরকে কাজে লাগিয়েছিলেন। বাকি কয়েকখানাও কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কারণ, তাঁর দলে লোকসংখ্যা দিন-দিনই বেড়ে যাচ্ছিল।

বাইরে থেকে বাড়ীটাকে দেখলে মনে হয় যে, এর ভেতরে জন্তু-জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। সেইজন্যে শত্রু-পক্ষের লোকেরা এর উপর কোন সন্দেহই করেনি!

এই বাড়ীটার আশেপাশেও প্রায় খান-পঞ্চাশেক বাড়ীর এইরকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, এই অঞ্চলটারই এই রকম শোচনীয় অবস্থা! কারণ, লিগনাইটের এই অঞ্চলটি ছিল খুব প্রসিদ্ধ অঞ্চল। বড়-বড় কারখানা ও অফিস এই অঞ্চলেই ছিল বেশী। সেইজন্য শত্রুর আক্রোশও এই অঞ্চলটার উপরই খুব বেশী

মাত্রায় বর্ষিত হয়েছিল আর তার ফলে এর এইরকম শোচনীয় পরিণতি। ধর্ষিতা নগরীর এই অঞ্চলটুকুর উপরে শত্রুদের কোন নজর ছিল না। এর ভেতরে যে ভয়ঙ্কর কিছু থাকতে পারে, এ তারা কল্পনাও করেনি! কালরাটের দলের প্রায় সব লোকই বাস করত তাঁর হেড-কোয়ার্টার্সের আশেপাশে।

কালরাট অন্য সকলের জন্য দেরী না করে সেই ঘরটির ভেতরে দুটো চেয়ারে দুজনে বসলেন, তারপর হারউইক ও তাঁর নিজের জন্য খাবার আনতে আদেশ করলেন।

খাবার আনা হলে, তাঁরা দুজন খেতে আরম্ভ করেছেন, এমন সময় প্রহরী পাঁচজন ক্যাপ্টেনকে নিয়ে হারউইকের অনুমতি নিয়ে খাবার-ঘরে প্রবেশ করল।

হারউইক তাদের জন্য খুব ব্যগ্র ছিলেন। তারা আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন করলেন: ম্যাপটা পেয়েছ?

ক্যাপ্টেন: আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি ম্যাপখানিকে হারউইকের হাতে দিলেন।

হারউইক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে পর ক্যাপ্টেন আবার বল্লেন: আসার সময় বড় একটা ভীষণ খবর শুনে এলাম।

হারউইক খেতে-খেতে জিজ্ঞাসা করলেন: কি খবর?

ক্যাপ্টেন: হাইকেৎ আমাদের দশজন বন্দী ক্যাপ্টেনকে আগামী কাল প্রকাশ্য দিবালোকে ফাইনেট রোডের উপর গুলি করে মারবার আয়োজন করেছে। সে এই কথা চারদিকে প্রচার করে দিয়েছে।

হারউইক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তাই নাকি? এত তাড়াতাড়ি তাদের কোর্ট-মার্শাল হবে? ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না তো!

ক্যাপ্টেন: আমাদের দূতের মুখে শুনলাম, ম্যাপখানি কার কাছে আছে সে খবর না বলার জন্যই তাদের এই দুরবস্থা হচ্ছে।

রাগে হারউইকের সমস্ত মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তাঁর চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল! তিনি টেবিলের উপর ভীষণ জোরে এক ঘুষি মেরে দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন, আমি হাইফেৎকে জানিয়ে দেব যে, সে কাদের পাল্লায় পড়েছে! আমি ওঁদের সবাইকে হাইফেতের হাত থেকে কাল ছিনিয়ে নিয়ে আসব। কালরাট, আমি যা বলব তুমি তাই পালন করতে ইচ্ছুক?

কালরাট: আমরা আপনার ভৃত্য। আপনি যা বলবেন আমরা তাই পালন করতে ইচ্ছুক।

হারউইক: বেশ, তাহলে আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও। তোমার দলের সমস্ত লোককে তুমি চেন?

কালরাট: আজ্ঞে হ্যাঁ।

হারউইক: এদের ভেতরে শত্রুদের কোন গোয়েন্দা নেই তো?

কালরাট: আমার মনে হয়, নেই। কারণ, আমি এদেরকে দলে নেবার আগে পরীক্ষা করে নেই। এইরকম পরীক্ষা করতে যেয়ে আমি পনেরো জনকে ধরে ফেলে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলেছি।

হারউইক: তাহলে এরা সকলেই বিশ্বাসী?

কালরাট: হ্যাঁ।

হারউইক: কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো? তাহলে আমার সমস্ত চেষ্টাই পণ্ড হয়ে যাবে।

কালরাট: আমার মনে হয়, কেউ করবে না।

কালরাটের সঙ্গে এইরকম কথা বলতে-বলতে হারউইক তাঁর খাওয়া শেষ করে রুমালে হাত পুঁছে আবার পূর্ব্বের ঘরে ফিরে এলেন।

তাঁদের খাওয়া হয়ে গেলে পর বাকী সকলে খেতে বসল।

গোল-টেবিলের দুই পাশে দুইজন বসলে পর কালরাটকে হারউইক বললেন: বেশ, তাহলে তুমি এখনি যেয়ে আমাদের

দল থেকে পাঁচশ' লোককে বেছে ফেল। তুমি নিজে বাছবে, অন্য কাউকে পাঠিও না। তাদের সবাইকে বলবে যে, কাল দুপুরের আগে সকলেই যেন সামান্য নাগরিকের পরিচ্ছদে তৈরী হয়ে থাকে। সকলেই যেন একই রকম পরিচ্ছদ না পরে। আর প্রত্যেকে যেন দুটো করে রিভলভার ও আঠারটি কার্তুজ সঙ্গে নেয়।

রাত থাকতেই তারা যেন তাদের প্রত্যেকের আড্ডা ছেড়ে রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়! কারণ, দিনের বেলায় এইসব ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে শত্রুপক্ষের কেউ যদি আমাদের দলের কাউকে বেরুতে দেখে, তাহলে ভীষণ সন্দেহ করবে। এইরকম ঘুরতে-ঘুরতে তারা ফাইনেট রোডে, যেখানে ওদের গুলি করে মারা হবে সেখানটায় উপস্থিত হবে।

তাদের একটা সঙ্কেত-ধ্বনি বলে দেবো, তারা সেই ধ্বনি শোনার সঙ্গে-সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ করে আমাদের ক্যাপ্টেনদের নিয়ে পালিয়ে যাবে। এর পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে শহরের চারদিকে ঘুরে আবার রাত্রিতে সকলে ঘাঁটিতে এসে উপস্থিত হবে।

কিন্তু সাবধান, কেউ যেন অনুসরণ না করে! তাদের বিশেষ করে বলে দেবে, তারা যেন এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। যদি কেউ অনুসরণ করছে বলে সন্দেহ হয়, তবে তাকে যেন সেইখানেই গুলি করে মেরে ফেলে। আর নিজের অবস্থা যদি খারাপ দেখে, তবে যেন আত্মহত্যা করে, কিছুতেই যেন কেউ শত্রুর হাতে বন্দী না হয়! আমাদের ঘাঁটীর সন্ধান ওরা যেন কোন মতেই জানতে না পারে, তাহলে আমরা সকলে একসঙ্গে ওদের খাঁচায় বন্দী হয়ে পড়ব! তার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু আমাদের পক্ষে হতে পারে না। যাও, তুমি শীঘ্র বেরিয়ে পড়ো। যেমনি যা বলে দিলাম, ঠিক সেই ভাবে কাজ করবে।

কালরাট আর দেরী না করে তাঁর কথামত কাজ করার জন্য তখনই বেরিয়ে পড়লেন।

হারউইক তৎক্ষণাৎ তার টুঁটি টিপে ধরলেন [পৃঃ ৩

তিন

ফাইনেট রোডের কোন এক বিশিষ্ট স্থানে দশটি খুঁটি পোঁতা হয়েছে, নির্দ্দিষ্ট লোকদের বাঁধবার জন্য। এর সঙ্গে দশটি লম্বা-লম্বা গর্ত্ত খোঁড়া হয়েছে, কবর দেবার জন্য। এই গর্ত্তগুলির দুইপাশে মাটি জড় করে রাখা হয়েছে কবরের পর গর্ত্তগুলি বন্ধ করবার জন্য।

নির্দ্দিস্ট সময় পঞ্চাশ জন মিলিটারীর পাহারায় বন্দীদের সেইখানে নিয়ে আসা হলো। মিলিটারীরা মার্চ্চ করে গাড়ীখানার চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল।

মিলিটারীর পাহারায় এক-একজন বন্দীকে নিয়ে এসে এক-একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হতে লাগলো। বন্দীরা শেষ সময় কোন রকম বাধা দিল না; বাধা দেবার মত শক্তিও তাদের ছিল না। প্রহারের চোটে তাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, ব্যথায় টনটন করছিল। এছাড়া তাদের সবাইকে পূরো একদিন উপোসে রাখা হয়েছিল।

বধ্যভূমির কিছু দূরে দুটি চেয়ার রাখা হয়েছিল হাইকেৎ ও তার সঙ্গীর বসবার জন্য। চারজন সশস্ত্র প্রহরী হাইফেতের চারদিকে পাহারা দিচ্ছিল। হাইফেতের হুকুমে দশজন মিলিটারী প্রত্যেক বন্দীদের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেক বন্দী ও সৈন্যের মধ্যে প্রায় কুড়ি হাত ব্যবধান রইলো।

বধ্যভূমির চারদিকে, কেবল বন্দীদের পেছন দিক বাদে, অনেক লোক জড় হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড দেখবার জন্য। এটা যেন তাদের কাছে একটা পরম উপভোগ্য বস্তু!

হাইফেতের আদেশে বন্দীদের সম্মুখের প্রহরীরা তাদের রাইফেল উঁচিয়ে ধরে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক্ করে রইলো। বধ্যভূমিতে একজন পুরোহিত ছিলেন।• হাইফেতের হুকুমে তিনি

বন্দীদের সবাইকে পবিত্র বাইবেলের কয়েকটি অংশ পড়ে শোনাতে লাগলেন। বেতনভুক্ পুরোহিতের সেই বাইবেল পড়ার গুরুগম্ভীর শব্দে বধ্যভূমিটা যেন একটু-একটু কেঁপে উঠছিল!

বাইবেল পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এক তুমুল কোলাহল শোনা গেল; সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলি রিভলভারের শব্দ হলো এবং বন্দীদের সামনে যে-সব সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের প্রাণ-শূন্য দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন রাইফেল ও রিভলভারের ঘন-ঘন শব্দে সেই প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো, দেখতে-দেখতে ছোটখাট একটি সম্মুখযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

শত্রুদের পঞ্চাশ জন সৈন্যের পঁয়ত্রিশ জন ঘটনাস্থলেই মারা গেল। বাকী পনেরো জনের নয়জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। ছয়জন অবস্থা খারাপ দেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল।

হাইফেতের জ্ঞানশূন্য দেহ মাটিতে পড়ে ছিল। তার সঙ্গীটিও মারা গিয়েছিল। হারউইকের দলেরও মোট দশজন নিহত হয়েছিল, আর দু'জন জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিল।

গোলমালের সঙ্গে-সঙ্গেই বন্দী দশজনের বাঁধন কেউ তাড়াতাড়ি কেটে দিয়ে গেল। মুক্ত বন্দীরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

ওখান থেকে পালিয়ে তারা প্রথমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সকলে সারাদিন বেকারের মতন রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে সময় কাটিয়ে, রাত্রিতে ঘাঁটীতে এসে উপস্থিত হলো।

পলাতক সৈন্য ছয়জন সোজা নিজেদের ক্যাম্পে এসে ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, মিঃ নারফাৎকে সসম্ভ্রমে স্যালুট করে বললে, স্যার, ভীষণ সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। বধ্যভূমিতে হঠাৎ একদল দস্যু এসে সকলকে গুলি করে বন্দীদের নিয়ে পালিয়েছে!

রাগে, ভয়ে ও বিস্ময়ে অফিসারের চোখ দুটি বড় হয়ে উঠল; হাতের হাণ্টারটিকে টেবিলের উপর সজোরে ঠুকে এক লাফে

চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ সে কি! তোমরা শুধু পালিয়ে এসেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, আমরা গুলির শব্দ শুনে প্রাণটাকে নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছি।

এই বলে তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

—হাইফেংও মারা গেছে ?

—বোধ হয় স্যার!

—তোমরা কেউ তাদের পিছু নেওনি ?

—আজ্ঞে না স্যার! তারা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল।

কাঁপতে-কাঁপতে তারা উত্তর দিলে।

অফিসারটি আর রাগ থামাতে পারলেন না। সামনে যে ছিল তার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বিকট চীৎকার করে বলে উঠলেন, বেশ করেছ! সংখ্যায় অনেক ছিল বলে পিছু নেবার মত সাহস হলো না ? জাতির কুলাঙ্গার যত সব জংলীর দল জুটেছে আমাদের এই গ্রুপটাতে!

তিনি ফের চেয়ারে বসে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে স্পেশাল কলে হেড-কোয়ার্টার্সের অফিসারকে ডেকে এই ভীষণ সংবাদ দিলেন।

তিনিও বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। তারপর বললেন, সে কি! তা' তুমি এখন পর্য্যন্ত কিছু করনি ?

মিঃ নারফাৎ ঃ আমি কি করব ঠিক করতে পারছি না। আমাদের গ্রুপে যে সমস্ত অপদার্থ লোক আছে, তাদের নিয়ে আমার কোন কাজে নাবতে সাহস হচ্ছে না। এখন সমস্ত কিছুই আপনার উপর নির্ভর করছে।

হেড-কোয়ার্টার্সের অফিসার বললেন, আমি আমার এখান থেকে ভাল দেখে বাছাই একশ' লোক ও দু'জন ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি; তুমি তাদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে কি হয়েছে তার সঠিক বিবরণ

নিয়ে এস। ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে যদি দেখ, কেউ বেঁচে আছে, তবে তাদের মিলিটারী হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিও। মৃতদেহগুলির কবর দেবার বন্দোবস্ত করো। আমি এখনই চারদিকে বিপদের বার্ত্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি। যা-যা বললাম, মনে থাকে যেন। ধন্যবাদ!

কিছুক্ষণ পরে হেড-কোয়ার্টার্স থেকে কয়েকখানি গাড়ী করে ডাক্তার ও সৈন্যরা এসে পূর্ব্ব-বর্ণিত অফিসারের কোয়ার্টার্সে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। অফিসারটি তাঁদের নিয়ে ফাইনেট রোডে উপস্থিত হলেন।

ফাইনেট রোড তখন একদম জন-বিরল। চারদিকে মৃত ও অর্দ্ধমৃত দেহগুলি ছড়ান ছিল। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে হাইফেং ও সৈন্যদের জ্ঞানশূন্য দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তাঁরা নিজেদের কোয়ার্টার্সে এসে এক চার্জ্জ তৈরী করে হেড-কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিলেন।

জেনারেল হারউইক রাত্রিতে ঘাঁটীতে ফিরে এসে কালরাটের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তোমরা যে এমন সুন্দরভাবে কাজ শেষ করতে পারবে, তা আমি আশা করিনি। এর জন্য আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। মুক্ত ক্যাপ্টেনদের কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

কালরাট তাঁদের নিয়ে এলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ওপর খুব অত্যাচার হয়েছিল?

ক্যাপ্টেনরা তাঁদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল তা' বর্ণনা করলেন ও প্রমাণ-স্বরূপ দেহের কয়েকটি চিহ্নও দেখালেন।

হারউইক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে বললেন, কালরাট, হাইফেং মরেছে কি না বলতে পার?

কালরাট কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে নিজেদের দল থেকে একজন

লোককে নিয়ে এলেন। সে হারউইককে স্যালুট করে বলল, স্যার, আমি হাইফেং ও তাঁর সঙ্গীকে লক্ষ্য করে পাঁচটা গুলি ছুঁড়েছিলাম এবং তাদের সেইখানেই পড়ে যেতে দেখেছি।

লোকটি এই বলে চলে গেল। হারউইক তখন কালরাটকে বললেন, তাহলে বোধ হয় হাইফেং মারা গেছে। এ-বিষয়ে তোমার কি মনে হয় ?

কালরাট : আমারও তাই মনে হয় ; কিন্তু আপনি হাইফেতের সম্বন্ধে অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন ?

হারউইক কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না কালরাট ! হাইফেং হচ্ছে আমাদের পথের কাঁটা। ওকে না সরাতে পারলে আমাদের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয় না। হাইফেংকে আমি যেমন করে পারি সরাবই।

এই ভাবে শত্রুদের অর্থাৎ হারউইকের দলের অত্যাচার ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগল। আজ তারা অমুক ক্যাম্প আক্রমণ করে পাঁচটা খুন ও গোটা পঞ্চাশ জখম করে বেপরোয়া পালিয়ে আসে, আবার কোন-কোনদিন কোন হোটেল বা অফিসে যেয়ে হানা দেয়।

শহরের শত্রুপক্ষীয় ধনীদের উপর হারউইকের ভীষণ রাগ ছিল। একে-একে সমস্ত ধনী উৎখাত হতে লাগল। যে-সমস্ত রেলপথ দিয়ে শত্রুদের সৈন্য, খাবার ও যুদ্ধের জন্য যাবতীয় মাল পাঠান হত, হারউইক সেই সমস্ত রেলপথ এক-রকম অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্যে তুলে ফেলতে লাগলেন।

এদের অত্যাচার শেষ পর্য্যন্ত এত ভীষণ হলো যে, এই খবর শত্রুপক্ষের সর্ব্বাধিনায়কের নিকট যেয়ে পৌছাল।

তিনি লিগনাইটের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের এক সভায় ডেকে বললেন, তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না। তোমরা দখল করা জায়গাটুকু পর্য্যন্ত ভাল করে দখল রাখতে পার না! সামান্য কয়েকজন লোকের অত্যাচারে আমাদের যাতায়াতের পথ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথচ তোমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ! তাদের ধরার কোন উপায় করতে পারছ না। য্যক্‌গে, আমি একজন খুব ভাল গোয়েন্দা তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি; তিনি যা বলেন, তোমরা তাই করবে।

এদিকে হাইফেং দিনে-দিনে সেরে উঠলেন। তাঁর ডান বাহুতে ও বাঁ-পায়ে গুলি লেগেছিল—পায়ের অর্দ্ধেকটা কেটে ফেলতে হয়েছিল। তিনি এখন খোঁড়া। লাঠিতে ভর দিয়ে তাঁকে চলতে হয়। আগের মত এখন তাঁর রাগ নেই। সরকার তাঁর এই দুরবস্থা দেখে তাঁকে অবসর দিয়েছেন।

হাইফেং অবসর পেলেও শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর খোঁড়া জীবনের উপর আর বেশী মায়া রইল না। তিনি একজন সামান্য নাগরিকের মত লিগনাইটে বাস করতে লাগলেন।

ক্রমশঃ তিনি নিজেকে একদম গোপন করেই ফেললেন ও শত্রুদের জানতে দিলেন যে, তিনি মারা গেছেন কিন্তু ভেতরে-ভেতরে প্রতিহিংসা নেবার মতলব আঁটতে লাগলেন। তিনি জানতেন, কে তাঁকে ফাইনেট রোডের উপর ঐ রকম অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল! তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, হারউইক ও বন্দী দশজন ক্যাপ্টেন ছাড়া এই কীর্ত্তি আর কারও নয়।

এরপর লিগনাইটে নতুন যে গোয়েন্দাটির উদয় হলো, তাঁর নাম কাউন্টফোর্ট। তিনি এসেই ঘোষণা করে দিলেন, এই দলের সর্দ্দারকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই সংবাদ প্রত্যেক সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দেওয়া হলো। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

ক্রমে এই খবর হারউইকের কাছে গেল। তিনি কালরাট ও কয়েকজন ভাল লোককে ডেকে সেই দিনই এক সভা করে বললেন, কালরাট, আমাদের ধরবার জন্য যে কি চেস্টা চলছে, তা শুনেছো তো? এই সময় আমাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। দলের একটি লোকও যদি কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে আমাদের সকলকে একসঙ্গে ধরা পড়তে হবে।

দলের একজন বললে, সাবধান তো আমাদের হতেই হবে; কিন্তু আমার মনে হয়, এই গোয়েন্দাটাকে খুন করে ফেললেই আপদ চুকে যায়!

হারউইক: তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়; কিন্তু এই গোয়েন্দাটিকে খুন করলে তার শূন্যস্থান আর একজনে পূরণ করবে, তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। তাছাড়া ঐ গোয়েন্দাটিকে খুন করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য; কারণ, সে সর্ব্বদাই প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে থাকে।

অপর একজন বলে উঠলো, ওকে যদি খুন করা যায়, তবে এর পর যে আসবে, সে সব সময় ভয়ে-ভয়েই চলবে; যা-তা একটা কিছু করতে সাহস পাবে না।

হারউইক একটুখানি চিন্তা করে বললেন, তা' ঠিক; কিন্তু ওকে খুন করা যায় কেমন করে?

একজন বল্লেন, ওর কোয়ার্টার্সে যেয়ে।

হারউইক: ওর কোয়ার্টার্সে যেয়ে ওকে খুন করা এক-রকম অসম্ভব, আর তাতে বিপদের সম্ভাবনাও বেশী!

কালরাট: ওকে যদি কোন-রকমে বাইরে আনা যায়, তবে খুব সুবিধা হয়।

হারউইক: তা সত্যি; কিন্তু ওকে বাইরে আনা যাবে কেমন করে?

সকলে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। একজন বল্লে, কোন ঘটনার অজুহাতেও ওকে বাইরে আনা যায় না?

হারউইক: তাই বা কেমন করে হয়?

সেই লোকটি বললে, ধরুন আমাদের দলের কয়েকজন যেয়ে ঐ গোয়েন্দাকে খবর দিল, অমুক এক জায়গায় ডাকাত পড়েছে, তাই আমরা পালিয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি; আর এই সুযোগে তিনি যখন বেরুবেন, তখন তাঁকে খুন করা হবে।

হারউইক: এ-সব ক্ষেত্রে তিনি নাও বেরুতে পারেন। অন্য কাউকে হয়ত পাঠাবেন। আর তিনি নিজে বেরুলেও আমাদের সংবাদদাতা বন্ধু ক'টিকে আর ফিরে আসতে হবে না।

একজন বললে, একটা বড় কাজ করতে গেলে, দু'-এক জন মরবেই!

হারউইক: বড় কাজই বা হচ্ছে কোথায়? একটা চুনো-পুঁটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেই লোকটি বললে, এতবড় একজন গোয়েন্দাকে খুন করা কি বড় কাজ নয়?

হারউইক: বড় গোয়েন্দা না হয় হলো; কিন্তু ওকে খুন করলে ওর শূন্যস্থান আর-একজন পূরণ করবে। তাতে আমাদের কাজ প্রকৃতপক্ষে সমানই রয়ে গেল। কারণ, তখন এর কাজ করবে পরবর্তী গোয়েন্দা।

সেই লোকটি বললে, তা সত্যি বটে!

হারউইক: তা' ছাড়া আমি ঐ-রকম একটা লোকের জন্য আমাদের দলের দুটি অমূল্য প্রাণ নষ্ট করতে পারি না।

আর-একজন বললে, তবে আপনি কি চান?

হারউইক: আমি চাই—এক ঢিলে দুই পাখী বধ। আপনারা সেই রকম কোন ভাল মতলব দিতে পারলেন না?

সকলে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। হারউইক মাথায়

হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর চোখদুটি বড়-বড় হয়ে উঠল, তিনি বলে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি!

সকলে বললে, কি ঠিক করলেন?

হারউইক: আমি যা' বলব, তোমরা শুধু তাই করবে। দেখবে আমি ঐ গোয়েন্দাটিকে তোমাদের ঘাঁটিতে এনে দেব। তোমরা আগামী কাল আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সের পাশের বাড়ীতে শ' পাঁচেক সশস্ত্র লোক নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবে। বাড়ীটার যে-সমস্ত জায়গা ভেঙ্গে গেছে, সেই-সব জায়গায় লুকিয়ে থাকবে।

দলের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠলে, এই রকম লুকিয়ে থাকলে কি হবে?

হারউইক: কি হবে, আমি সেই কথাই বলছি। এমন ভাবে আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে যাতে শত্রুপক্ষ বাড়ীর ভেতরে ঢুকেও আমাদের উপস্থিতি নির্ণয় করতে না পারে।

কালরাট: সে তো উপরে থাকলেই হতে পারে!

হারউইক: না, শুধু উপরে নয়; সমস্ত জায়গাতেই ছড়িয়ে থাকতে হবে। নীচে উপরে যেখানে যত ঝোপঝাড়, ভাঙ্গা পোড়ো জায়গা আছে, সেই সমস্ত জায়গাতেই থাকতে হবে।

আর একজন জিজ্ঞাসা করলে, শুধু বাড়ীটার ভেতরে থাকলেই চলবে কি?

হারউইক: না, শুধু বাড়ীটার ভেতরে থাকলেই চলবে না। আমাদের বাড়ীটার আশে-পাশে, এমন কি, হেড-কোয়ার্টার্স ও তার আশে-পাশের বাড়ীতেও লুকিয়ে থাকতে হবে।

কালরাট: তাহলে কি একটা ছোটখাট যুদ্ধ হবে অনুমান করেন?

হারউইক: না, যুদ্ধ ঠিক নয়; তবে ওদের দলের যারা আসবে, তাদের ভেতর থেকে যেন একজনও ফস্‌কে না যায় বা পালিয়ে না যেতে পারে এমন বন্দোবস্তই করতে হবে!

অপর একজন বললে, একজন বা দু'জন পালিয়ে গেলেই বা আমাদের এমন কি ক্ষতি হবে?

হারউইক: দলশুদ্ধ পালিয়ে গেলে যে ক্ষতি হবে, ওদের দু'-একজন পালিয়ে গেলেও আমাদের ঠিক সেই পরিমাণ ক্ষতিই হবে।

কালরাট: কি রকম? আমি বুঝতে পারছি না।

হারউইক: যদি একজন পালিয়ে যায়, তবে সে যেয়ে ওদের ঘাঁটীতে আমাদের আড্ডার সন্ধান দেবে, তাতে যে কি অবস্থা হবে তা' এখন বুঝতেই পারছ?

কালরাট: সেই-রকম হলে আমরা আমাদের ঘাঁটি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

হারউইক: অন্য কোথাও চলে যাব বললেই তো যাওয়া হয় না! এই পাঁচ হাজার লোক পালিয়ে যেয়ে কোথায় থাকবে আর কোথায়ই বা খাবে?

আর-একজন বললে, কিন্তু ওরা কেউ পালিয়ে গেল কি না, তাই বা বুঝবেন কেমন করে?

হারউইক: আমি ওদের গুণে নিয়ে আসব, আবার পরে গুণে-গুণে শবগুলি বা মরা দেহগুলিকে পুঁতে ফেলব। তোমরা শুধু নজর রাখবে যে ওরা যেন কেউ পালিয়ে যেতে না পারে! তার জন্য আমাদের যে-কোন উপায় অবলম্বন করতে হয়, আমরা তা' করব।

কালরাট: কিন্তু আপনি ওদের আনবেন কেমন করে?

হারউইক: সে আমি বলব না। আমি কথায় না-বলে কাজে দেখাব। ওদের আমি এনে আড্ডায় ঢোকালে পর, তোমরা ছোটগুলিকে একধার থেকে শেষ করতে থাকবে। কিন্তু গুলি করে কাউকে মারবে না। ছোরা দিয়ে কেটে ফেলবে আর নয়ত' গলা টিপে বা ঐ-রকম কোন উপায়ে মেরে ফেলবে। মোট কথা,

তোমাদের এমন-ভাবে খুন করতে হবে, যাতে এতটুকুও হল্লা-চীৎকার বা কোন শব্দ না হয়!

অপর একজন: আমাদের শুধু এই করলেই চলবে?

হারউইক: হ্যাঁ, আমি তাহলেই খুব তুষ্ট হবো।

কালরাট: আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে আপনি খুব বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে যাচ্ছেন?

হারউইক: তা' ত' নিশ্চয়ই। বিপদের ঝুঁকি মাথায় না নিলে কি কোন কাজ হয়?

কালরাট: এ-কাজ অন্য কাউকে দিলে হয় না?

হারউইক: না ভাই! এই ভীষণ কাজ আমার অন্য কাউকে দিতে সাহস হয় না।

কালরাট: কিন্তু আপনাকে হারালে, আমাদের চলবে কেমন করে?

হারউইক: কেন, তুমিই আমার দলকে চালাবে?

কালরাট: অত বুদ্ধি-বিবেচনা আমার নেই স্যার!

হারউইক: আছে, আছে ভাই! আমি জানি তুমি ঠিক পারবে।

এর পর আর বেশী-কিছু কথা হলো না। জেনারেল হারউইক সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর গন্তব্য-স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কালরাটও আর বিশেষ কিছু না বলে হারউইকের আদেশমত কাজ করার জন্য গভীর রাত্রেই দলের কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বেরুতে-বেরুতে তিনি এই মহাপুরুষটির কথা ভাবতে লাগলেন। কত বুদ্ধি তাঁর! আর কত জ্ঞানী! দলের প্রত্যেকটি লোককে তিনি কত স্নেহ করেন! তাদের প্রত্যেকের জীবন হারউইকের কাছে কত মূল্যবান্!

এই-রকম আরো কত কি ভাবতে-ভাবতে পথ চলতে থাকেন। ভক্তিতে তাঁর মাথা নীচু হয়ে আসে।

পাঁচ

হারউইক জানতেন, শত্রুপক্ষের মধ্যে তাঁকে চেনে শুধু দু'জন—জেলের সেই রক্ষী দু'জন; কিন্তু হারউইক তাদের খুন করে তবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। তাই তিনি মনে-মনে এক ফন্দী এঁটে কাউণ্টফোর্টের ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হয়ে কাউণ্টফোর্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। রক্ষীরা তাঁকে ভাল করে পরীক্ষা করে কাউণ্টফোর্টের অনুমতি নিয়ে হারউইককে তাঁর কাছে নিয়ে গেল।

কাউণ্টফোর্ট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি চাও?

হারউইক সসম্ভ্রমে স্যালুট করে বললেন: আমি পাঁচ হাজার ডলারের বিনিময়ে শত্রুপক্ষের সন্ধান দিতে পারি।

কাউণ্টফোর্ট একটু আনন্দিত হলেন কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ না করে আর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: তুমি কে?

হারউইক: আমি আগে ওদের দলে ছিলাম কিন্তু একদিন মতের মিল না হওয়ায় আর সামান্য একটু অপরাধে আমাকে অন্যায়ভাবে বেত মারা হয়। আমি তাই ওদের দল ছেড়ে চলে এসেছি।

কাউণ্টফোর্ট: তুমি জার্ম্মাণ?

হারউইক: হ্যাঁ।

কাউণ্টফোর্ট: তোমার নাম?

হারউইক: সারমাউণ্ট।

কাউণ্টফোর্ট: তুমি তোমার জাতির সঙ্গে সত্যই বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে?

হারউইক: করব, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে।

কাউণ্টফোর্ট: কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো? জান, বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি?

হারউইক ঃ হ্যাঁ, জানি। ফাঁসি অথবা কোর্ট-মার্শাল ?

কাউন্টফোর্ট ঃ হ্যাঁ। আচ্ছা বেশ। তুমি ওদের সমস্ত সন্ধান দিতে পারবে ?

হারউইক ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাউন্টফোর্ট ঃ কিন্তু সারমাউন্ট, আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি বদমাইসি করবার চেষ্টা করো তবে তোমাকে আমরা কুকুর দিয়ে খাওয়াব বা তার চেয়েও ভীষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করব। এখনো ভেবে দেখ।

হারউইক ঃ আমি তাতে মোটেই ভীত নই ; কারণ আমি জানি, আমি কোন খারাপ মতলব নিয়ে আসিনি, আমি শত্রুতা-সাধন করতে এসেছি।

কাউন্টফোর্ট ঃ তুমি ওদের গ্রুপে কতদিন যাবৎ আছ ?

হারউইক ঃ হারউইকের অবনতি ঘটার পর থেকে।

কাউন্টফোর্ট ঃ তুমি হারউইকের অধীনে ছিলে ?

হারউইক ঃ হ্যাঁ।

কাউন্টফোর্ট ঃ হারউইককে দেখলে চিনবে ?

হারউইক ঃ নিশ্চয়ই।

কাউন্টফোর্ট ঃ দেখ সারমাউন্ট, তোমার কাছে সত্যি কথা বল্‌তে দোষ নেই, আমার সবচেয়ে বেশী দরকার হারউইককে। ওইটেই বোধহয় দলের পাণ্ডা ?

একটু অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

হারউইক মনে-মনে ভাবলেন, ওষুধ ধরেছে ! তাই তিনি আরও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উত্তর দিতে লাগলেন ঃ ওইতো সব করছে !

কাউন্টফোর্ট ঃ তুমি ওকে ধরিয়ে দিতে পারবে ?

হারউইক ঃ আমি যা বলব আপনারা যদি তাই করেন তবে অবশ্যই পারব।

কাউন্টফোর্ট ঃ বেশ, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

হারউইক: কিন্তু আমার পাঁচ হাজার ডলার?

কাউণ্টফোর্ট হো-হো করে এক গাল হেসে উত্তর দিলেন: সারমাউণ্ট, তুমি সে বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকতে পার। দরকার হলে তুমি এক হাজার আগেই নিতে পার।

এই বলে তিনি একজন লোককে ডেকে তখনই এক হাজার ডলার নিজের ক্যাশ থেকে আনিয়ে হারউইককে দিয়ে বললেন: কিন্তু সারমাউণ্ট, কোনরকম বদমাইসি করলে ভাল হবে না।

হারউইক: বেশতো আমাকে যখন আপনার এত সন্দেহ তখন আমি যা' নির্দ্দেশ দিচ্ছি আপনি তাই করুন, তাহলেই হারউইককে অনায়াসে ধরতে পারবেন। আর ততক্ষণ আমাকে এইখানেই আটকে রেখে দিন যাতে না পালাতে পারি।

এই কথাগুলি বলতে-বলতে হারউইক ডলারগুলি নিজের পকেটে পূরলেন।

কাউণ্টফোর্ট: না তা' হয় না; কারণ, আমরা কোথায় উঠতে যেয়ে কোথায় উঠব, আর সেইখানে মার খেয়ে মরব।

হারউইক: তবে কি করতে চান?

কাউণ্টফোর্ট: আমি তোমাকে পথ-প্রদর্শক করতে চাই।

হারউইক চোখ দুটো বড়-বড় করে বললেন: ওরে বাপ্‌রে, আপনি আমাকে আবার সেই বাঘের খাঁচায় ঢোকাতে চান্? ওরা আমাকে দেখলেই যে গুলি করে মারবে।

কাউণ্টফোর্ট: ভয় নেই, আমার সঙ্গে আরও লোক থাকবে।

হারউইক: বেশ, তাহলে আমি রাজি।

কাউণ্টফোর্ট: আচ্ছা সারমাউণ্ট, ওদের দলে সবশুদ্ধ কত লোক হবে?

হারউইক: কত আর? জন পঞ্চাশেক হবে।

কাউণ্টফোর্ট: মোটে পঞ্চাশ জন?

হারউইক: হ্যাঁ।

কাউন্টফোর্ট : তুমি ঠিক বলছ ত, সারমাউন্ট ?

হারউইক : আপনি সে বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকতে পারেন।

কাউন্টফোর্ট : এই পঞ্চাশজনে ফাইনেট রোডের ওই ভীষণ কাণ্ডটা করেছে ?

হারউইক : হ্যাঁ।

কাউন্টফোর্ট : তুমিও কি তাদের ভেতরে ছিলে ?

হারউইক : হ্যাঁ।

কাউন্টফোর্ট : তবে আমাদের দেড়শ' জন সৈন্য নিলেই চলবে। কি বল ?

হারউইক : অত নেবার দরকার কি ? শ'খানেক নিলেই চলবে !

কাউন্টফোর্ট : তবুও বেশী নেওয়া ভাল।

হারউইক : বেশী নিলে একটা গণ্ডগোল হতে পারে, আর তার ফলে ওরা টের পেয়ে আগে থেকেই সরে পড়বে, তখন ওদের ধরা যাবে না। যত কম সৈন্য নেওয়া যাবে ততই নিঃশব্দে কাজ শেষ করা যাবে।

কাউন্টফোর্ট : বেশ, তবে একশ' সৈন্য নিয়ে যাব। আচ্ছা, তুমি কবে যেতে চাও ?

হারউইক : আমি অর্থের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করছি, আপনারা আমাকে যেদিন যেতে বলবেন আমি সেইদিনই যাব।

কাউন্টফোর্ট : তবুও তোমার মতে কোন্‌দিন গেলে ভাল হয় ?

হারউইক : আজকে গেলেই ভাল হবে। কারণ, আমি শুনেছি যে হারউইক আগামী কাল ও পরশু কোথায় ডাকাতি করতে বেরুবে ! কাজেই ওই দু'দিন ওকে ধরা যেতে পারে না। আজকে গেলে একেবারে হাতে-হাতে হারউইককে ধরা যাবে।

কাউন্টফোর্ট : কখন যেতে বল ?

হারউইক : রাত্রিতে। রাত্রিতে ছাড়া আর কখন যাওয়া যেতে পারে ?

কাউন্টফোর্ট কি একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন ঃ আচ্ছা, ওরা পঞ্চাশ জন কি এক জায়গায়ই থাকে ?

হারউইক ঃ না, না। ওরা সব শহরের নানা জায়গাতেই ছড়িয়ে থাকে, কেবল যখন হারউইক ওদের সবাইকে এক জায়গায় জড় হতে বলে তখন ওরা একস্থানে জড় হয়।

কাউন্টফোর্ট ঃ তাহলে আজ রাতে আমরা যখন শ'খানেক অনুচর নিয়ে ওদের আক্রমণ করবো, তখন সংখ্যায় ওরা এত বেশী কখনো হবে না যাতে সহজেই আমাদের কাবু করতে পারে! কেমন, এই তোমার ধারণা ?

হারউইক ঃ হ্যাঁ স্যার !

কাউন্টফোর্ট ঃ বেশ, তবে আজই রাত্রিতে আমরা ওদের আক্রমণ করবো। জেনারেল হারউইককে আমার চাই-ই চাই। আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

এই বলে তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে একজন লোককে ডেকে হারউইককে দেখিয়ে বললেন, এই লোকটিকে এখন নিয়ে আটকে রাখ ; কিন্তু এর কোন কিছুর যেন অসুবিধা না হয়।

হারউইক ওরফে সারমাউন্ট, মনে-মনে হাসতে-হাসতে নবাগত লোকটির অনুসরণ করলেন।

ছয়

রাত্রি হবার কিছুক্ষণ পরেই কাউণ্টফোর্ট একশ'জন খুব দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য ও দুইজন উচ্চপদস্থ অফিসার বা কর্ণেলদের সঙ্গে নিয়ে সারমাউণ্টের কাছে এলেন, তারপর সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে হারউইকের ঘাঁটীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

চাঁদ তখন পশ্চিমের আকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছে। গোয়েন্দাটি রইলেন সকলের পেছনে আর তার আগে রইলেন কর্ণেল দু'জন। তাদের আগে রইলো পাঁচ সারি সৈন্য। প্রত্যেক সারিতে কুড়িজন করে ছিল।

সকলের আগে চলছিলেন হারউইক। মনে-মনে তিনি একবার সৈন্যদের সংখ্যা ও বাকী তিনজনকে গুণে নিলেন, মোট একশত তিনজন। সকলে মার্চ্চ করতে-করতে এগুচ্ছিল।

তারা যেখান দিয়ে এগুচ্ছিল সেই সমস্ত জায়গা তাদের জুতার কচ্‌কচ্‌ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ছিল। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় তাদের অস্পষ্ট ছায়াগুলি প্রেতের মতন নেচে-নেচে সামনের দিকে যাচ্ছিল!

এই ভাবে দেড় ঘণ্টা চলার পর কাউণ্টফোর্ট ধৈর্য্য হারিয়ে সারমাউণ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন: কিহে, তুমি অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছ নাকি?

সারমাউণ্ট: আমার কাছে রিভলভার বা ছোরা কিছুই দেননি, সেই রকম যদি মনে করেন, তবে গুলি করে মেরে ফেলবেন।

কাউণ্টফোর্ট: আর কত দেরী হবে?

সারমাউণ্ট: আরও আধ ঘণ্টার মতন।

আবার ধীরে-ধীরে তারা অগ্রসর হতে লাগলো। তিন

কোয়ার্টারের মতন পথ চলার পরে তাঁরা সকলে হারউইকের ঘাঁটীতে এসে উপস্থিত হলেন। অতগুলি জুতোর শব্দ পেয়ে হারউইকের দলের লোকেরা শত্রুদের শুভাগমন বুঝতে পেরেছিল, তাই তারা আরও সতর্ক হয়ে রইলো।

ভাঙ্গা বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্টফোর্ট হারউইকের উদ্দেশ্যে বললেন: এই ভাঙ্গা বাড়ীটাতে হারউইক থাকে?

সারমাউণ্ট তার কাছে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন: চুপ, আস্তে কথা বলুন, ওরা কেউ শুনতে পেলে আগে থেকে পালিয়ে যাবে। এই বাড়ীটাতেই হারউইক থাকে। আমার পেছনে-পেছনে আসুন, আপনাকে একেবারে হারউইকের ঘরে নিয়ে যাব।

কাউন্টফোর্ট আর বেশী কিছু না বলে একজন কর্ণেলকে কাছে ডেকে বললেন: তুমি পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে এই বাড়ীর চারদিকে খুব ভাল করে পাহারা দাও, দশটা গ্রুপ করে ফেল। প্রত্যেক গ্রুপের পাঁচজন এক-একবার করে টহল দিতে থাকুক। এই ভাবে পঞ্চাশ জন সৈন্য একই সঙ্গে পাহারা দিতে থাকুক। কেউ যেন না পালাতে পারে! সব ক'টাকে অ্যারেষ্ট করা চাই। বাইরে থেকে কেউ বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে চাইলে তাকেও আটকে ফেলবে।

অন্য অফিসারটিকে আঙুল দিয়ে আবার বললেন: তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে।

সারমাউণ্টকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন: হারউইক কি এক ঘরে একলাই থাকে?

সারমাউণ্ট: হ্যাঁ, হারউইকের ঘরে অন্য কেউ ঢুকতে পারে না।

কাউন্টফোর্ট পঞ্চাশজন সৈন্যের ভিতর থেকে চারজনকে বেছে নিয়ে বললেন: তোমরা আমার সঙ্গে যাবে।

আর বাকী সৈন্যদের বললেন: তোমরা সকলে বাড়ীর ভিতরে খুব ভাল করে পাহারা দেবে। যাকে দেখবে তাকেই বন্দী করবে।

এইরকম সুবন্দোবস্ত করে কাউন্টকোর্ট হারউইককে বা সারমাউন্টকে আগে-আগে যেতে বললেন ও তাঁরা ছয়জনে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

হারউইকের দলের লোকদের শরীরে থেকে-থেকে কম্পন হতে লাগলো! সেদিন তাদের সকলের মাথায় বুঝি খুন চেপেছিল! প্রত্যেকে তাদের ছুরি বাগিয়ে ধরল শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। প্রত্যেক পাঁচজন করে সৈন্য, কাঁধে রাইফেল ফেলে কচ্‌-কচ্‌ করতে-করতে আসে আবার কচ্‌-কচ্‌ করতে-করতে চলে যায়। এইভাবে তারা কিছুক্ষণ টহল দিল। তারপরেই আরম্ভ হলো খুনের পালা।

দশ-বারজন সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচজন সৈন্যের উপর, কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে বসিয়ে দেয় ছুরি। রক্তের বন্যায় ভেসে যায় সেই জায়গাটা। হতভাগ্য সৈন্যরা দুই-একটা কাতর শব্দ করেই ইহলীলা শেষ করে, একবার রাইফেলটাকেও ভাল করে ধরতে পারে না!

কুকুর-বেড়ালের মতন খুন করা হতে লাগলো তাদের। কাজের সুবিধার জন্য শবগুলিকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলা হতে লাগলো ঝোপে-ঝাড়ে, ভাঙ্গাপোড়ো জায়গায়। আবার কিছুক্ষণ বাদে এলো আর-একটা গ্রুপ, পাঁচজন! হঠাৎ তারা থেমে দাঁড়াল, একজন বলে উঠলো এই জায়গাটা কিরকম চট্‌চট্‌ করছে!

অন্য সকলে বলে উঠলো: হ্যাঁ।

এই বলেই সকলে একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ল সেই জায়গাটায়।

অস্তগামী চাঁদের মৃদু আলোকে চাপ-বাঁধা রক্তগুলি একবার জ্বলজ্বল করে উঠলো—যেন জানিয়ে দিল তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার কথা, আর সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিল প্রতিশোধ নেবার কথা। বিস্ময়ে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একজন বলে উঠলো: এখানে রক্ত এলো কোথা থেকে?

আর একজন বলে উঠলো : নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে।

আগের জন আবার বললে : আমরা কিছুক্ষণ আগে এই জায়গায় এসেছিলাম কিন্তু কিছু তখন দেখতে পাইনি ; অথচ এই সময়টুকুর ভিতরে এখানে রক্ত এলো কেমন করে ?

সকলে ভাল করে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ একজন বলে উঠলো : এইখানে কতকগুলি পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

সেই জায়গাটা সকলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে, রক্তের দাগে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে কতকগুলি পায়ের দাগ ! সেই দাগগুলি আবার একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেছে।

একজন বললে : নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথায়ও শত্রু আছে।

সকলে রাইফেল ঠিক করে ধরে পায়ের দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে লাগলো। এমন সময় আবার একদল লোক তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন তাড়াতাড়ি করে গুলিও ছাড়লে, কিন্তু তা' তাড়াতাড়ি করে ছাড়ার জন্য কারুর গায়ে লাগলো না। তারপর ঠিক আগের মতন করে তাদেরও হত্যা করা হলো—শবগুলিও সরিয়ে ফেলা হলো। এইভাবে বাড়ীটার চারদিকে রক্তাক্ত হয়ে গেল। হতভাগ্য পঞ্চাশজন সৈন্য কুকুর-বেড়ালের মতন মৃত্যু বরণ করলে। তারা এমন ভাবে মরল যে কেউ এতটুকু বাধা দিতে পারলে না ! কর্ণেলও তাদের সঙ্গে মারা গেলেন। বাড়ীর ভিতরেও যে সমস্ত সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল তাদেরও এই একই পরিণতি ঘটল।

হারউইকের সৈন্যরা আনন্দোল্লাস করতে-করতে সমস্ত শবগুলিকে এনে এক জায়গায় জড় করলে,. তারপর অল্প আলোর সাহায্যে রক্তের সমস্ত দাগগুলি মুছে ফেলল ; আর যে দাগগুলি মোছা গেল না, সেইগুলি ভাঙ্গা ইঁট ও ধূলাবালি দিয়ে ঢেকে দিলে। তারা এই সমস্ত কাজ খুব তৎপরতার সঙ্গে করলেন। এতগুলো খুন করতে তাদের একটুকুও বেগ পেতে হলো না। একবিন্দুও মায়া-দয়ার উদ্রেক হলো না, এত নিষ্ঠুর তারা।

কাউন্টফোর্ট তার কর্ণেল ও বাকী চারজন সৈন্যদের নিয়ে সারমাউন্টকে অনুসরণ করতে-করতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁরা অনেকগুলি ঘর অতিক্রম করলেন কিন্তু কোন ঘরে কোন লোককে দেখতে পেলেন না। এর ফলে কাউন্টফোর্টের বুকে অনেকটা সাহস হলো। কাউন্টফোর্ট মাঝে-মাঝে নীচে থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তি ও দুই-একটা আর্ত্ত চীৎকারের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন; তিনি মনে-মনে ভাবছিলেন, তাঁর সৈন্যরা হয়ত দুই-একটা শিকার পেয়েছে আর সেইজন্যেই এইসব হচ্ছে। গুলি-ছোঁড়ার শব্দ শুনে তিনি ভেবেছিলেন, একটাকেও তাঁর লোকেরা পালাতে দিচ্ছে না। সৈন্যদের কর্ম্মতৎপরতায় আনন্দে তাঁর বুক মুহু-মুহু কাঁপছিল। আনন্দের চোটে তাঁর তখন নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

তিনি ভাব্‌তে-ভাব্‌তে এগুচ্ছিলেন, যদি একবার হারউইক ও তাঁর দুই-একটা সঙ্গীকে ধরে সর্ব্বাধিনায়কের কাছে উপস্থিত করতে পারেন তবে তাঁকে আর পায় কে? তাঁর সম্মান চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তখন তিনি কাউকে একটুকুও ভয় করবেন না। সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করার ক্ষমতা হবে তাঁর।

এইরকম ভাব্‌তে-ভাব্‌তে তিনি এক স্বপ্নলোকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বপ্নলোকের মধ্য দিয়ে গর্ব্বের সঙ্গে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে একটা হট্টগোল শুন্‌তে পেলেন।

এতক্ষণে তাঁর যেন চমক ভাঙ্গল! পেছন দিকে চাইতে যাবেন এমন সময় শুনতে পেলেন: হাত তুলে দাঁড়াও কুকুর!

কাউন্টফোর্ট, কর্ণেল ও সৈন্য চারজন বাধ্য হয়ে মাটিতে রিভলভার ও রাইফেলগুলি রেখে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াল।

তখন জন-কুড়ি লোক এগিয়ে এসে ছয়জনকে ভাল করে সার্চ্চ করলে। তারপর কর্ণেল ও বাকী চারজন সৈন্যকে বেঁধে লাথি মারতে-মারতে নিয়ে চলে গেল। রইলো শুধু দু'জন সৈন্য। এরা হচ্ছে হারউইকের বডিগার্ড!

তারা কাউণ্টফোর্টের দু'দিকে এসে সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। হারউইক পেছন ফিরে বিদ্রূপ-ভরে কাউণ্টফোর্টকে বললেন: চল বন্ধু, হারউইককে দেখবে। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, হারউইককে একেবারে তোমার সামনে এনে দেব; আমি আমার কথা পালন করছি। বেশ এগুচ্ছিলে, হঠাৎ আবার থেমে গেলে কেন?

রাগে কাউণ্টফোর্ট একেবারে ফেটে পড়লেন, তিনি চীৎকার করে বললেন: পাজি, শয়তান, বিশ্বাসঘাতক!

তখন একজন সৈন্য রাইফেলের মুখ দিয়ে কাউণ্টফোর্টের পিঠে জোরে এক খোঁচা দিলেন। কাউণ্টফোর্ট তখন চুপ করলেন।

হারউইক আবার বললেন: আহা, বন্ধু, রাগ কর কেন? লক্ষ্মী ছেলের মতন পথ চল। নয়ত ওরা আবার কি করে তার ঠিক নেই।

কাউণ্টফোর্ট আবার ধীরে-ধীরে হারউইককে অনুসরণ করতে লাগলেন। সৈন্য দু'জনও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলো।

হারউইক তাঁকে একটি ঘরে নিয়ে এলেন। এই ঘরে কালরাট তাঁর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বসে ছিলেন। তাঁরা হারউইকের সম্বন্ধে গল্প করছিলেন। এমন সময় হারউইককে সেই ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাঁরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

হারউইক রক্ষী দুজনকে চলে যেতে বললেন।

তারা চলে গেলে পর, হারউইক হো-হো করে এক গাল হেসে বললেন: কালরাট, এই তোমার সেই গোয়েন্দাটি যার ভয়ে তুমি তটস্থ হয়ে ছিলে!

কালরাট: আপনার উক্তিটার মানে বুঝলাম না।

হারউইক: মানে খুব সোজা, অর্থাৎ আমি তোমাকে যে গোয়েন্দাটিকে একেবারে তোমার ঘাঁটীতে এনে দেব বলেছিলাম, ইনি হচ্ছেন সেই মহাপুরুষ!

কালরাট প্রথমে বিস্ময়ে আঁতকে উঠলেন; পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন: ইনি হচ্ছেন সেই মহামান্য অতিথি যাঁর নাম আমি দিবারাত্র মনে করতাম ও রাত্রে যাঁকে স্বপ্নে দেখতাম?

হারউইক: হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন তোমার সেই অতিথি।

কালরাট কাউন্টফোর্টের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন: ভদ্র-লোকের নামটা কি জানতে পারি?

কাউন্টফোর্ট ভীষণ রেগে ছিলেন কিন্তু নিজের দুরবস্থার কথা স্মরণ করে নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্রূপভরে বললেন: আমার নামটা সারমাউন্টকে জিজ্ঞাসা করলে আশা করি উনিই তার উত্তর দিতে পারবেন।

কালরাট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন: সারমাউন্ট! সারমাউন্ট আবার কে?

কাউন্টফোর্ট হারউইককে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন: এই যে! তিনিই ত' সারমাউন্ট!

কালরাট বিস্ময়ভরে বললেন: কি বলছ? তিনি সারমাউন্ট!

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে হারউইকের ইসারায় কালরাট চুপ করে গেলেন।

হারউইক কাউন্টফোর্টের হয়ে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আমি সারমাউন্ট। আর এই নবাগত ভদ্রলোক হচ্ছেন নব-নিযুক্ত গোয়েন্দা কাউন্টফোর্ট।

কালরাট মুখ ভেংচে বললেন: ওঃ, এই বুঝি সেই জানোয়ার?

এইরকম উক্তি শুনে কাউন্টফোর্টের মনে হলো কে যেন তাঁকে বর্শা দিয়ে একটা খোঁচা দিল! তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। নিজেকে সামলে রাখার মতন ক্ষমতা তাঁর আর রইলো না। তিনি একটু ঝাঁঝাল গলায় উত্তর দিলেন: সারমাউন্ট, তোমার হারউইক কোথায়? তাকে যখন ধরে নিয়ে যেতে পারব না, তখন একবার দেখেই যাই।

হারউইক বললেন : আহা-হা, রাগ কর কেন বন্ধু ? হারউইক তোমার সামনেই বসে !

কালরাট সঙ্গে-সঙ্গে বললেন : আহা-হা, আমি হারউইক হতে যাব কেন ? তিনি আমার চেয়েও ভীষণ।

কাউণ্টফোর্ট : তোমাদের ঠাট্টা-ফাজলামি শোনার মতন সময় আমার নেই, আমি শুধু হারউইককে দেখতে চাই।

হারউইকের হাসি-হাসি মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ; তিনি কাউণ্টফোর্টের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন : হারউইককে তুমি একবার দেখ্‌তে চাও ? বেশ এই দেখ।

এই বলেই তিনি একটানে নিজের কোটটা খুলে ফেললেন। ভিতরের জামার বোতামগুলি খুব দ্রুত খুলে ফেলে জামাটার বাম পার্শ্ব অনাবৃত করলেন।

কাউণ্টফোর্ট সবিস্ময়ে দেখলেন হারউইকের বুকের বাম পার্শ্বে লাল কালি দিয়ে আঁকা রয়েছে জার্ম্মাণীর একটি পতাকা ও তার তলায় লেখা রয়েছে 'জেনারেল হারউইক'।

হারউইক জামা ও কোট ঠিক করে আটকাতে-আটকাতে বললেন : এবার তুমি খুশী হয়েছ বন্ধু ?

কাউণ্টফোর্ট রাগে দপ্‌ করে জ্বলে উঠলেন। তিনি যেন বোমার মতন ফেটে পড়লেন ! বিকট চীৎকার করে তিনি বললেন : পাজি, শয়তান, তোকে যদি আমি একবার ধরতে পারতাম তবে দেখ্‌তিস, বেড়ালে ইন্দুর খায় কিরকম করে !

তিনি সঙ্কেত-ধ্বনি করে নিজের সৈনাদের ডাকতে লাগলেন।

কালরাট তাঁর মতলব বুঝ্‌তে পেরে হো-হো করে হেসে উঠে বললেন : তারা কেউ নেই বন্ধু !

কাউণ্টফোর্ট বিস্ময়-ভরে জিজ্ঞাসা করলেন : তারা নেই ! তারা গেছে কোথায় ?

কালরাট : তারা পরলোকে চলে গেছে।

কাউন্টফোর্ট ঃ পরলোকে ! তার মানে ?

কালরাট ঃ তার মানে বুঝলে না ? তার মানে হচ্ছে তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। এইবার তোমার পালা।

কাউন্টফোর্ট ক্ষুধার্ত সিংহের মত "এইবার আমার পালা" বলেই হারউই[illegible]র ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ক[illegible]র্ট হারউইকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিলেন ; তিনি খুব সহ[illegible]ইকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ঠিক সেই সময় কালরাট খাপ থেকে দ্রুত রিভলভার বের করে কাউন্টফোর্টকে গুলি করতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু হারউইক সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে বাধা দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ কাপুরুষ কোথাকার ! একজন লোককে বেকায়দায় পেয়ে তোমরা সকলে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ ! এই কি বীরত্ব ? তুমি শীঘ্র রিভলভার নামাও।

কালরাট আর কিছু না বলে রিভলভারটি যথাস্থানে রেখে দিলেন !

হারউইক কাউন্টফোর্টের মত শক্তিশালী না হলেও, তিনি কৌশল জানতেন। নিয়মিতভাবে তিনি বক্সিং ও কুস্তি লড়তেন। কৌশলের সাহায্যে তিনি কাউন্টফোর্টকে অনেক দূরে তাঁর বুকের উপর থেকে ফেলে দিলেন। খুব দ্রুত তিনি উঠে পড়ে দেওয়ালের কাছে এগিয়ে যেয়ে দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন। কাউন্টফোর্টও চট্ করে মাটি থেকে উঠে দুই হাত প্রসারিত করে চীৎকার করতে-করতে হারউইকের দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

কালরাট কাউন্টফোর্টের সেই বিকট মূর্ত্তি দেখে হারউইককে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছিলেন কিন্তু হারউইকের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে তাঁর আর এগোতে সাহস হলো না। তিনি ও তাঁর সঙ্গী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ভীষণ মারামারি দেখতে লাগলেন।

কাউণ্টফোর্ট যখন হারউইকের কাছে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে যাবেন, ঠিক সেই সময় হারউইক সজোরে জোড়া ঘুঁষি কাউণ্টফোর্টের নাকে বসিয়ে দিলেন, তারপর বসে পড়ে কাউণ্টফোর্টের দু'টো পা ধরে এক প্যাঁচ মেরে আবার তাকে ফেলে দিলেন ও ঘরের কোণে যেয়ে হাত দুটো হাঁটুর উপরে রেখে, মাথাটা অনেকখানি নীচু করে, শ্যেন-দৃষ্টিতে কাউণ্টফোর্টের দিকে চেয়ে রইলেন।

কাউণ্টফোর্ট জোড়া ঘুঁষি খেয়ে এক জায়গায় মিনিট-তিনেক পড়ে রইলেন। তাঁর নাকটা সম্পূর্ণ চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল। নাকের ফুটো থেকে গাঢ় লাল রক্ত মুখের উপর এসে পড়ছিল। উপরের পাটীর চারটে দাঁতও ভেঙ্গে গিয়েছিল। তা থেকে দর-বিগলিত ধারায় রক্ত মুখের ভিতরে যেয়ে ঢুকছিল। হিংস্র সিংহের মত গর্জ্জন করতে-করতে আবার উঠে পড়ে শিকারকে ধরার জন্য তিনি তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন।

হারউইক আবার লাফিয়ে উঠে কাউণ্টফোর্টের চোয়ালে ভীষণ জোরে এক ঘুঁষি মারলেন। এই ঘুঁষিটার চোটে কাউণ্টফোর্টের নীচের পাটীর আটটা দাঁতও ভেঙ্গে গেল। জিভটা ঘুঁষি খাবার আগে দুই পাটী দাঁতের মাঝখানে ছিল। সেইজন্য তার অর্দ্ধেকটা কেটে গিয়েছিল। কাউণ্টফোর্টের মুখখানি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেল। তিনি আবার আগের মতন এক জায়গায় পড়ে রইলেন।

তাঁর এই দুরবস্থা দেখে কালরাট ও তাঁর সঙ্গীটি খুব আনন্দিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন। হারউইক এবার সরে এসে গোল-টেবিলটার একপাশে দাঁড়ালেন।

কাউণ্টফোর্ট তাঁর শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আবার উঠে দাঁড়ালেন। রক্তে তাঁর জামাটা লাল হয়ে গিয়েছিল। মুখ থেকে বার-বার ঢোঁক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। ভাল করে দম নিয়ে তিনি আবার আস্তে-আস্তে হারউইকের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

কাউণ্টফোর্ট যেমনি হারউইককে ধরবার জন্য এগিয়ে যান হারউইক অমনি গোল-টেবিলের উল্টো পাশে ঘুরে যান। এইরকম কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি চলার পর কাউণ্টফোর্ট রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। একটা চেয়ার ধরে তিনি সজোরে হারউইককে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। হারউইক সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নীচু করায় চেয়ারটা তাঁর মাথার উপর দিয়ে যেয়ে জানলায় লেগে মাটিতে পড়ে গেল।

হারউইকের এই রকম চালাকি দেখে কালরাট ও তাঁর সঙ্গী হাততালি দিয়ে 'বাহবা' বলে উঠলেন! তাঁরা টিটকারী মেরে কাউণ্টফোর্টকে বললেন: ভাল করে লড়ো কাউণ্টফোর্ট, তুমি অত বড় ওস্তাদ হয়ে হারউইকের সঙ্গে পারছ না?

বিদ্রূপে কাউণ্টফোর্টের মুখ লাল হয়ে উঠলো, তিনি মরীয়া হয়ে তখন দ্রুত গোল-টেবিলের উপর উঠে হারউইককে জড়িয়ে ধরে মাটির উপর পড়লেন।

মাটিতে পড়েই কাউণ্টফোর্ট হারউইকের বুকের উপর চেপে দু' হাত দিয়ে সজোরে তাঁর গলা টিপে ধরলেন। হারউইকের মুখ লাল হয়ে উঠল।

কাউণ্টফোর্ট যদি হারউইককে এই অবস্থায় আর কিছুক্ষণ রাখতে পারতেন তবে হারউইক মারা যেতো; কিন্তু হারউইক সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার এক প্যাঁচ মেরে কাউণ্টফোর্টকে মাটিতে ফেলে দিয়ে খুব দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।

কাউণ্টফোর্টও আবার উঠে তাকে মাটিতে ফেলার জন্য দৌড়ে গেলেন কিন্তু হারউইক খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাঁ-দিকে ঘুরে যেয়ে কাউণ্টফোর্টের বাঁ-কাণের ওপরের শিরায় ভীষণ জোরে একখানা 'রাউণ্ড হ্যাণ্ড ব্লো' মারলেন। কাউণ্টফোর্ট সঙ্গে-সঙ্গে সাত হাত দূরে যেয়ে পড়লেন। তিনি সব কিছু অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, কে যেন তাঁকে এই জগৎ থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।

হারউইক ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দ্রুত নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁপাচ্ছিলেন।

কালরাট দু'জন সৈন্যকে ডেকে এনে তাঁর গা-হাত-পা টিপে দিতে বললেন। হারউইক তাদের বাধা দিয়ে বললেনঃ না ভাই, আমি নিজেই সুস্থ হতে পারব। তোমরা বরং এক বোতল ভাল হুইস্কি নিয়ে এস।

তাঁর আদেশে সৈন্যরা হুইস্কি নিয়ে আসতে গেল।

হারউইকের জামা ও কোট সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গিয়েছিল। অনেক জায়গা কেটে গিয়েছিল। সেই সমস্ত জায়গা থেকে রক্ত বেয়ে-বেয়ে পড়তে লাগলো। কয়েক জায়গা আঁচড় লেগে ছিঁড়ে গিয়েছিল। শরীরের লবণাক্ত ঘাম তার উপর এসে পড়ায় একটু-একটু জ্বালা অনুভব করছিলেন হারউইক। হুইস্কি পান করে ঘণ্টাখানেক পূরা বিশ্রাম নেবার পর তিনি আবার আগের মতন তাজা হয়ে উঠলেন। কালরাটকে বলে তিনি পোষাক বদলাতে গেলেন।

হারউইক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে আবার সেই ঘরে এসে গোল-টেবিলের একটা চেয়ারে বসলেন। কাউণ্টফোর্টের জ্ঞানশূন্য দেহটা তখনও গোঁ-গোঁ করছিল।

হারউইক কালরাটকে বললেনঃ তোমাদের ওদিকের কাজ সব শেষ হয়েছে?

কালরাটঃ ওদিকের কাজ অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে।

হারউইকঃ কতগুলো শব পাওয়া গেল?

কালরাটঃ মোট একশ' দুই।

হারউইকঃ কাউণ্টফোর্টকে নিয়ে একশ' তিন হবে।

কালরাটঃ শবগুলো কি আজকেই পুঁতে ফেলবেন?

হারউইকঃ না, আজ আর আমার ভাল লাগছে না। ওগুলো কালকে পুঁতব।

এই রকম কথা বলতে-বলতে কাউণ্টফোর্টের জ্ঞান ফিরে এলো।

উঠবার শক্তি তাঁর ছিল না, শুয়ে থেকে অসহায় ভাবে চারদিকে চাইতে লাগলেন।

হারউইক ভেবেছিলেন, কাউণ্টফোর্ট মারা গেছে; কিন্তু কাউণ্টফোর্টকে আবার চোখ মেলতে দেখে তাঁর দয়া হলো। কাউণ্টফোর্টের বীভৎস মুখের দিকে তিনি আর চাইতে পারলেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বসে রইলেন।

কাউণ্টফোর্টের জ্ঞান আবার ফিরে আসতে দেখে কালরাট বলে উঠলেন: কি বন্ধু, হয়েছে? না আর একবার লড়বে?

কাউণ্টফোর্ট কেঁদে ফেলে বললেন: আমাকে তোমরা মেরে ফেল। আমি এ-মুখ আর কাউকে দেখাব না। মেরে ফেল, মেরে ফেল।

হারউইক বুঝলেন, কাউণ্টফোর্টকে আর এ ভাবে বাঁচিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। তাতে কাউণ্টফোর্টকে আরো বেশী কষ্ট দেওয়া হবে মাত্র। তিনি কালরাটের কাছ থেকে রিভলভারটা নিয়ে পর-পর দু'টো গুলি করে কাউণ্টফোর্টকে মেরে ফেললেন। কাউণ্টফোর্টের প্রাণশূন্য দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই দৃশ্য দেখে হারউইকের মনে করুণার উদ্রেক হলো কিন্তু তিনি হুইস্কি পান করে নিজের এই দুর্ব্বলতাকে দূর করলেন।

কয়েকজন সৈন্য কাউণ্টফোর্টের শবটি নিতে এলো। কিন্তু হারউইক তাদের শব নিতে বারণ করলেন।

কালরাট, হারউইককে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি করে ওদের এতগুলো লোককে এইখানে নিয়ে এলেন?

হারউইক তখন সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে তাঁকে বললেন।

কালরাট বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বললেন: আপনার এতখানি বিপদ নেওয়া অনুচিত হয়েছিল।

হারউইক শুধু একটু হাসলেন।

কালরাট আবার জিজ্ঞাসা করলেন: কাউণ্টফোর্টের মৃতদেহটা নিয়ে যেতে বারণ করলেন কেন?

হারউইক : দেখো, ওটা আমার কত কাজে লাগে !

কালরাট : হাজার ডলার পুরস্কারও আপনি নিয়ে এসেছেন। সত্যি আপনার কৃতিত্ব আছে ! আসুন, ওই হাজার ডলার দিয়ে দলের সকলকে একদিন ভাল করে একটা ভোজ দেওয়া যাক্।

হারউইক : তোমার মাথা খারাপ ? ওই হাজার ডলার দিয়েই আমি কাউন্টফোর্টের মৃতদেহটাকে কাজে লাগাব।

কালরাট : একটা মড়ার পেছনে হাজার ডলার খরচা করবেন ? আপনি কি কাউন্টফোর্টকে খুব ঘটা করে কবর দিতে চান ?

হারউইক : আমার দলের কতলোক বিনা কবরেই শিয়াল-কুকুরের পেটে চলে গেছে, আর আমি শত্রুপক্ষের একজনকে ঘটা করে কবর দিতে যাব, তুমি ক্ষেপ্‌লে নাকি ?

কালরাট : আপনি কি করবেন, সে সম্বন্ধে আমি কিছুই ঠাহর করতে পারছি না।

হারউইক : আমি চাই শত্রুদের একটু ভাল করে জব্দ করতে।

কালরাট : তবে মড়াটাকে দিয়ে কি করবেন ?

হারউইক : ওই মড়াটা আর ওদেরই দেওয়া হাজার ডলার দিয়ে সেই কাজ হবে।

কালরাট : কি রকম করে ?

হারউইক : তুমি এখনো বুঝতে পারলে না ? তবে শোন। আমার ইচ্ছে কাউন্টফোর্ট ও যে দু'জন কর্ণেল ওদের সঙ্গে এসেছিল, তাদের মাথাগুলো কেটে ওদের যে সর্ব্বেসর্ব্বা তার কাছে পার্শ্বেল করে পাঠিয়ে দেই। আমাদের কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না; কারণ, আমি ওদের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে এসেছি, তাতেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। এখন বুঝলে ?

কালরাট হেসে ফেলে বললেন : যখন ওই তিনটে মড়ার মাথা ওদের সর্দ্দারের কাছে পৌঁছুবে, তখন তার কিরকম অবস্থা হবে বুঝতেই পারছেন।

হারউইক : ভীষণ রেগে যাবে। এই ত' ?

কালরাট : রেগে ত যাবেই, তা ছাড়া আরও কিছু করতে পারে।

হারউইক : আর কি করবে ?

কালরাট : যদি শহরের নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার করে ?

হারউইক : আমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, শহরে জার্ম্মাণ একদম নেই।

কালরাট : আমাদের লোক ত নেই। তবে ওদের নিরীহ লোককে যদি সন্দেহ করে নির্য্যাতন করতে থাকে ?

হারউইক : নিজেদের লোককে নিজেরা কখনও শাস্তি দেয় ? তুমি তোমার নিজের ছেলেকে বিনাদোষে শাস্তি দিতে পারবে ?

কালরাট : তা' কি কেউ পারে ?

হারউইক : ঠিক সেই রকমই হবে। ওরা যদি আমাদের লোক না পায় তবে আর কারও উপর অত্যাচার করবে না। এ-বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পার।

কালরাট : এ ছাড়া আরও একটা বিপদ আছে।

হারউইক : আবার কি বিপদ ?

কালরাট : ওরা ভীষণ সার্চ্চ করতে আরম্ভ করবে। হয়ত অনেক গোয়েন্দা একসঙ্গে লাগাবে।

হারউইক : সে ত' নিশ্চয়ই। আর সেজন্য আমিও প্রস্তুত হব।

কালরাট : ওরা যদি কোন রকমে আমাদের ঘাঁটীর সন্ধান পায় ?

হারউইক : তার আগেই আমরা ঘাঁটী ছেড়ে অন্য কোথায়ও চলে যাব।

কালরাট : কোথায় যাবেন ?

হারউইক: সে সমস্ত আমি এই ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলেই কয়েকদিনের ভিতরেই হাত দেব। আমি এখন এই শবগুলিকে না সরিয়ে ফেলে কিছুই করতে পারছি না।

যাক্‌গে, তোমাকে এখন যা' বলি, তুমি তাই কর ত! তুমি এখনই কাউন্টফোর্টের মাথাটা কেটে নিয়ে এক জায়গায় রেখে দিয়ে বিশ্রাম করতে যাও, আর যে সমস্ত সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল, তাদের বিশ্রাম করতে যেতে বলে অন্য ব্যাচ. থেকে সৈন্য এনে তাদের পাহারা দিতে বল। রক্তের দাগ সমস্ত মোছা হয়ে গেছে?

কালরাট: সে সমস্ত সুন্দরভাবে করা হয়েছে।

হারউইক: তবে কালকে আমরা বাইরে না বেরিয়ে নিঃশব্দে কাজ করে যাব, কেমন?

কালরাট: হ্যাঁ।

হারউইক: বেশ! তবে কালকে, তার মানে সকলের পূরো বিশ্রাম নেওয়া হলে পর, আমি সেই কর্ণেল দু'জনকে চিনিয়ে দেব। তারপরে তোমরা তাদের মাথা ও কাউন্টফোর্টের মাথা একসঙ্গে প্যাক করবে। খুব ভাল করে প্যাক করবে, একদম এয়ার-টাইট করে—যাতে খারাপ গন্ধ চট করে না বেরুতে আরম্ভ করে! এই রকম ভাবে প্যাক করে খুব সতর্কতার সঙ্গে ওদের জেনারেলের নাম জেনে একজন ভাল অফিসারের নাম দিয়ে পার্শেল করে দেবে।

দু'জন লোক আর তুমি পার্শেল করতে যাবে; কিন্তু খুব সাবধানে বাইরে বেরুবে—যাতে কেউ দেখতে না পারে! এই কাজ তুমি নিজেই সব করবে। তারপর তোমরা ফিরে এলে পর আমি একটা জায়গা ঠিক করে দেব, সেইখানে সকলকে পুঁতে ফেলবে। যাও, এখন বিশ্রাম করতে যাও। আমিও উঠি, বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি আজকে।

এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন। কালরাটও নিজের ঘরে যাবার জন্য উঠলেন।

"এই তোমার সেই গোয়েন্দাটি যার ভয়ে তুমি তটস্থ ছিলে!" [পৃঃ ৩৮

সাত

যথা সময়ে পার্শ্বেলটি শত্রুপক্ষের নায়কের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। একজন লোককে দিয়ে তিনি পার্শ্বেলটি খোলালেন।

তিনি আশা করেছিলেন যে, খুব ভাল একটা কিছু এসেছে; কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, তার মধ্যে তিনটি কাটা মাথা, তখন রাগে তাঁর সমস্ত রক্ত মাথায় এসে জড় হলো। তিনি সমস্ত অন্ধকার দেখতে লাগলেন; কাদের যে এই কীর্ত্তি, তিনি তাও ঠিক করতে পারলেন না। ভাবনা-চিন্তায় তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

বেশ আনন্দে তাঁর দিনগুলো কাটছিল; কারণ, তাঁদের জয়যাত্রা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। বার্লিনের খুব কাছাকাছি তাঁরা এসে পড়েছিলেন। আর মাস-ছয়েকের ভেতর যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এ-বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন; কিন্তু এই সময় এমন ঝামেলা তাঁর মোটেই সহ্য হচ্ছিল না। তিনি সব চেয়ে বেশী বিরক্ত হয়েছিলেন এই কারণে, যে সমস্ত জায়গা তাঁরা জয় করেছেন, সেই সমস্ত স্থান কিছুতেই নিজেদের সম্পূর্ণ বশে আনতে পারছিলেন না। নানা চিন্তা তাঁর মাথায় জড় হলো। এই-রকম এলোমেলো ভাবতে-ভাবতে তাঁর হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল একটি নাক কাটা, চোয়াল ভাঙ্গা, দাঁত ওপড়ানো রক্তমাখা বীভৎস মুখের উপর।

তাঁর মনে হলো, এই মুখখানাকে তিনি যেন চেনেন!

যে লোকটি পার্শ্বেল খুলেছিল, সেও ভীষণ ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছিল। সর্ব্বাধিনায়ক তাকে এই বীভৎস মুখখানির রক্ত মুছিয়ে তার সামনে ধরতে বললেন।

লোকটি তাঁর আদেশ পালন করলে। তিনি মুখটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন যে, এটা কাউন্টফোর্টের মাথা।

বিস্ময়ে তাঁর মুখ থেকে তাঁর অজ্ঞাতেই বেরিয়ে পড়ল: রবার্ট কাউন্টফোর্ট! আমাদের যুদ্ধে যে সব গোয়েন্দা খুব খ্যাতিলাভ করেছে, কাউন্টফোর্ট তাদের অন্যতম। আর তার কি-না আজ এই শোচনীয় অবস্থা?

বাকী দুটো মুখ তিনি চিনতে পারলেন না। তবে তিনি এটা বুঝতে পারলেন যে, এই সব লিগনাইটের ডাকাতদের কীর্ত্তি। কারণ, তিনি কিছুদিন আগে কাউন্টফোর্টকে লিগনাইটে একদল দুর্দ্দান্ত দস্যু ধরবার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

কাউন্টফোর্টের জন্য তাঁর খুবই দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি নিজের মনে-মনেই বলতে লাগলেন: কাউন্টফোর্টের উপর কি ভীষণ নির্য্যাতন হয়েছে! তার সমস্ত মুখখানি বিকৃত। হয়ত মুখের মতন সমস্ত শরীরটাই নির্য্যাতনের ফলে সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

তিনি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তখনই বড়-বড় অফিসারদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করলেন।

চৌকো লম্বা টেবিলের চারদিকে অফিসাররা বসলে পরে সর্ব্বাধিনায়ক সংক্ষেপে লিগনাইটে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তা বিবৃত করলেন। তিনি যে কাউন্টফোর্টকে লিগনাইটে পাঠিয়েছিলেন, সে কথাও বললেন।

একজন অফিসার বললেন: আমার মনে হয় এ-সমস্তই শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কাজ।

সর্ব্বাধিনায়ক: সে ত নিশ্চয়ই! আমি জানতে চাই যে কাউন্টফোর্টকে হত্যা করার পরে তার মুখ ঐ রকম করে বিকৃত করা হয়েছিল, না তাকে হত্যা করার আগেই ঐ রকম করা হয়েছে?

জনৈক অফিসার: সে জেনে আমাদের কি লাভ হবে?

সর্ব্বাধিনায়ক: যদি হত্যা করার আগে করে থাকে, তাহলে

আমাকে এইদিকে যুদ্ধজয়ের চেয়ে বেশী মন দিতে হবে। কারণ, আজ না-হয় কাউণ্টফোর্টকে নিয়ে তিনজন অফিসারের এই শোচনীয় অবস্থা হয়েছে ; দু'দিন পরে যে সংখ্যা আরও বাড়বে না, তারই বা কি প্রমাণ আছে? নৃশংসতা যেখানে এত বেশী, প্রতিহিংসার আকাঙ্ক্ষা সেখানে যে কত বড়, তা আমাদের ভুললে চলবে না। সেইজন্য আর যাতে এইরকম অবস্থা না ঘটে, তার একটা বন্দোবস্ত আমাকে করতেই হবে। কেবল যে তিনজনই মেরেছে, এর বেশী যে মারেনি, তারই বা কি প্রমাণ আছে?

জনৈক অফিসার: আমার মনে হয় হত্যা করার পরে আমাদের ভয় দেখাবার জন্য এই রকম করা হয়েছে।

সর্ব্বাধিনায়ক: আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। যাই হোক একজন ভাল ডাক্তারকে ডাক। দেখা যাক্ তিনি পরীক্ষা করে কি বলেন।

ডাক্তার এসে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে বল্লেন: হত্যা করার আগেই তাকে ঘুঁষি মেরে এই রকম করা হয়েছিল।

প্রমাণ-স্বরূপ তিনি ঘুঁষির কতকগুলো স্পষ্ট দাগও দেখিয়ে দিলেন।

সকলে ঝুঁকে ঘুঁষি মারার কাল্‌চে গোল-গোল দাগগুলো দেখে শিউরে উঠলেন।

সর্ব্বাধিনায়ক বল্‌লেন: আমরা এখন কি করলে এসব ব্যাপার বন্ধ করে দিতে পারি তা চিন্তা করতে হবে।

জনৈক অফিসার: আমাদের শত্রুপক্ষ বেশ ধূর্ত্ত।

সর্ব্বাধিনায়ক: সে ওদের কার্য্যকলাপ দেখে অনেক আগেই বোঝা গিয়েছিল। আমার মতে ওদের জব্দ করতে গেলে বা আমাদের শত্রুপক্ষের সর্দ্দারকে জব্দ করতে গেলে তার সবচেয়ে বড় শত্রু অর্থাৎ আমাদের রেজিমেণ্টের ভেতরে যে ওর দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে' তাকে প্রয়োজন। কারণ,

প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সে যতটা মন দিয়ে কাজ করবে, এমন আর কেউ করবে না। সে তার প্রাণ দিয়েও শত্রু দমন করবার চেষ্টা করবে।

জনৈক অফিসার: ভাল গোয়েন্দা নিযুক্ত করলেও সে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে।

সর্ব্বাধিনায়ক: আমি আপনার এই যুক্তি সমর্থন করতে পারি না। কারণ, গোয়েন্দারা সব সময়েই নিজের নামের জন্য আর অর্থের জন্য কাজ করবে, তার সেই কাজের ভেতরে একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে না; কিন্তু শত্রু সর্ব্বদা প্রতিহিংসা নেবার জন্য উন্মত্ত, সে কখনও অর্থ বা মানের জন্য কাজ করে না। সেইজন্য তার ভেতরে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়।

সকলে সেই যুক্তিকে সমর্থন করলেন। আর একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করে উঠলেন: কিন্তু সেরকম লোক পাবেন কোথায়?

সর্ব্বাধিনায়ক: সেইটেই হলো কৃতিত্ব। আমাদের এখন প্রথম কাজ হলো সেই রকম একজন লোককে খুঁজে বার করা। আপনাদের ভেতরে যদি কেউ সেই রকম কোন লোককে চেনেন, তবে আমাকে বলুন।

কিছুক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে একজন অফিসার বললেন: আমি একজনকে চিনি, যাকে শত্রুরা বিশেষ ভাবে ঘায়েল করেছে। ফাইনেট রোডের ঘটনা হয়ত আপনাদের অনেকের মনে আছে?

সকলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। সর্ব্বাধিনায়ক বলে উঠলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেতো আমারও মনে আছে।

অফিসার: তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন হাইকেৎ, লিগনাইট যাঁর অধীনে ছিল; আমার মনে হয় তিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

সর্ব্বাধিনায়ক : হ্যাঁ, আমারও সব-কিছু একটু-একটু মনে পড়ছে। তুমি বল ত তাঁর কি হয়েছিল ?

অফিসার : তাঁর গায়ে দুটি গুলি লাগে। একটি হাতে ও আর-একটি পায়ে। হাতটি ভাল আছে বটে, কিন্তু পায়ের অর্দ্ধেক কেটে ফেলতে হয়েছে। তিনি এখন খোঁড়া।

সর্ব্বাধিনায়ক : আমি বুঝেছি, তাঁর সেই দুরবস্থা দেখে আমি তাঁকে অবসর দিয়েছিলাম।

অফিসার : হ্যাঁ।

সর্ব্বাধিনায়ক : তুমি তাঁকে ডাকার কথা বলছ ?

অফিসার : হ্যাঁ। আমার মনে হয় লিগনাইটে অবস্থিত শত্রুপক্ষের গুপ্ত সৈন্যদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই আছে।

সর্ব্বাধিনায়ক : বেশ, তবে ডাকো তাঁকে।

পরের দিন খোঁজাখুঁজি করে লিগনাইট থেকে হাইফেংকে সর্ব্বাধিনায়কের কাছে নিয়ে আসা হলো।

সর্ব্বাধিনায়ক তাঁকে বললেন : তোমাকে একটা বিশেষ কাজ করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি।

হাইফেং : কি কাজ বলুন।

সর্ব্বাধিনায়ক : লিগনাইটে সম্প্রতি একদল চোরা সৈন্য ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করেছে। তুমি জান সে কথা ?

হাইফেং একটু হেসে বললেন : আমি খুব ভাল করেই জানি।

সর্ব্বাধিনায়ক : সেই দলটিকে তোমায় উৎখাৎ করতে হবে আর সেই সঙ্গে ধরে আনতে হবে ওদের সর্দ্দারটাকে, ধরতে না পারলে মেরে ফেলতে হবে।

হাইফেং : মানে, হারউইককে ধরে আনতে বলছেন ?

সর্ব্বাধিনায়ক : হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি পারবে ?

হাইফেং : আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি; কিন্তু সে করতে হলে আমাকে আপনাদের অনেক সাহায্য করতে হবে।'

সর্ব্বাধিনায়ক : সব রকম সাহায্য তুমি পাবে। লোকবল, অর্থবল, যা' তুমি চাও।

হাইফেং : বেশ, আমি তাহলে শীগ্‌গিরই কাজ আরম্ভ করব।

সর্ব্বাধিনায়ক : সেই সঙ্গে আর-একটা কাজ করতে হবে।

হাইফেং : কি ?

সর্ব্বাধিনায়ক : লিগনাইটে খুব বড় একটা সোনার খনি আছে; কিন্তু আমরা তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না। সেই খনির ম্যাপটা আমরা পেলে খুব লাভবান্ হব। শুনেছিলাম, তুমি যখন লিগনাইটের কম্যাণ্ডার ছিলে, সেই সময় তুমি ঐ সম্বন্ধে অনেক খোঁজ নিয়েছিলে। তুমি কিছু জান্‌তে পেরেছিলে ?

হাইফেং : না। ঐ খনির ম্যাপটির সন্ধান ওদের দশজন বন্দী ক্যাপ্টেনদের কাছ থেকে বার করতে না পেরে তাদের কাইনেট রোডে গুলি করে মারার আদেশ দিয়েছিলাম, আর তার ফলেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা।

সর্ব্বাধিনায়ক : কিছুই জান্‌তে পারোনি ?

হাইফেং : না। তবে আমার মনে হয় ঐ দলটির কাছেই ম্যাপটি আছে—খুব সম্ভবতঃ হারউইকের কাছে।

সর্ব্বাধিনায়ক একটু আনন্দিত হয়ে বললেন : তবে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে। খুব ভাল করে চেষ্টা করো। যদি তুমি এই দুটি কাজ করতে সমর্থ হও তাহলে তোমাকে খুব মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে।

হাইফেং খুব খুশী হয়ে সম্মতি জানালেন।

আট

হারউইক আবার একটি সভা ডাকলেন।

সভায় তিনি বললেনঃ ভাই সব! আমরা অনেকদিন হয় এক জায়গায় রয়েছি। এখন আমার মনে হয় আমাদের এই ঘাঁটী ছেড়ে অন্য কোথায়ও যাওয়া উচিত।

কিন্তু তাই বলে আমি দেশে পালিয়ে যাবার কথা বলছি না, আর আমাদের পালিয়ে যাবার সমস্ত পথ শত্রুপক্ষরা বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও দুই-একজন পালিয়ে যেতে পারি তবুও স্বজাতির কাছে আমাদের মুখ দেখাবার মতন কোনই সম্বল নেই। আমরা আজ জাতির কলঙ্কে কলঙ্কিত। তবুও আমরা যে ক'দিন বাঁচি, শত্রুপক্ষকে ভাল করে জ্বালা দিয়ে যেতে চাই। শত্রুরা আমাদের উচ্ছেদ করার জন্য ও ম্যাপখানিকে পাবার জন্য বদ্ধপরিকর। এখন আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে-যেতে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। আমার এই সঙ্কল্পে আপনাদের কার কি মত, তা জানলে আনন্দিত হব।

সকলে তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালো।

হারউইকঃ আমার মনে হয় আমাদের এই এক জায়গায় এক সঙ্গে আর বেশীদিন থাকা উচিত নয়। কারণ, আমরা যদি কোনক্রমে একজনও ধরা পড়ি, আর শত্রুপক্ষ যদি জানতে পারে যে আমাদের এইখানে ঘাঁটী, তাহলে আমাদের সকলকে একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করতে হবে; তার ফলে, আমরা তাদের বেশীদিন ভোগাতে পারব না।

জনৈক অফিসারঃ আপনি কি করতে বলেন?

হারউইকঃ আমি বলি, শহরের চারদিকে আমাদের ছড়িয়ে

থাকা ভাল ; কারণ, একদল যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তবে আর-একদল যেন তার প্রতিশোধ নিতে পারে।

কালরাটের অন্যতম সঙ্গী কারফাৎ বললেন : কিন্তু কিরকম ভাবে আপনার কথামত ছড়িয়ে থাকা যায় ?

হারউইক : আমি সেই কথাই বল্‌ছি। কতকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অবলম্বন করে আমরা এইরকম ভাবে থাকতে চাই।

কারফাৎ : অপরের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অবলম্বন করে ?

হারউইক : না, না। আমরা নিজেরাই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব, আর সেই জায়গায় আমরা থাকব।

কালরাট : শত্রুপক্ষের লোক সেজে আমরা ব্যবসা করব ?

হারউইক : তা' কেন ? বরং তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আরও বেশী। আমরা সাধারণ নাগরিকের মতনই ব্যবসা করব।

কালরাট : মানে, নাৎসী সেজেই আমরা থাকব ?

হারউইক : হ্যাঁ।

কালরাট : কিন্তু আপনি কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে শহরে জার্ম্মাণ নেই।

হারউইক : হ্যাঁ, তখন কোন লোক ছিল না ; কিন্তু এখন আমি লক্ষ্য করেছি, যে সকল লোক লিগনাইট আক্রান্ত হবার সময় পালিয়ে আশে-পাশের শহরে, যেমন—গরলিজ, ড্রেসডন ইত্যাদি স্থানে গিয়েছিল, তারা সেই সমস্ত শহর আক্রান্ত হওয়ায় আবার লিগনাইটেই ফিরে এসেছে। এইভাবে লিগনাইট প্রায় যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেকার মত হয়ে এসেছে। আমরাও এই সুযোগে আমাদের ব্যবসা চালিয়ে যাব। মাঝে-মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শত্রুদের কাছ থেকে যখন যা' পারি লুটপাট করে নিয়ে আসব। দরকার হলে আমরা ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত আক্রমণ করতে ছাড়ব না। কিন্তু আমরা থাকব ঠিক নিরীহ নাগরিকের মতন।

কারফাৎ : আমরা কিসের ব্যবসা করব ?

হারউইক : সৈন্যদলে যোগ দেবার আগে কে কি করত, ভাল করে সেই সমস্ত খোঁজ নিয়ে তবে এই বিষয়ে একটা কিছু ঠিক করতে হবে।

কালরাট : তবুও, আপনি কি ঠিক করেছেন ?

হারউইক : আমার ইচ্ছে, কয়েকটা বড় হোটেল স্থাপন ; আর দলে যদি ভাল ডাক্তার থাকে তবে একটা হাঁসপাতাল খুলব।

জনৈক অফিসার : হোটেল আর হাঁসপাতালের চেয়ে অন্য কিছু দিলে ভাল হত না ?

হারউইক : আমার মনে হয়, এই দুটো জিনিষই সব চেয়ে ভাল। কারণ, হোটেলে যে সমস্ত লোক খেতে আসবে, এমন কি মাঝে-মাঝে শত্রুপক্ষের সৈন্যরাও আমাদের হোটেলে খেতে আসতে পারে, তখন আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক খবর বার করে নিতে পারব।

জনৈক অফিসার : তারা তাদের গুপ্ত খবর বল্‌বে কেন ?

হারউইক : যদি আমরা কখনও বুঝতে পারি কোন উঁচু পদের সামরিক কর্ম্মচারী হোটেলে প্রবেশ করেছে তবে আমরা তাকে বিনামূল্যে বেশ করে খাওয়াব, তারপর নেশার ঝোঁকে আমরা তার কাছ থেকে অনায়াসে অনেক খবর বার করে নিতে পারব।

হারউইকের এই কথা শুনে সকলেই তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগ্‌লো।

হারউইক আবার সুরু করলেন : আর হাঁসপাতালটা হবে আমাদের হেড-কোয়ার্টার। আমরা শত্রুপক্ষের আহত লোকদের খুব সেবাযত্ন করে ওদের খুব বিশ্বাসী হব। আমরা ওদের সবাইকে দেখাব যে, আমাদের হাঁসপাতালটা নাৎসীদের হলেও প্রকৃতপক্ষে শত্রুদেরই। এইভাবে ওদের বিশ্বাসী হতে পারলে আমাদের কাজ চালাতে আর কোন কষ্টই হবে না।

সকলে খুব খুশী হয়ে হারউইকের এই প্রস্তাবেও সম্মতি দিল। একজন অফিসার হঠাৎ বলে উঠলেন: কিন্তু আমাদের ভেতরে সংবাদ আদান-প্রদান হবে কেমন করে?

আর-একজন অফিসার হারউইকের হয়ে উত্তর দিলেন: কেন? আমরা টেলিফোন ব্যবহার করব।

হারউইক বাধা দিয়ে বললেন: না, না, তা হয় না; কারণ, এতে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশী।

জনৈক অফিসার: কেন?

হারউইক: যদি কখনও টেলিফোন-অপারেটার ভুল করে আমরা যে নম্বর চাইব তা না দিয়ে অন্য নম্বর দেয়, তবে আমাদের গুপ্ত খবর হয়ত ওরা জেনে নিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করবে।

কালরাট: তবে, আমাদের ভেতরে সংবাদ আদান-প্রদানের একটা সুবন্দোবস্ত না থাকলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

হারউইক: হ্যাঁ, সেতো নিশ্চয়! আমি একটা মতলব ঠিক করেছি। সেটা হচ্ছে, আমরা সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারি রেডিওর সাহায্যে।

জনৈক অফিসার: সে কেমন করে হবে?

হারউইক: ধরুন, আপনার কাছে একটা রেডিও-ট্রান্সমিটার আর-একটি রেডিও-রিসিভার রইল। আমার কাছেও অনুরূপ দুইটি যন্ত্র রইল। এইভাবে আমার যখন আপনাকে সংবাদ পাঠাবার প্রয়োজন হবে তখন আমি ট্রান্সমিটারটির সাহায্যে খবর পাঠাব আর আপনি রিসিভারের সাহায্যে খবর শুনবেন। আবার আমিও ঠিক অনুরূপ প্রণালীতে খবর পাঠাব আবার শুনব। এখন বুঝতে পেরেছেন?

অফিসার: হ্যাঁ।

হারউইক: এখন যন্ত্রগুলি ঠিক আপনার কাছে বা আমার কাছে না থেকে তার বদলে থাকবে প্রত্যেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে।

কারফাৎ: সকলেই কি এই যন্ত্র দুটি ব্যবহার করতে পারবে?

হারউইক: না। কেবল সেই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটি যাঁর অধীনে থাকবে তিনি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে আমাদের সকলেই ব্যবহার করবে।

কালরাট: কিন্তু আমার মনে হয় এতে কয়েকটা বিপদও আছে।

হারউইক: কি?

কালরাট: ধরুন আপনি এক সময় খবর পাঠাচ্ছেন; হয়ত ঠিক সেই সময় পৃথিবীর অন্য কোন এক রেডিও-স্টেশন থেকে তাদের প্রত্যেক দিনের মতন প্রোগ্রাম পাঠাচ্ছে। তখন আপনার শব্দ ও রেডিও-স্টেশনের শব্দ মিলে একটা গোলমালের সৃষ্টি করবে, তার ফলে রিসিভারে সেই গোলমালই শুনতে পাওয়া যাবে।

হারউইক: তোমার যুক্তিটি সত্য, কিন্তু ওয়ারলেস-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই; সেইজন্য আমি কিছুই বলতে পারলাম না। আমার মনে হয় কোন একজন ভাল ওয়ারলেস-ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বললে তিনি হয়ত এর একটা উপায় করে দিতে পারবেন। এখন আমাদের ভেতরে কয়জন ভাল ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার আছে তাই আমাকে সর্ব্বপ্রথমে জানতে হবে।

কালরাট, হারউইকের অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটা ফাইল নিয়ে এলেন। এর ভেতরে তাদের দলের সকলের নাম লেখা ছিল। এমন কি, কয়জন ডাক্তার আর কয়জন ইঞ্জিনিয়ার, তারও সম্পূর্ণ বিবরণ এই ফাইলটার ভেতরে ছিল।

তিনি ফাইলটা নিয়ে আবার সভায় হারউইকের সামনে এসে

দাঁড়ালেন। তারপর ফাইলটা খুলে তিনি হারউইককে বল্‌তে লাগলেন: ডাক্তার আছে পঁয়ত্রিশ জন, এদের ভেতরে পনের জন বার্লিণ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্‌-ডি ডিগ্রী পেয়েছেন, আর কুড়ি জন এম্‌-বি ও এল্‌-এম্‌-এফ্‌ আছেন।

ইঞ্জিনিয়ার আছেন কুড়ি জন। এদের ভেতরে দশজন লিগনাইটে যে সব বড়-বড় কারখানা ছিল তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বাকী দশজনও খুব শিক্ষিত। বৈজ্ঞানিক আছেন তিন জন, তাঁদের মধ্যে দু'জন রিসার্চ্চ করছিলেন। মৃত মানুষকে পুনর্জ্জীবন দেওয়া যায় কিনা, সেজন্য তাঁরা রাসায়নিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ দেশের বিশৃঙ্খলার জন্য তাঁদের সবাইকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। অপর একজন পদার্থবিৎ। ইনি কসমিক রশ্মি আবিষ্কারের কার্য্যে রত ছিলেন। ওয়ারলেস ইঞ্জিনিয়ার আছেন পাঁচজন। এ ছাড়া আরও অনেক লোক আছেন।

হারউইক তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন: বেশ, তাহলেই হলো। আমি আর কিছু জান্‌তে চাই না। তুমি সেই পাঁচজন ওয়ারলেস-ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে নিয়ে এসো; সংবাদ আদান-প্রদান কিভাবে করলে আমাদের সুবিধা হয় আমি তাঁদের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

কালরাট যথাসময়ে বৈজ্ঞানিক পাঁচজনকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁরা সকলে সসম্ভ্রমে স্যালুট করে তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন!

হারউইক তাঁদের বসতে বলে বললেন: আমি আপনাদের পাঁচজনকে একটা বিশেষ কাজে নিয়োজিত করতে চাই।

এই পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ারের ভেতরে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ও সুপটু ছিলেন তাঁর নাম উল্‌কাট। তিনি তাঁদের হয়ে উত্তর দিলেন: আপনি আমাদের যা আদেশ করবেন আমরা তাই পালন করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

হারউইক তাদের ঘাঁটী বদলাবার সমস্ত কথা খুলে বল্‌লেন।

উল্‌কাট বললেন ঃ ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের সাহায্যে বিমান-ঘাঁটীতে যেভাবে সংবাদ আদান-প্রদান করে, সেইভাবে আমাদের ভেতরেও আদান-প্রদান চলতে পারে।

হারউইক ঃ অন্য কোন রেডিও-ষ্টেশনের প্রচারিত শব্দ আমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না ?

উলকাট ঃ না। কারণ, এই সমস্ত সংবাদ খুব শর্টওয়েভে পাঠান হয়। রেডিও-ষ্টেশন থেকে কখনও এত শর্টওয়েভে সংবাদ পাঠান হয় না।

হারউইক ঃ আপনি সেই সমস্ত রিসিভার ও ট্রান্সমিটারের সারকিট তৈরী করতে পারবেন ?

উলকাট ঃ জার্ম্মাণীতে যতগুলি ভাল-ভাল রেডিও-সেট্‌ বিক্রী হত, তার অধিকাংশের সারকিটই আমার তৈরী। এছাড়া আমি লিগনাইট রেডিও-ষ্টেশনের হেড-ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। আমি যে-কোন রেডিওর শব্দ শুনে তার সারকিট তৈরী করে দিতে পারি।

হারউইক ঃ তাহলে আপনাদের পাঁচজনকে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতে পারি ?

উলকাট ঃ স্বচ্ছন্দে।

হারউইক ঃ আপনারা তাহলে এখনই কাজে লেগে যান। আমি যে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটিতে থাকব, আপনি ও আপনার সঙ্গীরাও সেইখানেই থাকবেন।

উলকাট ও তাঁর সঙ্গীরা সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন।

হারউইক কালরাটকে বললেন ঃ তুমি এবার বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারদের ডেকে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকেরা এলে হারউইক তাঁদের কাছে সমস্ত কথা খুলে বললেন। তিনি বললেন ঃ এই হাঁসপাতালটিকে আপনাদের খুব দায়িত্বের সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে ; আপনাদের উপর সমস্ত দলটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

ডাক্তারদের ভেতর থেকে প্রবীণ একজন বলে উঠলেন: শত্রুদের ভেতরেও যারা আহত বা রোগী আসবে তাদেরও কি ভাল করে চিকিৎসা করতে হবে?

হারউইক: নিশ্চয়ই। সেই সমস্ত রোগীদের উপর নির্ভর করছে হাঁসপাতালের ভবিষ্যৎ।

আইটাক নামে একজন বললেন: কেন?

হারউইক: কারণ, সেই সমস্ত রোগীদের যদি আপনারা ভাল করে চিকিৎসা করে আরোগ্য লাভ করিয়ে দিতে পারেন তবে আমাদের হাঁসপাতালের সুনাম খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে আর সেই সঙ্গে আমাদের গুপ্ত কাজ সুচারুরূপে চালিয়ে যাওয়া যাবে। এমন কি, আমরা ওদের গভর্নমেন্টের কাছ থেকেও সাহায্য পেতে পারি।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন: আমরা কি শুধু গবেষণা-কার্য্য চালিয়ে যাব?

হারউইক: হ্যাঁ। আপনারা যে শুধু ভাল জিনিষ আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন তাই নয়, ভয়ঙ্কর জিনিষও যা আবিষ্কার করতে পারেন, করবেন। সেই সমস্ত গুপ্ত অস্ত্র আমরা সুযোগ মত প্রয়োগ করব।

জনৈক ডাক্তার: হেড-কোয়ার্টার বা হাসপাতালে রোগী ছাড়া আমাদের কতজন লোক থাকবে?

হারউইক। সে আমি বাড়ী না দেখে কিছুই বলতে পারব না।

জনৈক ডাক্তার: আন্দাজে আপনি কতজন ধরেছেন?

হারউইক: হাজার জন।

জনৈক ডাক্তার: হাসপাতালটা তাহলে খুব বড় হবে?

হারউইক: সে তো নিশ্চয়ই।

জনৈক বৈজ্ঞানিক: আপনি কতদিনের ভেতরে এই সমস্ত ঠিক করবেন?

হারউইক: ঘাঁটী ছাড়ার কথা বলছেন?

জনৈক বৈজ্ঞানিক: ঘাঁটী ছেড়ে অন্য সমস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যাবার কথা বলছি।

হারউইক: আমার ইচ্ছে, সাত দিনের ভেতরে আমি ব্যবসা আরম্ভ করে দেব।

জনৈক ডাক্তার: এত তাড়াতাড়ি?

হারউইক: হ্যাঁ। আমার মনে একটা ভীষণ রকমের আশঙ্কা হচ্ছে। কি যে তার কারণ, তা আমি নিজেই ভাল করে জানি না। সেই হেতু আমি এই পুরোনো ঘাঁটী ছাড়ার জন্য বড় ব্যগ্র হয়ে পড়েছি। আমি আশা করি, আপনারা সকলে আমার আদেশ সুচারুভাবে সম্পন্ন করবেন।

সকলে সমস্বরে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন।

হারউইক সভার লোকদের আবার বলতে লাগলেন: ভাই সব! আমরা তবে এক দিকের কাজ শেষ করে এনেছি। এখন সব-কিছু নির্ভর করছে আপনাদের কর্ম্ম-তৎপরতার উপর। যদি আপনারা সত্যই দেশকে ভালবাসেন তবে এই সমস্ত কাজ করতে যেয়ে প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেও পশ্চাৎপদ হবেন না।

কারফাৎ: সে তো নিশ্চয়ই! কিন্তু আপনি নিজে কোথায় থাকবেন?

হারউইক: আমি কোন হোটেলে থাকব স্থির করেছি। তবে প্রয়োজন মত আমি আপনাদের সব প্রতিষ্ঠানে যেয়েই দেখাশুনা করব।

এর পর কিছুক্ষণ সকলেই নিঃস্তব্ধ। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে জেনারেল হারউইকই প্রথম কথা কইলেন।

তিনি বললেন: বন্ধুগণ! কাজে হাত দেবার আগে যে পরামর্শ করা দরকার, তা আজ হয়ে গেল। এখন যত শীগ্‌গির কাজে নেমে যেতে পারি, ততই মঙ্গল। আশা করি, এতে আর

কোন বাধা এসে দাঁড়াবে না। আর দৈবাৎ যদি কোন বাধা এসেও যায়, তাতেই বা আমাদের ভয় করবার কি আছে?

দুর্দ্ধর্ষ শত্রু আজ আমাদের জন্মভূমি গ্রাস করতে বসেছে। জার্ম্মাণীর ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, মান-মর্য্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা—সবই আজ পর-পদানত হবার উপক্রম! এমন সময় কি ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বা জীবন-মরণের প্রশ্নে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি?—না, তা অসম্ভব!

তবে আজ আমাদের একমাত্র দুঃখের কথা এই যে, আমাদের এতদিনের আশ্রয়স্থল আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। আপদে-বিপদে মায়ের মত পরম স্নেহে যে বাড়ী এতদিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, আজ তাই আমাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কাজেই আমরা আজ আমাদের এই সভার পক্ষ থেকে আমাদের বহুদিনের আশ্রয়দাতা—আমাদের এই পুরাণো ঘাঁটীর কাছে বিদায় চেয়ে রাখলাম। কারণ, ভবিষ্যতে হয়ত আবার কোন সভায় আমরা সকলে নাও আসতে পারি; সেইজন্য আজই এই কাজ শেষ করে রাখলাম।

হারউইকের কথায় সকলেরই বুকে যেন কোথায় একটা করুণ সুর বেজে উঠলো—সকলেরই চোখ অশ্রু-সজল হলো!

হল থেকে বেরুবার সময় প্রত্যেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হলমুখো হয়ে সসম্ভ্রমে সেই বিরাট ঘরটিকে বা হলটিকে স্যালুট করে যে-যাঁর জায়গায় চলে যেতে লাগলেন।

নয়

হাইফেতের অন্তরটা এতদিন শুধু জোনাকি পোকার মতন জ্বলছিল আর নিভ্‌ছিল। তিনি যেন এতদিন পরে অকূলে কূল পেলেন! তাঁর সারা জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত করার প্রতিশোধ তিনি এইবার নেবার যেন সুযোগ পেলেন! অনেক দিনের চেস্টা সফল হবার আশা তাঁর মনের ভেতরে থেকে-থেকে জ্বলে উঠ্‌তে লাগল।

মতলব তাঁর অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু অর্থের অভাবে তিনি এতদিন কিছুই করতে পারেন নি। সরকার তাঁকে সাহায্য করবেন, এই ভরসা নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপুল উদ্যমে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে।

হাইফেং লিগনাইটে একটা বিরাট বাড়ী ভাড়া করলেন, দু'খানা মোটর গাড়ী কিনলেন, অসংখ্য দাস-দাসী রাখলেন। হঠাৎ এইরকম একজন লোককে দেখে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হলো।

একদিন একটি ছোট রেস্টুরেন্টে দু'জন নাৎসী পানীয় পান করতে-করতে তারই সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। প্রথম জন বলল: লোকটা খুবই বড় লোক।

২য় জন: শুনেছি, যুদ্ধে কাজ করে। যুদ্ধে খুব তৎপরতা দেখানোর জন্য সরকার ওকে পুরস্কৃত করেছেন।

১ম জন: আমি কিন্তু অন্য সংবাদ শুনেছি।

২য় জন: তুমি কি খবর শুনলে?

১ম জন: আমি শুনেছি, যে সমস্ত ডাকাতেরা শহরে খুব উপদ্রব করছে, ও হচ্ছে সেই দলের পাণ্ডা।

২য় জন : তোমার মাথা খারাপ। তাহলে ওকে সরকারের লোকেরা ধরে নিয়ে ফাঁসি দিত।

১ম জন : সরকার সেইটেই প্রমাণ করতে পারছে না। ওকে হাতে-হাতে ধরার জন্য সরকার অনেক গোয়েন্দা লাগিয়েছে।

এই সময় আর-একজন নাৎসী তাদের পাশে বসে তাদের এই আলোচনায় যোগ দিলেন।

৩য় জন : তোমরা জানো না, এইমাত্র বিকেলের কাগজে ঐ লোকটার সম্বন্ধেই একটা খবর বেরিয়েছে। সে নাকি মস্ত-বড় হীরক-ব্যবসায়ী। লিগনাইটে ব্যবসা করার জন্য সম্প্রতি কিছুদিন হয় এইখানে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে একজন ফেরীওলা কাগজ বিক্রী করার জন্য রেস্টরেন্টের পাশ দিয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে যেতে লাগল। প্রথম ব্যক্তি তার সন্দেহ নিরসনের জন্য তার কাছ থেকে একখানা কাগজ কিনলে। সে লক্ষ্য করল প্রথম পাতায় এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। খবরটি এইরূপ :—

> "বিখ্যাত হীরক-ব্যবসায়ী আলকাট রদফেন, হীরক-ব্যবসা করিবার জন্য লিগনাইটে আসিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত হীরক-ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সত্বর টেলিফোনে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত আলাপ করিতে পারেন।"

যথাসময়ে হারউইকের কাছেও এই সংবাদটি গেল। তিনি তখন বিখ্যাত "ওয়েস্টার্ণ হোটেলে" বাস করতেন। এই হোটেলটি অতি অল্পদিনের মধ্যে খুব পরিচিত হয়ে উঠেছে। হারউইক স্বয়ং এই হোটেলের পরিচালক ছিলেন।

হোটেলের রুটীন-বাঁধা কাজ ও খাওয়া-দাওয়ায় হারউইক তখন ক্রমশঃই যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেন। শান্তিতে বাস করবার

জন্য তো তিনি হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন নাই বা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই!

কতদিন ডিনারের টেবিলে খেতে বসেও তাঁর এসব কথা মনে হত! গ্রামের পর গ্রাম আর নগরের পর নগর যে প্রত্যহই শত্রুর পায়ে লুটিয়ে পড়ছিল, জেনারেল হারউইক তা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করছিলেন। কাজেই হারউইকের বুকের কোণে দারুণ এক অস্বস্তি বেশ জমাট ভাবেই বাসা বেঁধে ছিল।

বিশেষতঃ অনেকদিন শত্রুদের কোন ধন-সম্পত্তিও লুটপাট করা হয় নাই। মাতৃভূমির সুখ-শান্তি যারা অতি নির্ম্মম ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে, তারাই বা সুখ-শান্তি আশা করবে কোন্ অধিকারে? কাজেই জেনারেল হারউইক স্থির করলেন, এমন একটা সুখবরের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে—হীরক-ব্যবসায়ী আলকাট রদফেনের সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে হবে। তিনি সেইদিনই লেডী হারটেন হাঁসপাতালের সেক্রেটারী কালরাটকে রেডিও-ট্রান্সমিটারের সাহায্যে গভীর রাত্রে আহ্বান করলেন।

তিনি বললেনঃ কালরাট, এই সুযোগ আমাদের কিছুতেই অপব্যয় করা উচিত হবে না। আমি যত শীঘ্র পারি, প্রস্তুত হতে চাই।

কালরাটঃ কবে আপনি রদফেনের বাড়ী আক্রমণ করতে চান?

হারউইকঃ দিন-চারেকের ভেতরে, অথবা তারও আগে।

কালরাটঃ একটা অফিসারদের সভা ডেকে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হোক্।

হারউইকঃ বেশ। কবে তুমি ডাকতে বলো?

কালরাটঃ আপনি যেদিন সুবিধা বুঝবেন সেইদিনই ডাকুন।

হারউইকঃ বেশ, তবে আগামী কাল রাত্রিতে।

কালরাটঃ কোথায় ডাকবেন?

হারউইক : হেড-কোয়ার্টারে।

কালরাট : আপনার ওইখানে করলে কি ভাল হোতো না?

হারউইক : না, এখানে লোকজনের বড় ঝামেলা; কখন কি হয়ে পড়ে, তার ঠিক নেই।

কালরাট : সকলকে খবর দিতে বল্‌ছেন?

হারউইক : হ্যাঁ।

কালরাট : আচ্ছা।

হারউইক : এই সঙ্গে আর একটা খবর জানিয়ে দিও।

কালরাট : কি খবর?

হারউইক : খবর ঠিক বলা চলে না, একটু সতর্কমূলক ব্যবস্থা।

কালরাট : কি সতর্কতা নিতে বল্‌ব?

হারউইক : হেড-কোয়ার্টারে যখন তারা প্রবেশ করবে তখন যেন দল বেঁধে কেউ না আসে। কারণ, এত লোককে একসঙ্গে একটা হাসপাতালে ঢুকতে দেখলে হয়ত কেউ-কেউ সন্দেহ করতে পারে!

কালরাট : আচ্ছা।

হারউইক : আর সেই সঙ্গে আর-একটা কথা বলো। তারা যেন সকলে দিনের আলো থাক্‌তে-থাক্‌তে হেড-কোয়ার্টারে প্রবেশ করে। আর তুমি এই সমস্ত লোকদের তোমার হাসপাতালে একটা রাত থাকার মতন বন্দোবস্ত কোরো। তুমি এখনই সকলকে বেতারে এই খবর জানিয়ে দাও, তারপর তুমি বিশ্রাম করতে যেও।

দশ

"ওয়েষ্টার্ণ হোটেলের" সুনাম চারদিকে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, রুদফেনও এর নাম শুনেছিলেন। হারউইকের সভা যেদিন বসবে, ঠিক সেইদিন সন্ধ্যার সময় তিনি এই হোটেলটিতে সান্ধ্যভোজের জন্য এলেন।

প্রশস্ত হলঘরের মেঝেটা সুদৃশ্য কার্পেট দিয়ে ঢাকা। আলোয় সমস্ত হলটা ঝলমল করছিল, নিকেল প্লেটিং করা লোহার চেয়ারগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করছিল। হলটি লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই আনন্দে গান করছে, কেউ বা খাচ্ছে। তাদের গুঞ্জনে হলটি মুখরিত হয়ে ছিল।

এই হলটির পাশেই 'বল'-নাচের জন্য আলাদা একটি হল। সেই বিরাট প্রশস্ত ঘরটি অন্যান্য সাধারণ হলের চেয়ে একটু বিশেষভাবে সাজানো। 'বল'-নাচের হলে অনেকগুলি অয়েল-পেন্টিং সুদৃশ্য নারীচিত্র ছিল। এই হলটিতে কয়েকটি নীল আলো জ্বলছিল। নাচের তালে ব্যাণ্ড, পিয়ানো ও বেহালা বাজানো হচ্ছিল। সমস্ত হোটেলটি আনন্দ-উল্লাসে সরগরম হয়ে ছিল।

হাইফেং ছদ্মনামে এই হোটেলটিতে ভোজন করতে এলেন। তাঁর বিরাট গাড়ীখানা হোটেলের সামনে এসে থামল। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন বেয়ারা তাঁকে পূর্ব্বোক্ত হলটিতে নিয়ে এলো।

রুদফেন লাঠিতে ভর দিয়ে চল্‌তে-চল্‌তে সাধারণ চেয়ার ছেড়ে একটি উচ্চ শ্রেণীর চেয়ারে যেয়ে বসলেন। এই চেয়ারগুলি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাক্‌ত।

গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের চারদিকে চারটি চেয়ার। রুদফেন লাঠিটা চেয়ারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে চেয়ারে

বসলেন। এই গোল টেবিলটির চারটি চেয়ারই খালি ছিল। হলটির চারদিকে তাঁর সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল।

সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন, বিখ্যাত হীরক-ব্যবসায়ী রদফেন এই হোটেলে খেতে এসেছেন। অনেকে তাঁর গোল টেবিলের কোন চেয়ারে বসার জন্য উঠে আসতে লাগলেন; কিন্তু রদফেন চারটি চেয়ারই রিজার্ভ করেছিলেন, সেইজন্য তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে গেলেন।

রদফেন দামী-দামী খাবারের অর্ডার দিলেন।

ফানিবল, যাকে হাইফেং সোনার খনির সন্ধান না দেওয়ার জন্য নির্দ্দয় ভাবে মেরেছিলেন, তিনি এই হোটেলে থাকতেন। তাঁর কাজ ছিল, কোথায় কার কিরকম খাওয়া হচ্ছে সেই খোঁজ নেওয়া। রদফেন যে হলে খাচ্ছিলেন, সেই হলটি পর্য্যবেক্ষণ করার ভার সেদিন তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। ঘুরে-ঘুরে কার কিরকম খাওয়া হচ্ছে, কার কিছুর দরকার আছে কিনা, এইসব সন্ধান নিতে-নিতে তিনি রদফেনের টেবিলের কাছে এসে পড়লেন।

রদফেনকে দেখেই তাঁর কিরকম সন্দেহ হলো! রদফেনের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কিছুক্ষণ তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন কোথায় এই লোকটিকে দেখেছেন!

ক্রমশঃ ধীরে-ধীরে তাঁর সমস্ত পুরাণো স্মৃতি মনে হতে লাগল! ক্রমে তাঁর চোখের সামনে হাইফেতের সমস্ত চিত্র ভেসে উঠলো। কিন্তু তিনি যেন নিজের চোখকে ভালরূপে বিশ্বাস করতে পারলেন না! কারণ, তিনি শুনেছিলেন, হাইফেং ফাইনেট রোডে মারা গেছেন; কিন্তু রদফেনের একটি পা কাটা দেখে এখন তিনি বুঝলেন, হাইফেং সেদিন আহত হয়েছিলেন মাত্র।

ঘৃণায় তাঁর সমস্ত শরীর কুঁচকে গেল। তাঁকে অনেকক্ষণ টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রদফেনের মনে হলো

লোকটা বোধ হয় কিছু চায়! তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কি চাও?

ফানিবল: আজ্ঞে কিছু না। আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

রদফেন: না। তোমার নাম?

ফানিবল চট্ করে নিজের নামটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন: উলটক রাইলেট্।

রদফেন: তুমি এক বোতল ভাল মদ পাঠিয়ে দিতে বলো তো!

ফানিবল: আচ্ছা, যাচ্ছি।

ফানিবল এক বোতল ভাল মদ রদফেনের টেবিলে পাঠিয়ে দেবার আদেশ করে হারউইকের কেবিনে চলে এলেন।

হারউইক তখন সভায় যাবার আয়োজন করছিলেন। তিনি রদফেনের আগমনের কথা অনেকক্ষণ শুনেছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন, যাবার মুখে রদফেনকে একবার দেখে যাবেন।

ফানিবল এমন সময় এসে বললেন: রদফেন আমাদের হোটেলে খেতে এসেছে।

হারউইক: সে খবর অনেকক্ষণ হয় আমি পেয়েছি।

ফানিবল: কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, ও ঠিক রদফেন কিনা!

হারউইক: তার মানে?

ফানিবল: এই ভদ্রলোককে দেখতে অনেকটা হাইফেংতের মতন।

হারউইক বিস্ময়ে আৎকে উঠলেন। তিনি বললেন: হাইফেং! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? হাইফেংকে কবে মেরে ফেলা হয়েছে!

ফানিবল: কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে!

হারউইক: তুমি ভাল করে দেখেছ?

ফানিবল: হ্যাঁ। খুব ভাল করে লক্ষ্য করেই আমি আপনাকে খবর দিতে এসেছি।

হারউইক : কোন পরিবর্ত্তন দেখলে না ?

ফার্নিবল : কেবল একটা পা কাটা, লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে চলে।

হারউইক : সেকি ! তবে কি হাইফেং মরেনি ? দাঁড়াও, আমাকে একবার দেখতে হবে।

হারউইকের সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তিনি ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বেশী দেরী না করে কালরাটকে তিনি তখনই বেতারে ডাকলেন : কালরাট, আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত তোমরা সভা বন্ধ রেখো। আমি একটা বিশেষ কাজে এখানে আটকে পড়েছি। আমার হয়ত যেতে দেরী হবে।

কালরাট : কি কাজে আটকে পড়লেন ?

হারউইক : রদফেন আমাদের হোটেলে খেতে এসেছে।

কালরাট : তাই নাকি ?

হারউইক : হ্যাঁ, তাই তাকে একটু দেখতে চাই। সেইজন্য হয়ত আমার যেতে দেরী হবে। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা সভার কোন কাজ আরম্ভ করো না।

হারউইক আর দেরী না করে 'বল'-নাচের জন্য হোটেলের মেমদের জন্য যে দু'জন পেইন্টার থাকত তিনি তখনই তাদের একজনকে ডেকে এনে বললেন : আমাকে খুব সুন্দরী মেয়ে তৈরী করে দিতে পারবে ?

পেইন্টার : হ্যাঁ। এতে না পারার কি আছে ?

হারউইক : এমন করে সাজাতে হবে, আমি যদি কারুর সঙ্গে 'বল' নাচি তবুও সে যেন ধরতে না পারে।

পেইন্টার : হ্যাঁ পারব।

হারউইক : বেশ, তবে এখনই কাজ আরম্ভ করে দাও।

পেইন্টার তাঁর আদেশ মত কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

আধ ঘণ্টার ভেতরে তিনি হারউইককে একজন পরমাসুন্দরী স্ত্রী তৈরী করে দিলেন।

হারউইক তাঁর পোষাকে খুব ভাল এসেন্স ঢেলে দিলেন। এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য পান করে তিনি তাঁর গলার স্বর খুব সরু করে নিলেন। তারপর তিনি হোটেলের পেছন দিকের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, এবং পরক্ষণেই সামনের দরজা দিয়ে হোটেলে প্রবেশ করলেন।

রদফেন যে হলটিতে ছিলেন, তিনি সেই হলটিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর ব্যবহৃত এসেন্সের গন্ধে সমস্ত হলটি সুরভিত হয়ে উঠল। সমস্ত লোক একবার করে তাঁকে দেখে নিলেন। কেউ-কেউ বা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগলেন।

হারউইক হেল্‌তে-দুল্‌তে যেস্থানে রদফেন ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। রদফেন তখন সবে দু' গ্লাস মদ পান করে একটু-একটু ঢুলছিলেন। এমন সময় এক পরমাসুন্দরী নারীকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে, তিনি ঢুলু-ঢুলু চোখে হারউইকের দিকে চেয়ে রইলেন।

হারউইক বললেন: আপনার পাশের একটি চেয়ারে বস্‌তে পারি?

রদফেন: আমার অনুমতি না নিয়েও বস্‌তে পারতেন।

হারউইক খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠে বললেন: না, আপনি চারটে সিটই রিজার্ভ করেছিলেন। তাই আপনার অনুমতি না নিয়ে বসা উচিত নয়।

রদফেন: না, না, তার জন্য কি হয়েছে! আপনার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

হারউইক একটি চেয়ার রদফেনের চেয়ারের খুব কাছে এনে তাতে বসে একটা হাত রদফেনের চেয়ারের হাতলের উপর রেখে বললেন: আপনি বুঝি বিখ্যাত হীরক-ব্যবসায়ী রদফেন?

রদফেন গর্ব্বিত হয়ে বললেন : হ্যাঁ, আপনার নাম ?

হারউইক : মিস্ কাউন্টবেলিও।

একজন বেয়ারাকে ডেকে কাউন্টবেলিও তাঁর জন্য এক প্লেট খাবার আন্‌তে বললেন। রদফেন লজ্জিত হয়ে জড়ান কথায় বললেন : আমারই আপনার জন্য একটা প্লেট আনার কথা বলা উচিত ছিল।

কাউন্টবেলিও মুচকি হেসে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন : না, না, তার জন্য কি হয়েছে ?

রদফেন পূর্ব্বের মতন জড়িত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি এখানে থাকেন কোথায় ?

কাউন্টবেলিও : ১৬নং ফাইনেট রোডে।

রদফেন একটু চম্‌কে উঠলেন কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব গোপন করলেন। কাউন্টবেলিও সেটুকু লক্ষ্য করলেন। কাউন্টবেলিও প্লেটের খাবার শেষ করে একজন বেয়ারাকে ডেকে দু' বোতল ভাল মদ নিয়ে আস্‌তে বললেন।

কাউন্টবেলিও রদফেনকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কতদিন হীরক-ব্যবসা কর্‌ছেন ?

রদফেন এক দৃষ্টিতে এতক্ষণ কাউন্টবেলিওকে দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর হুঁস হলো। তিনি বললেন : বছর দশেক।

কাউন্টবেলিও : আচ্ছা হীরকের তো খুব বেশী জ্যোতি নেই অথচ ওর জ্যোতি নির্ভর করে ওর কাটার উপর; কিন্তু এদিকে আবার শুনেছি, হীরক পৃথিবীর ভেতরে সবচেয়ে শক্ত জিনিষ, তাহলে ওকে কাটা হয় কি দিয়ে ?

রদফেন এই ধরণের প্রশ্ন কখনও কাউন্টবেলিওর কাছ থেকে আশা করেন নি। তিনি ইতস্ততঃ করতে-করতে বললেন : ওর সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। 'ও সমস্ত কাজ আমার কর্ম্মচারীরা করে, তারা জানে।

এমন সময় বেয়ারা দু' বোতল হুইস্কি ও সোডা-ওয়াটার নিয়ে এল। কাউন্টবেলিও আর কিছু না বলে একটা গ্লাসে মদ ঢেলে তার সঙ্গে সোডা-ওয়াটার মিশিয়ে রদফেনের মুখের কাছে ধরলেন। রদফেন তাকে বাধা দিয়ে বললেন: আমি এইমাত্র এক বোতল শেষ করেছি, দেখছেন খালি বোতলটা সামনে রয়েছে।

এই বলে তিনি খালি বোতলটাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

কাউন্টবেলিও: তাতে কি হয়েছে! আমার অনুরোধ।

রদফেন আর কোনরকম বাধা না দিয়ে মদ পান করতে লাগলেন। এই ভাবে যখন তার গ্লাসের মদ ফুরিয়ে যায় তখন কাউন্টবেলিও আবার তাতে মদ ঢেলে দেয়। এদিকে কাউন্ট-বেলিও একটা গ্লাসে মদ ও সোডা-ওয়াটার মিশিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর নিজের জন্য। কিন্তু তিনি মাঝে-মাঝে নিজের গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে ধরেন অথচ মদ পান করেন না; কিন্তু রদফেনের গ্লাসের মদ যখন ফুরিয়ে আসে, কাউন্টবেলিও তখন নিজের গ্লাস থেকে তাঁর গ্লাসে মদ ঢেলে দেন। পূর্ণ নেশায় কাতর রদফেন একবার চেয়ার থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন: কই, তুমি তো মোটেই পান করছ না!

কাউন্টবেলিও: না, না, কই আমিও পান করছি, তবে বেশী মদ আমি পান করি না।

রদফেন আর কিছু বলেন না। এইভাবে কাউন্টবেলিও তাঁকে আরো দু' বোতল মদও পান করিয়ে দিলেন! কাউন্টবেলিও তাঁকে তুলে চেয়ারে ঠিক করে বসিয়ে দিলেন!

মদের নেশায় রদফেন আর প্রকৃতিস্থ রইতে পারলেন না। কাউন্টবেলিও তা লক্ষ্য করলেন। তিনি এই সুযোগে রদফেনকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবো; রাগ করবেন না তো?

রদফেন : না, না, রাগ করব কেন ?

কাউণ্টবেলিও : আপনার নাম কি সত্যি রদফেন ?

স্ফূর্ত্তির চোটে রদফেন সব-কিছু ভুলে গিয়েছিলেন। বিনা দ্বিধায় তিনি বললেন : আপনি ঠিক ধরেছেন। আমার ওটা ছদ্মনাম।

কাউণ্টবেলিও : আপনার আসল নাম-হাইফেং ?

রদফেন : হ্যাঁ, আপনি জান্‌লেন কেমন করে ?

কাউণ্টবেলিও : আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে চিনি। আপনি একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। আপনার একটা পা কিরকম করে নষ্ট হলো ?

রদফেন : আপনি সব জানেন দেখছি ? বলে তিনি ফাইনেট রোডে যা-যা ঘটেছিল সেই থেকে তাঁর হাত ও পা অপারেশন করার কাহিনী জড়িত স্বরে সবই বললেন।

কাউণ্টবেলিও : আপনি কি সত্যি হীরক-ব্যবসা করছেন ?

রদফেন : না, ওটা একটা চাল মাত্র।

কাউণ্টবেলিও : আপনি ছদ্মনাম ও ছদ্মপেশা নিলেন কেন ?

বিনা সঙ্কোচে রদফেন বলে যেতে লাগলেন : সম্প্রতি শহরে একদল চোর-ডাকাতের বড় উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। এরা নাংসী। এদের প্রত্যেকে সৈন্য। বিখ্যাত জেনারেল হারউইক এদের কর্ত্তা। এসব খবর জানেন কি ?

কাউণ্টবেলিও : হ্যাঁ, এসব শুনেছি।

রদফেন : এই চোরা-সৈন্যদের হারউইক সমেত ধরার জন্য আমাদের সরকার আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

কাউণ্টবেলিও : ওই দলটাকে আপনি ধরতে পারলে আমিও বড় খুশী হব। আমি ওদের একটুকুও দেখতে পারি না। শহরে ওদের ভয়ে শান্তিতে বাস করবার উপায় নেই।

রদফেন : আপনি ঠিক বলেছেন।

কাউণ্টবেলিও : আচ্ছা আপনি হীরক-ব্যবসায়ীর ছদ্মরূপ নিলেন কেন ?

রদফেন : ওই চোরা-সৈন্যরা শুধু ধনীদের আক্রমণ করে ; গরীবদের উপর ওদের কোন আক্রোশ নেই। শুনেছি, ওরা অনেক গরীবকে অর্থ দিয়েও সাহায্য করে। আমাকে খুব ধনী দেখে ওরা আমার বাড়ী একদিন অবশ্যই আক্রমণ করবে।

কাউণ্টবেলিও : আপনি সেই সুযোগে ওদের বন্দী করবেন ?

রদফেন : না, কারণ ওদের দলে অনেক লোক আছে। হয়ত সকলে আমার বাড়ী লুঠ করতে আসবে না, সেইজন্য আমি ওদের সকলকে বন্দী করতে পারব না ; আর যদিও সকলে আসে তাহলেও সকলকে বন্দী করা সম্ভবপর নয়। দুই-একজন নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবে। তারা হয়ত পালিয়ে যেয়ে আবার একটা দল তৈরী করে আমাদের আবার এইরকম ভোগাবে।

কাউণ্টবেলিও : তবে আপনি কি করবেন ?

রদফেন : আমি ওদের লুঠ করতে দেব। তারপর ওরা যখন পালিয়ে যাবে তখন ওদের অনুসরণ করব। এইভাবে ওদের ঘাঁটীর সন্ধান জেনে নিয়ে একদিন সুযোগ মত সকলকে বন্দী করে ফেলব।

কাউণ্টবেলিও : আপনি অনুসরণ করবেন কিরকম করে ? আপনার এই খোঁড়া পা নিয়ে ত আর অনুসরণ করা চলবে না !

রদফেন : আমি সেইজন্য দু'জন ভাল লোক ঠিক করে রেখেছি।

কাউণ্টবেলিও : আপনার কাছে সত্যি কোন হীরক নেই ?

রদফেন : আছে, তিনটে খুব ভাল হীরে আর কয়েক হাজার ডলার আছে।

কাউণ্টবেলিও : এসব কি আপনার নিজের ?

রদফেন : আমাকে এসব সরকার দিয়েছেন। আমার নিজের কিছুই নেই।

কাউন্টবেলিও : সত্যি আপনি খুব বুদ্ধিমান্। আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি, আপনি ছাড়া হারউইককে আর কেউ ধরতে পারবে না।

রদফেন : আমি যদি ধরতে পারি তবে সরকার আমাকে এর চেয়ে বেশী পুরস্কৃত করবেন।

কাউন্টবেলিও : আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন ঐ দস্যুদের খুব সহজেই ধরতে পারেন। আচ্ছা, আজকে এই পর্য্যন্ত থাক্, কাল আবার আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

রদফেন : কোথায় দেখা করবেন ? কাল হয়তো আমি এখানে আসব না।

কাউন্টবেলিও : তাতে কি ? আপনার বাড়ী যেয়ে দেখা করলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন ?

রদফেন মহা উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে বললে : না, না,—সে তো আমার পরম সৌভাগ্য ! বলেন যদি আমি বরং আমার গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

কাউন্টবেলিও : না, তার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই চলে যাবো। আপনার মতো একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়া—সে তো আমারই সৌভাগ্য !

আচ্ছা, তাহলে এই কথাই ঠিক্ রইলো। আজ এখন উঠি ? এই বলে কাউন্টবেলিও তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রদফেন যথাসাধ্য সংযতভাবে, হাসিমুখে তাঁকে বিদায় দিলেন।

কাউন্টবেলিও আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে তখনই হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ে একেবারে সোজা বেতারের ঘরে চলে এলেন। বেতারে তিনি কালরাটকে ডাকলেন : কালরাট, আমি এখনই রওনা হচ্ছি।

কালরাট : আপনার আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

হারউইক : অনেক খবর আছে। যেয়ে সমস্ত বল্‌ব।

হারউইক আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করে ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়লেন। সেখানে তিনি মুখের ও গায়ের সমস্ত রং তুলে ফেললেন। নিজের পোষাক চট্ করে পরে নিলেন। একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য পান করে গলার স্বর আবার আগেকার মত স্বাভাবিক করে নিলেন। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের মোটর-বাইকে চেপে বস্‌লেন। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে হাওয়ার গতিতে তখনই বেরিয়ে পড়লেন।

*　　*　　*　　*

পাঁচ-সাত্ মিনিটের ভেতর তিনি হেড-কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলেন। রাত্রি তখন বেশ একটু গভীর হয়ে আস্‌ছিল। সভার সমস্ত সভ্যেরা একটি বিরাট হলে হারউইকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কালরাট উদ্‌গ্রীব হয়ে হারউইকের জন্য গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হারউইককে আসতে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হলেন।

কালরাট, হারউইককে নিয়ে সেই হলটিতে উপস্থিত হলেন। হলের প্রত্যেক সভ্যের কার্ড আর-একবার পরীক্ষা করে হলের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এইভাবে নিরাপত্তার সব-কিছু বন্দোবস্ত করে হারউইক বলতে আরম্ভ করলেনঃ আজ আমার জন্য সভার কাজ আরম্ভ হতে একটু দেরী হলো। আমি সেজন্য আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে আমার এই বিলম্ব যে আমার ইচ্ছাকৃত, তা নয়; কেন যে দেরী হয়েছে, আমি সেই কথাই বলব। এই কথা বলার আগেই আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, তিনি আমাদের এক ভীষণ বিপদের হাত থেকে আজ রক্ষা করেছেন।

সকলে গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাঁর কথা শুনতে লাগলো।

হারউইক বলে যেতে লাগলেন। হোটেলে যা-যা ঘটেছিল,

একে-একে তিনি তা সবই বল্লেন। গভীর বিস্ময়ে সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনলো! তারপর একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেঃ শত্রুদের ভাষা আপনি কি জানতেন?

হারউইকঃ ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাই আমার খুব ভাল করে জানা আছে। সেজন্য আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি।

কালরাটঃ তাহলে আমাদের এখন রদফেনের বা হাইফেতের বাড়ী আক্রমণ না করাই ভাল?

হারউইকঃ হাইফেতের বাড়ী আক্রমণ করা হবে; কিন্তু ওকে আমরা একটু নাকাল করে দেব।

আমি কি করতে চাই সেকথা আমি এখন জানাব না, তবে আমি যা বলবো আপনারা শুধু তাই করে যাবেন।

বেশী লোকের প্রয়োজন নেই। আপনারা পঞ্চাশ জন গেলেই কাজ চলবে। আপনারা প্রত্যেকে একটা করে রিভলভার নেবেন। ছ'টা করে গুলিই যথেষ্ট। আর মনে রাখবেন, আমরা আগামী কাল রাত্রিতেই হানা দিতে চাই। আপনারা সকলে তৈরী থাকবেন।

সকলেই সম্মতি জানালো।

হারউইকঃ আজকে তবে এইখানেই সভা ভঙ্গ হোক্।

সকলে উঠে একে-একে হল থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

কালরাট তাঁদের জন্য যে স্থান ঠিক করে রেখেছিলেন, তাঁরা সেইখানে চলে গেলেন।

এগারো

রদফেনের বাড়ীতে মাত্র দশজন রক্ষী ছিল। রদফেন যথারীতি তাঁর নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। তাঁর মেজাজটি আজ বড় রুক্ষ ছিল ; কারণ, কাউণ্টবেলিওর আসার কথা ছিল অথচ সে আসেনি।

গভীর রাত্রি। রক্ষীরা দশজন পালা করে রাত্রিতে পাহারা দিত। পাঁচজন প্রথম রাত্রিতে, বাকী পাঁচজন শেষ রাত্রিতে। প্রথম পাঁচজনের পালা শেষ হয়ে গেছে। তখন বাকী পাঁচজনের পালা চলছিল। রাত্রিতে জেগে-জেগে পাহারা দিতে কার ভাল লাগে ? এই পাঁচজনও তাই যে যার বেঞ্চিতে বসে ঝিমুচ্ছিল।

হারউইক তাঁর সঙ্গীদের সারি-সারি করে সাজালেন। প্রত্যেক সারিতে পাঁচজন। এইভাবে দশ সারি হলো। তারপর তাদের নিয়ে হাইফেতের বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

জুতোর শব্দে রক্ষীদের ঘুম তখন পালিয়েছে। তারা রাইফেল বাগিয়ে ধরে বলে উঠল : কারা যায় ?

হারউইক উত্তর দিল : আমরা, ডাকাতরা যাই।

কথার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে হঠাৎ ঐ রক্ষীদের সম্মুখে অবতীর্ণ হলেন ও রুক্ষ কণ্ঠে আদেশ দিলেন : হাত তুলে দাঁড়াও।

তাই হলো। সশস্ত্র রক্ষী পাঁচজন মুহূর্তে হাত তুলে দাঁড়ালো— তৎক্ষণাৎ তাদের সবাইকে নিরস্ত্র করা হলো।

হারউইকের আদেশে তার পাঁচজন সঙ্গী সেইখানেই রয়ে গেল। তাদের বলা হলো, রক্ষীরা যদি কোন বাধা দিতে চেষ্টা করে তা হলে তাদের তখনই যেন গুলি করা হয়। তারপর বাকি পঁয়তাল্লিশ জনকে নিয়ে তিনি বাড়ীর ভেতরে অগ্রসর হলেন।

হারউইক আরও দশজনকে এদিকে-সেদিকে পাহারা দিতে বলে, অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশ জনকে নিয়ে ঘরগুলি অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

নীচের তলার ঘরে কাউকেই পাওয়া গেল না। তখন তাঁরা দ্বিতীয় তলায় উঠতে লাগলেন। দ্বিতীয় তলার একটা ঘরে মাত্র দু'জন লোককে পাওয়া গেল। তারা দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছিল। জুতোর শব্দে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। হারউইক তাদের দরজা খুলতে আদেশ করলে, তারা দরজা খুলে দিলে।

হারউইক তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

তারা উত্তর দিল: আমরা রুদফেনের কর্ম্মচারী।

হারউইক: তোমাদের নাম?

তারা: উসবেন ও কাউটলেন।

হারউইক: এত বড় বাড়ীতে তোমরা মোটে দু'জন কর্ম্মচারী থাক?

হাইফেৎ তাদের যে সমস্ত কথা আগেই শিখিয়ে রেখেছিল, তারা ঠিক তাই বলে যেতে লাগল।

তারা উত্তর দিলে: আমরা সবশুদ্ধ পঞ্চাশজন কর্ম্মচারী এই বাড়ীতে থাকতাম। আমরা বাদে বাকী সবাই আজকে মাল চালান দিতে লিগনাইটের বাইরে চলে গেছে।

হারউইক: রুদফেন কোথায় থাকে?

উসবেন: তেতলায়।

হারউইক: একজন আমাদের সঙ্গে এস। রুদফেনের ঘর দেখিয়ে দেবে।

উসবেন তাদের সঙ্গে অগ্রসর হলো। কাউটলেনকে নজরে রাখার জন্য হারউইক একজন অফিসারকে সেইখানে পাহারা রেখে গেলেন।

হারউইক তেতলায় এসে দেখেন, সেখানে ঘরগুলি সবই খালি।

শূন্য ঘরগুলি খা-খা করছে। তার ভেতরে যে কোন কালে লোক ছিল, সেরূপ কোন চিহ্নই নেই! সামান্য একটা জিনিসও এই ঘরগুলিতে নেই!

হারউইকের বুঝতে বাকি রইলো না যে, এই সমস্তই তাঁকে বন্দী করবার ফাঁদ মাত্র! ঘরে লোকজন নেই, জিনিষপত্র নেই, কোন ঘরে কোন তালাও নেই! অথচ লোক দুটি বলছে, এখানে অনেক লোকই ছিল!

অবশেষে রদফেনের ঘরের সামনে এসে তাঁরা উপস্থিত হলেন। মৃদু চেঁচামেচিতেই রদফেনের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। চোখ বুজে তিনি ঘুমোনোর ঢং দেখিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিলেন।

হারউইক দরজায় খুব জোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। রদফেন ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে দরজার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: কে?

হারউইক: আমি তোমার শত্রু—হারউইক।

রদফেন অমনি আঁৎকে উঠলেন! এত তাড়াতাড়ি তিনি হারউইকের আগমন আশা করেন নি! যাহোক, ভীত হয়ে তিনি ইলেকট্রিক স্যুইচ্ টিপে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন।

হারউইক তাঁর বুকের সামনে রিভলভার ধরে বললেন: আপনি রদফেন?

রদফেন: হ্যাঁ।

হারউইক: আপনার সিন্দুক কোথায়?

রদফেন পাশের একটা দেওয়াল দেখিয়ে দিলেন; কিন্তু হারউইক সেখানে সিন্দুকের কোন লক্ষণই দেখলেন না। শুধু একটা ছোট পেরেক লক্ষ্য করলেন। রেগে আগুন হয়ে তিনি বললেন: চালাকী করলে গুলি করব।

রদফেন: চালাকী নয়, ঠিকই বলেছি।

এই বলে তিনি ছোট্ট পেরেকটা এক্‌পাশে ঠেলে ধরলেন, অমনি

দেওয়ালের একটা চৌকো অংশ ভিতরের দিকে ঢুকে গেল। আর তার ভিতরে দেখা গেল কয়েকটি থাক্। একটি থাকে দুটো রূপোর বাক্স পাওয়া গেল। বাক্স দুটো খুলে তিনি আড়াই হাজার ডলারের নোট পেলেন ও বহুমূল্য তিনটে হীরক পেলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি এত বড় হীরক-ব্যবসায়ী অথচ আপনার কাছে মাত্র তিনটে হীরক আছে?

রদফেন: আজকে আমার সবই বাইরে রপ্তানী হয়ে গেছে।

হারউইক: সত্যই কি আপনার আর কোথাও কিছু নেই?

রদফেন: বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখে নিন।

হারউইক: চাবি দিন।

রদফেন: আমার চাবি নেই। সমস্তই ইলেকট্রিকের ব্যাপার।

হারউইক সমস্ত ঘরটা একবার ভাল করে দেখে নিলেন, কিন্তু কোথায়ও কিছু পেলেন না। ঘরের দেওয়ালগুলি ভাল করে লক্ষ্য করে নিলেন কিন্তু তাতেও আপত্তিকর কিছু দেখা গেল না। তখন সঙ্গীদের নিয়ে যেমন ভাবে তিনি এসেছিলেন আবার ঠিক তেমনি ভাবেই বেরিয়ে গেলেন। কোন রকম অত্যাচার তাঁরা করলেন না।

পথে বেরিয়ে এসে হারউইক দলের সকলকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন, তারপর আস্তে-আস্তে তাঁরা পথ চলতে লাগলেন।

হারউইক কালরাটকে খুব চুপি চুপি বললেন: তুমি পেছনে চলে যাও। শুধু লক্ষ্য রাখবে কোন লোক আমাদের অনুসরণ করছে কি না? যদি করে, তবে আমাকে একবার খবর দিয়ে যেও।

কালরাট খুব সাবধানে পেছনে চলে গেলেন। পথের অস্পষ্ট ইলেকট্রিক আলোয় তিনি দেখতে পেলেন, কালো পোষাক পরিহিত দু'জন লোক যত্নের সঙ্গে তাদের পেছনে-পেছনে আসছে।

তাঁরা রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট রাস্তায় পড়লেন; তখনও কালরাট

সেই লোক দু'জনকে দেখতে পেলেন। তাঁর তখন আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি আবার আগের মতন আস্তে-আস্তে হারউইকের কাছে এসে বললেন: দু'জন আমাদের পিছু নিয়েছে।

হারউইক: বেশ, তুমি পেছন থেকে ঐ রকম লক্ষ্য রাখবে। আমি ওদের সঙ্গে একটু মজা করতে চাই।

কালরাট আবার পেছনে চলে গেলেন। হারউইক অনেক রাস্তা ঘুরলেন। একবার বড, একবার ছোট, আবার একবার গলি, এইরকম করে তাঁরা অনেক পথ চল্লেন। লোক দু'টি তখনও তাঁদের পিছু ছাড়ছে না দেখে হারউইক মহামুস্কিলে পড়ে গেলেন কিন্তু চট্ করে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

তিনি আরও কিছুক্ষণ পথ চলার পরে আগের ঘাঁটীতে এসে উপস্থিত হলেন। বিশাল বাড়ীটির ভিতরে ঢুকে তাঁরা দ্বিতীয় তলায় এসে উপস্থিত হলেন। শেষ দিন তাঁরা যে হলটায় সভা করেছিলেন, তাঁরা সকলে সেইখানে ঢুকলেন। তারপর দু'জন অফিসারকে বাইরে পাহারা দিতে বলে হারউইক ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি তখন তাঁর সঙ্গীদের বল্লেন: আজকের রাতটা আমাদের এই ঘাঁটীতে থাকতে হবে। এর ভেতরেই আমাদের কয়েকটা কাজ করতে হবে। আমরা যে স্থানে কাউন্টফোর্টের লোকেদের কবর দিয়েছিলাম, সে স্থানটা খুঁড়ে আবার ওপরে সবগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে।

কারফাৎ: সেগুলো সমস্ত পচে গেছে।

হারউইক: তবুও যা আছে, আমাদের তাই তুলে রাখতে হবে।

কালরাট: কেন?

হারউইক: কারণ, ওদের জিনিসগুলো ওদের ফিরিয়ে না দিলে অন্যায় হবে।

জনৈক সঙ্গী জিজ্ঞেস করলো: তার মানে?

হারউইক : দু'জন লোক অনুসরণ করে আমাদের এই ঘাঁটীর সন্ধান নিয়ে গেছে। ওরা হয়ত আবার আরও লোকজন নিয়ে আসবে। সেই সময় এই শবগুলি ওদের দেখাতে পারলে ওরা বেশ আরও একটু গরম হয়ে যাবে।

হারউইক সেই রাতটা সেইখানে থেকে যে কাজটি করবেন স্থির করেছিলেন, তাই করলেন। এর ভিতরে ভোর হয়ে এল। তাঁরা তখন সেই পুরোণো ঘাঁটী থেকে বেরিয়ে যে যাঁর প্রতিষ্ঠানে চলে গেলেন।

* * * *

অনুসরণকারী লোক দু'জন হচ্ছে উসবেন ও কাউটলেন। তারা ভগ্নপ্রায় বাড়ীটার চারদিক ভাল করে কয়েকবার ঘুরে দেখে নিলে। তারপর মহা আনন্দে তারা ফিরে গেলো।

হাইফেং তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাদের আসতে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কৃতকার্য্য হয়েছ ?

উসবেন তাঁকে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করে শোনালো এমন কি, বাড়ীর বিবরণ দিতেও ছাড়লে না।

হাইফেং আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কোন বিপদ হয়নি ত ?

কাউটলেন : বিপদ হবে কেন ? আমরা যে ওদের পিছু নিয়েছি, ওরা তা জানতেই পারেনি !

হাইফেং খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বিদায় দিলেন। পরের দিনই তিনি হারউইককে গ্রেপ্তারের কথা লিখে সার্ব্বধিনায়ককে একখানা টেলিগ্রাম করে তিন হাজার সৈন্য চেয়ে পাঠালেন।

সন্ধ্যের দিকেই সৈন্যরা এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের সবাইকে উপযুক্ত নির্দ্দেশ দিয়ে সেই দিনই বিজয়-সংগ্রামে বেরোবার আয়োজন সব ঠিক করে ফেল্লেন।

রাত্রি একটু গভীর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাইফেং তাঁর দলবল নিয়ে

বেরিয়ে পড়লেন। উসবেন ও কাউটলেনকে তাঁরা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে যাচ্ছিল উসবেন ও কাউটলেন। তাদের পেছনে হাইফেং ও তাঁর সৈন্যরা অগ্রসর হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পথ চলার পর, অবশেষে তাঁরা সেই ভগ্নপ্রায় বাড়ীগুলির সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

উসবেন ও কাউটলেন বিশাল বাড়ীটা দেখিয়ে বল্লে: এই যে স্যার! সেই বাড়ী।

হাইফেং মহা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা ঠিক জায়গায় এসেছ ত

উসবেন: নিশ্চয়ই।

হাইফেং: এর ভেতরে যে মানুষ থাকে, তা' আমার মনে হয় না।

যাহোক্, হাইফেং আর সময় নস্ট না করে এক হাজার সৈন্যকে সমস্ত বাড়ীটা ঘিরে ফেলতে বল্লেন। তারপর তিনি তাদের চারদিক্ থেকে গুলি করতে আদেশ দিলেন।

তিন-হাজার সৈন্য একসঙ্গে সেই বাড়ীটার চারদিক থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। গভীর নিশীথের নিঃস্তব্ধতা মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! রাইফেলের শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে উঠল।

সে সমস্ত পাখী ও জন্তু আশে-পাশের ভগ্ন বাড়ীটাতে কয়েকদিন যাবৎ বাসা বেঁধেছিল, তারা চীৎকার করতে-করতে যে যেখানে পারল পালিয়ে গেল। তাদের মধ্যে দু' চারটি হতাহতও হলো।

হাইফেং আশা করেছিলেন, বাড়ীর ভেতর থেকেও প্রত্যুত্তরে গুলি বর্ষণ হবে; কিন্তু কোন রকম শব্দ বা মানুষের সাড়া না পেয়ে তাঁর মন সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল।

তিনি গুলি ছুঁড়তে বারণ করে দিলেন। তারপর এক হাজার

সৈন্যকে বাড়ীটার চারপাশে তীব্র দৃষ্টি রাখতে বলে তিনি দু'হাজার সৈন্য নিয়ে বিরাট ফটক দিয়ে সেই বাড়ীটার ভেতরে প্রবেশ করলেন।

প্রতি মুহূর্তেই তিনি অস্বাভাবিক একটা কিছু আশা করছিলেন, তাই তিনি খুব সাবধানে এগুচ্ছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃই সন্দেহে তাঁর মনটা অভিভূত হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর সন্দেহ হলো, তবে কি উসবেন আর কাউটলেন কোন বিশ্বাসঘাতকতা করল, অথবা কোন রকম চালাকি করেছে?

কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে সেই অন্ধকারে এগোবার পরে একটা বিশ্রী পচা গন্ধ পাওয়া গেল। হাইফেৎ তাঁর পাশের সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করলেন: একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছ?

জনৈক সৈন্য: হ্যাঁ স্যার, বড় উৎকট গন্ধ।

হাইফেৎ: কোন্ দিক থেকে আসছে বলতে পার?

জনৈক সৈন্য: খুব সম্ভব সামনের দিক থেকে।

হাইফেতের পায়ে কি একটা আটকে সরে গেল। টর্চ্চটা জ্বেলে তিনি দেখলেন পায়ের কাছে একটা রাইফেল।

রাইফেলটা তুলে নিয়ে টর্চ্চের আলোয় তিনি পরীক্ষা করতে থাকেন। ঘোড়া টিপতেই একটা গুলি গুড়ুম করে বেরিয়ে গেল।

রাইফেলটার হাতলের কাছে কয়েকটা লাল দাগ। তিনি বুঝলেন, রক্তের দাগ। রক্তগুলি শুকিয়ে যাওয়ার দরুণ কয়েক জায়গা থেকে চাপ বেঁধে উঠে গেছে।

ভয়ে ও গভীর আশঙ্কায় তাঁরা তখন একটু-একটু করে এগোতে লাগলেন। টর্চ্চ জ্বালতেও আর সাহস হয় না, পাছে শত্রুরা সাবধান হয়ে যায়!

বাড়ীর ভেতর থেকে একটা পেঁচা বিকট চীৎকার করে উঠল।

হাইফেতের ভাষণ ভয় হতে লাগল। আবার একজনের পায়ে একটা বলের মতন কি লেগে গড়াতে-গড়াতে কিছু দূর চলে গেল।

টর্চ্চ জেলে দেখা গেল, জিনিসটা মড়ার মাথা! মাংসগুলো তখনও তা' থেকে খসে যায়নি। হাড়ের এখানে-সেখানে খাবলা-খাবলা মাংস লেগে রয়েছে আর তা থেকে একটা উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে।

টর্চ্চটা ঘুরিয়ে বাঁ-পাশে ফেলতেই একটি শবের স্তূপ পাওয়া গেল।

এসব দেখে শুনে হাইফেতের যেমনি ভয় হচ্ছিল এখন আবার তেমনি রাগও হতে লাগল। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না, এখানে অনেক হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্নে সাধিত হয়েছে।

এর পর তাঁরা উপরে এলেন; কিন্তু সমস্ত ঘর অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও কোন মানুষের নাম-গন্ধ পাওয়া গেল না। যে হলটিতে হারউইক আগের দিন ছিলেন, অবশেষে সেই হলে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন।

ঘরের টেবিল-চেয়ারগুলো সবই এলোমেলো ভাবে সাজানো। আর ঘরের ভিতর অনেকগুলি অস্পষ্ট পায়ের ছাপ!

হাইফেৎ বুঝতে পারলেন, অল্প কয়েকদিন আগেও এইখানে লোক ছিল। তখন উসবেন ও কাউটলেনের উপর তিনি যে সন্দেহ করেছিলেন, তা' দূর হয়ে গেল।

এইভাবে সমস্ত বাড়ীটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও যখন তাঁরা কাউকে দেখতে পেলেন না, তখন হাইফেৎ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, শত্রুরা আগে থেকে তাঁদের সন্ধান পেয়ে সরে পড়েছে। বৃথা আক্রোশে তিনি লাফালাফি করে চলে যাবার উপক্রম করলেন।

তাঁর ভীষণ আফ্‌শোষ হ'তে লাগল। তিনি নিজের মনে-মনেই বলতে লাগলেন: ইঁদুরকে কলে ফেলেও ধরতে পারলাম না! বৃথা আক্রোশে তিনি আশে-পাশে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন।

ফিরবার সময় তিনি সমস্ত দলবল ঠিক করে সাজিয়ে নিয়ে পরাজয়ের কালিমা মুখে এঁকে নিয়ে নিজের ঘাঁটার উদ্দেশ্যে রওনা

হলেন। আগের মতন আবার অনেক ঘোরাঘুরি করে হাইফেৎ নিজের বিশাল প্রাসাদে ফিরে এলেন।

সৈন্যরা যে যার ক্যাম্পে ফিরে যেয়ে রিপোর্ট দিল, হাইফেৎ মিছামিছি তাদের এতখানি পথ ঘুরিয়েছে। হারউইককে ধরা ত দূরের কথা, তাঁর নাম-গন্ধও পাওয়া যায়নি!

কর্তৃপক্ষ এই খবর শুনে হাইফেতের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হলো। তার ফলে হাইফেৎকে যা-যা দেওয়া হয়েছিল তা সবই আবার ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

তাঁকে যে পদে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে পদ থেকে বঞ্চিত করা হলো। তাঁকে কয়েক হাজার ডলার জরিমানা করা হলো কিন্তু পরে হাইফেতের অনেক অনুরোধে জরিমানা মাপ করা হলো। হাইফেৎ আবার তাঁর আগের অবস্থায় ফিরে এলেন: লিগনাইটে আগে তিনি যেখানে থাকতেন, সেইখানেই ফিরে এলেন।

তাঁর কাউণ্টবেলিওর কথা মনে পড়ে। মেয়েটিকে ভারী পছন্দ হয়েছিল তাঁর! খুব শান্তশিষ্ট মেয়েটি, নিজে নাৎসী হয়েও নাৎসীদের কত ঘৃণা করে! সেই সঙ্গে হোটেলের সমস্ত স্মৃতি তাঁর এক-এক করে মনে পড়ে। কাউণ্টবেলিওর জন্য তাঁর মনটা কেমন করতে থাকে!

হাইফেৎ ভাবেন: নিশ্চয় কাউণ্টবেলিওর কোন বিপদ হয়েছে, নয়ত সে কেন এলো না? তিনি স্থির করলেন, যে হোটেলে তিনি কাউণ্টবেলিওর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সেই হোটেলে তিনি আর একবার যেয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসবেন।

আবার সেই সঙ্গে মনে পড়ে—কাউণ্টবেলিও ওই হোটেলে থাকে না, তবে তার সঙ্গে দেখা হবে কেমন করে? এই রকম আরও অনেক কিছু ভাবেন। অবশেষে স্থির করেন, যেমন করে হোক তিনি একদিন কাউণ্টবেলিওর সঙ্গে দেখা করে তাকে তাঁর দুরবস্থার কথা জানাবেন।

এর পরেই তাঁর মনে হয়, হারউইকের জন্য তাঁর আজ এই দুর্গতি। সমস্তই সে হারিয়েছে হারউইকের জন্য।

হাইকেৎ মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে, যেমন করে হোক, হারউইককে সে ধরবে আর নয়ত তাঁকে হত্যা করবে, অথবা নিজেই তাঁদের হাতে মৃত্যু বরণ করে নেবেন।

বারো

শত্রুরা বার্লিণ থেকে আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থান করছে। বার্লিণ রক্ষার আর কোন উপায় নেই দেখে নাৎসী দলপতিরা সুবিধামত জায়গায় পালাবার উপক্রম করতে লাগলেন। বার্লিণ তখন জনশূন্য ছিল বল্লেই চলে। লোকেরা অনেক আগে থাকতেই তাদের নিরাপদ স্থানে চলে গয়েছিল।

লিগনাইটে শত্রুরা একটি বিমান-ঘাঁটী স্থাপন করেছে ; বার্লিণে বোমাবর্ষণ করতে তাদের খুব সুবিধা হলো। লিগনাইট থেকে বার্লিণের দূরত্ব মাত্র আশী মাইল। তারা দিনের ভিতরে পনেরো বার অথবা কুড়িবার করে নির্দ্দয়ভাবে বোমাবর্ষণ করে আসে বার্লিণের উপর। বোমার আঘাতে বার্লিণ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত!

এই রকম একদিন বার্লিণে বোমাবর্ষণ করার জন্য একশ' খানা বিমান লিগনাইট থেকে বার্লিণের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। প্রপেলারের গগনভেদী শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

বিমানগুলির সংবাদ সব সময়ে নেবার জন্য ওয়ারলেস-অপারেটার তার ঘরে কাজ করছিল। কানে হেড-ফোন লাগিয়ে বোর্ডের সামনে চুপ করে বসে একটার পর একটা সে চাবি টিপে যাচ্ছিল;

হঠাৎ সে একটা সংবাদ শুনতে পেলো। অথচ তাদের ভাষায় সে সংবাদ আসছিল না। অনেক চেস্টা করেও সে ঐ ভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। তবে সে স্পস্ট বুঝতে পারলে, দু'জন লোক বেতারের সাহায্যে কথা বলছে। একটি বর্ণও বুঝতে না পারার জন্য সে কিছুই নোট করতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আর কোন সংবাদই শুনতে পেলো না।

হঠাৎ কোনে খুব গোলমাল শোনা গল। সে স্পস্ট বুঝতে পারলে, একই ওয়েভে অনেকগুলো ঢেউ আসছে; সেইজন্য তারা সব মিশে যেয়ে এই গোলমালের সৃষ্টি করেছে। সে ক্রমশঃ মিটার কমিয়ে দিয়ে ছোট ঢেউগুলি ধরবার চেস্টা করতে লাগল; কিন্তু কিছুই সে শুনতে পেলে না।

এই ভাবে ঘণ্টা দুই কেটে যায়। বোমারু-বিমান ও জঙ্গী বিমানগুলি বোমাবর্ষণ করে ফিরে আসে। একশ'খানা বিমানের মধ্যে পঁচাত্তরখানা ফিরে আসে।

বোমাবর্ষণ-কালে এই বিমানগুলির যিনি কর্ত্তা ছিলেন, তাঁর নাম টারপাইক। তিনি লিগনাইটের বিমান-ঘাঁটার যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন তাঁকে এসে বললেনঃ আমি পঞ্চাশখানা বোমারু বিমান সঙ্গে-সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম, তারা কি চলে গেছে?

এই কর্ত্তাটির নাম লাইটেন। তিনি গভীর বিস্ময়ে উত্তর দিলেনঃ কই! আমি ত সে-রকম কোন খবর পাইনি

টারপাইকঃ সে কি! আপনি কোন খবর পাননি?

লাইটেনঃ নাঃ! আচ্ছা, শীগ্‌গির ওয়ারলেস্-অপারেটারকে ডাকাও তো!

কিছুক্ষণ পরে ওয়ারলেস-অপারেটার আইটন এসে উপস্থিত হলো। লাইটেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ টারপাইক আমার কাছে পঞ্চাশখানা বোমারু বিমান চেয়েছিল অথচ সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে কোন খবর দাওনি কেন?

আইটেন তখন যা-যা ঘটেছিল বলে যেতে থাকে।

লাইটেন: তুমি অনেকগুলো শব্দ এক সঙ্গে শুনেছিলে?

আইটেন: হ্যাঁ স্যার!

লাইটেন: প্রথমে কোন্ ভাষায় কথা হচ্ছিল তাও তুমি

আইটেন: না স্যার!

লাইটেন: তুমি সব সময় রেডিও কানেক্‌শান করে রাখবে। শব্দগুলো যাতে একটু জোরে শোনা যায়, তারও একটা বন্দোবস্ত করবে। বাকী সমস্ত আমি ঠিক করছি।

ওয়ারলেস-অপারেটার সমস্ত কিছু ভুলে যেয়ে রেডিও-রিসিভারের কাছে বসে থাকে। সে হেডফোনের পরিবর্ত্তে খুব ভালো দু'টো লাউডস্পীকার ফিট করে নিলে।

লাইটেন তখনই তাঁর কৌতূহল নিবারণ করার জন্য তাঁর উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর ইউরোপে যতগুলি ভাষা ছিল, সেই সব ভাষায় ব্যুৎপন্ন কয়েকজন পণ্ডিত সেইদিনই যোগাড় করলেন। তাঁরা সকলেই ওয়ারলেস-অপারেটারের ঘরে সারি দিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে পড়লেন রহস্যজনক সংবাদ নোট করার জন্য।

ঠিক পরের দিন একই সময় আবার তাঁরা সেই রকম সংবাদ শুনতে পেলেন। ভাষাটি জানতে তাঁদের বেশী দেরী হলো না। জার্ম্মাণ ভাষায় কথাবার্ত্তা চলছিল। যিনি জার্ম্মাণ ভাষা জানতেন, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে নোট করতে লাগলেন।

—ক্যাপ্টেন ওউলবেনকে একটু খবর দেবেন।

—কে, কে ডাকছেন আমাকে?

—আমি কালরাট। আপনি কি ওউলবেন?

—হ্যাঁ, আমি ওউলবেন। কি খবর কালরাট?

—আমাদের আবার নতুন অভিযান স্থুরু হচ্ছে।

—তাই নাকি, কবে থেকে ?

—কবে থেকে আরম্ভ হবে, সে খবর হারউইক এখনও জানান নি। তবে বেশী দেরী হবে না।

—খুব বড় অভিযান ?

—নিশ্চয়ই। আমরা যতগুলো অভিযান এ পর্য্যন্ত চালিয়েছি, তাদের সবচেয়ে বড়। আর সম্ভবতঃ এইবারই শেষ অভিযান।

—এইবার শেষ! তার মানে ?

—মানে হচ্ছে, এইবার যদি জয়লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের হয়ত আর বিপদে পড়তে হবে না।

—আর যদি পরাজয় হয় ?

—তবে আমাদের সঙ্ঘ ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

—আপনার কথার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বলুন।

—লিগনাইটে ওরা যে বিমান-ঘাঁটী করেছে, সে খবর জানেন ?

—নিশ্চয়ই। সেটা ত বিরাট বিমান-ঘাঁটী ?

—হ্যাঁ। হারউইক বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, ওইখান থেকে ওরা বিমান পাঠিয়ে বার্লিণের উপর অনবরত বোমাবর্ষণ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে।

—হ্যাঁ। সে খবর আমিও পেয়েছি।

—হারউইকের ইচ্ছে, ওই বিমান-ঘাঁটী ধ্বংস করে দেয়।

—কিন্তু সে যে ভীষণ কাণ্ড! সে কি সম্ভবপর হবে ?

—হারউইক বলেছে, একবার চেস্টা করে দেখবে।

—কেমন করে ?

—আমরা ওদের অতর্কিতভাবে আক্রমণ করব। কাজেই আপনার দলবল আপনি যথাসম্ভব তৈরী রাখবেন। মনে রাখবেন,

জেনারেল হারউইক বলেছেন, আমাদের এই ভাবী আক্রমণের উপরেই আমাদের ও আমাদের জন্মভূমি জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ ভাগ্য নির্ভর করছে।

আজ এখন বিদায় নিচ্ছি। হারউইকের কাছ থেকে নতুন কোন খবর পেলেই আবার আপনাদের জানাবো।

—আচ্ছা, ধন্যবাদ!

জার্ম্মাণ পণ্ডিত তাঁর নোট শত্রুদের ভাষায় অনুবাদ করে লাইটেন ও আইটেনকে পড়ে শোনালেন।

লাইটেন, হারউইকের নাম অনেক আগেই শুনেছিলেন। হাইফেৎকে জব্দ করার কাহিনীও তিনি শুনেছিলেন। হারউইককে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে যে পুরস্কার দেওয়া হবে, তাও তিনি জানতেন।

পুরস্কারের কথা মনে হলে তাঁর মনে ভীষণ লোভ হত; কিন্তু কিভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামলে হারউইককে ধরা যাবে তার একটা কূল-কিনারা ঠিক করতে না পেরে তিনি লোভ সংবরণ করে ছিলেন।

হারউইকের দলের লোকেদের যে এত বড় একটা গুপ্ত আলোচনা তিনি জানতে পারবেন, তিনি এমন আশা কখনও করেননি। অর্থের লোভে তাঁর অন্তরটা আবার ধুক-ধুক করতে থাকে, অথচ তিনি একা কি করলে হারউইককে ধরতে পারবেন তাও ঠিক করতে পারলেন না; তবে তিনি স্পষ্ট বুঝলেন, একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র হারউইকের দলের ভিতর চলছে।

তাঁর বড় আফশোষ হতে লাগল এই কারণে যে, কবে তারা বিমান-ঘাঁটী আক্রমণ করবে বা কোথা থেকে তারা কথা বলছিল, তা জানতে পারা গেল না। জানতে পারলে এখনি খুব সহজে তাদের হাতে বেড়ী দেওয়া যেতো। যাই হোক, তিনি হাইফেতের শরণাপন্ন ।ন।

তিনি হাইফেতের নাম জানতেন এবং চিনতেন। হাইফেৎকে

ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাও চলে না; কারণ, হাইফেৎ পরাজিত হলেও হারউইকের সম্বন্ধে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তিনি তখনই হাইফেৎকে ডেকে পাঠালেন।

যথা সময়ে হাইফেৎ, লাইটেনের বিমান-ঘাঁটীতে এসে উপস্থিত হলেন। লাইটেন সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালেন।

যে কারণে লাইটেনের অনুশোচনা হচ্ছিল, ঠিক সেই কারণে হাইফেতেরও অনুশোচনা হচ্ছিল। হাইফেৎ বললেন: যা হয়ে গেছে তা নিয়ে অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি যদি আমি আপনাকে যা বলব, আপনি যদি তাই করেন। আমি সরকারের কাছে সাহায্য চাইলে পাব না; কারণ, আমি হারউইকের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছি। সেইজন্য আমি আপনাকে দিয়ে কাজ করাতে চাই।

লাইটেন: নিশ্চয়ই। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব, কিন্তু মনে রাখবেন অর্দ্ধেক পুরস্কার আমার প্রাপ্য।

হাইফেৎ: সে আপনি সব নিলেও আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু আমার প্রতিহিংসা সাধন করতে চাই।

লাইটেন: তবে কি করতে হবে বলুন।

হাইফেৎ: জার্ম্মাণ পণ্ডিত ও ওয়ারলেস-অপারেটার, আইটেনকে নিয়ে একটা কমিটী গঠন করুন। এদের কাজ হবে দিনরাত রেডিও রিসিভার-বোর্ডের কাছে বসে ডিউটি দেবে। যদি কখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায়, তা হলে সেই সংবাদ নোট করে রাখতে হবে। তারপর সেই নোট দেখে যা-যা করতে হয় আমি করব।

লাইটেন: শুধু এই করলেই চলবে?

হাইফেৎ: হ্যাঁ, তা হলেই চলবে।

লাইটেন: সে বন্দোবস্ত আমি এখনই করে ফেলছি।

হাইফেৎ: আমি রোজ এই সময়ে দু'ঘণ্টার জন্য আসব। যা-যা করতে হবে, আমি তখনই তা বলে দিয়ে যাব।

গুলি হাইফেতের ফুসফুস ভেদ করে বেরিয়ে গেল। [পৃঃ ১১৬

লাইটেন সেইদিনই আইটেন ও জার্ম্মাণ ভাষায় পণ্ডিত, আলকাউটকে নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করলেন। হাইফেং যা-যা নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা সেইগুলি অতি যত্নের সঙ্গে পালন করতে লাগলেন। দিনের পর দিন তাঁরা পালা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে যান, কিন্তু সেই রকম আর কোন সংবাদই তাঁরা পান না!

হাইফেং ক্রমশঃ অধৈর্য্য হয়ে পড়েন, তাঁর সমস্ত আশাই বুঝি পণ্ড হয়ে যায়! লাইটেনও দিন-দিন মুষড়ে পড়েন।

এই রকম একদিন আইটেন, লাইটেন, হাইফেং ও আলকাউট এই সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। লাইটেন বললেনঃ আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি।

হাইফেংঃ আশা ছাড়লে চলবে না। বুক বেঁধে এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

লাইটেনঃ হারউইক বড় ভীষণ ধূর্ত্ত।

হাইফেংঃ সে আপনি এতদিনে জানলেন?

লাইটেনঃ আমি ওর সম্বন্ধে কোন দিন কোন খোঁজ নেইনি, এই আমার প্রথম প্রচেষ্টা। সেইজন্য একটু মুস্কিলে পড়তে হচ্ছে।

হাইফেংঃ আমি প্রথম চেষ্টাতেই বুঝেছিলাম, হারউইক ভীষণ পাজি।

লাইটেনঃ আমাদের দলে যদি আজ ওর মতন একটা লোক থাকত তবে বোধ হয় আমরা খুব সহজেই সমগ্র ইউরোপ জয় করতে পারতাম।

হাইফেংঃ হারউইক ভীষণ বুদ্ধিমান্, সব দিক সাম্‌লে চলে।

লাইটেনঃ তা না হলে আর এতদিন এইরকম অত্যাচার করতে পারে?

হাইফেংঃ আচ্ছা আইটেন, তোমার মেশিনে কোন গোলমাল নেই তো?

আইটেন : না, না,—আমার মেশিনে কিছুমাত্র গোলমাল নেই ; এ একেবারে নিখুঁত মেশিন।

হাইফেৎ : তাহলে এতদিনেও আর কোন খবর ধরা গেল না কেন ? ওরা তো নিষ্কর্ম্মা থাকবার পাত্র নয়—একটা কিছু করবেই। কিন্তু কি ওরা করছে বা কি করবে, সে সম্বন্ধে আর কোন খবরই পাচ্ছি না কেন ?

আইটেন : সে তো আমিও ভাবছি ; কিন্তু আমার মেশিনের কোন গলদই নাই—চমৎকার নিখুঁৎ মেশিন !

হাইফেৎ : আচ্ছা বেশ। তাহলে আরো কয়েকদিন খুব ভালো করে ডিউটী দিতে থাকো। পরে যা হয় দেখা যাবে।

এর কিছুদিন পরে আবার একদিন বেতারে ঐ রকম খবর পাওয়া গেল। আইটেন ও আলকাউট তাঁদের কাজ করে যেতে লাগলেন ; তাঁদের নোট্ নেওয়া সুরু হলো :

—কালরাট, কালরাটকে একটু ডেকে দেবেন ?

—কে ? আমিই কালরাট।

—আমি হারউইক। আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক।

—বিমান-ঘাঁটী আক্রমণের বিষয় ?

—হ্যাঁ।

—কবে আক্রমণ করবেন ?

—আজকে সাত তারিখ ; আগামী দশ তারিখে, রাত্রিতে।

—সকলকে এই খবর জানিয়ে দেব ?

—না, না। কোন রকমে প্রকাশ হয়ে গেলে সর্ব্বনাশ হবে।

—তবে কি করতে বলেন ?

—আমি সকলকে তোমার ওখানে, লেডী হারটেন হাসপাতালে জড় হতে বলি।

—সভা ডাক্‌তে চান ?

—আমাদের দলে যতজন লোক আছে, তাদের সকলকেই

আমি চাই। সকলেই তোমার হাসপাতালে যেন নয় তারিখের মধ্যে চলে আসে।

—তারা কি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে আসবে?

—হ্যাঁ, তা'ছাড়া আর উপায় কি?

—কিন্তু হঠাৎ চালু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করতে দেখলে জনসাধারণ সন্দেহ করতে পারে।

—তবে তুমি কি করতে বল? হারউইক জিজ্ঞেস করলেন।

—সুবন্দোবস্ত আপনিই একটা ঠিক করে ফেলুন।

—আমি ঐ পন্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখি না।

—আমার মতে হঠাৎ তিনটে হোটেল বন্ধ করে দিলে ভাল দেখাবে না।

—একদিন, দুদিন বন্ধ দেখলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। আমরা ঐ সময়ের ভেতর আমাদের কাজ হাঁসিল করে ফেলব।

—আর একটা কাজ করলে হয় না?

—কি?

—কয়েকজন লোক মাইনে করে ঠিক করে নেওয়া যাক।

—তারপর?

কালরাট বললেন, তারপর তাদের হাতে হোটেলের ভার দিয়ে দলের সকলে চলে আসবে।

—তার চেয়ে বিক্রী করে দিলে ভাল হয় না?

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ভাল খদ্দের জোগাড় করা অসম্ভব।

—ভাল খদ্দেরে আমাদের দরকার নেই। আমরা যে কটা ডলারে বিক্রী করতে পারি, সেই কটা ডলারই আমাদের লাভ।

—কিন্তু সে রকম খদ্দের পাওয়াও বড় শক্ত হবে।

—তাহলে ঐ আগেরটাই কর। কয়েক জন লোক মাইনে করে খুঁজে তাদের হাতে হোটেলের ভার দিয়ে চলে আসতে বল।

—আমার এখান থেকেই আক্রমণ করতে চান?

—হ্যাঁ। নয় তারিখ পর্য্যন্ত তোমরা সকলে ঐ এক জায়গায় জড় হয়ে থাকবে, তারপর দশ তারিখে আমরা সবাই আমাদের পরিকল্পিত অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।

—আপনিও কি আমাদের এইখানে আসবেন?

—হ্যাঁ। আমি ন' তারিখের আগেই যেতে চাই।

—আচ্ছা, আমি সে সব ঠিক করে নেব। হাসপাতালে যে সকল রোগী আছে, তাদের সম্বন্ধে কি করতে বলেন?

—সে বিষয় ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করে ফেলো।

—আচ্ছা।

—দশ তারিখে রাত্রিতে বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ করবার আগে আমরা অনেকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে যাব।

—প্রত্যেক গ্রুপের চার্জ্জ এক-একজন অফিসারের হাতে থাকবে ত?

—হ্যাঁ। তারপর সকলে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে বিমান-ঘাঁটিতে উপস্থিত হবো।

—বিমান-ঘাঁটিতেও সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকবে?

—হ্যাঁ। শুধু ছত্রভঙ্গ হলেই চলবে না; আমাদের যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিতে হবে। ওরা যেন একটুও জানতে না পারে। আর পারলেও যেন সন্দেহ করতে না পারে।

—আচ্ছা।

—তারপর আমি একটা হুইসেল দিলেই তোমরা সকলে প্রচণ্ডভাবে ওদের আক্রমণ করবে।

—সকলে এক সঙ্গে?

—হ্যাঁ। তারপর যা-যা করতে হবে, আমি তখনই তোমাদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দেব।

—আমি সকলকে এই কথা জানাবো?

—তোমার হাসপাতালে তুমি ওদের কয়েকবার বলে দিও। আমি যেয়ে সকলকে কি কি করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে দেব।

—আচ্ছা। আপনি যত শীঘ্র পারেন, আসবার চেষ্টা করবেন; আমি হয়ত ওদের কিছুই বোঝাতে পারব না।

—আমি ন' তারিখের মধ্যে অবশ্যই হেড-কোয়ার্টারে উপস্থিত হব। একবার চেষ্টা ত করি; তারপর ফলাফল সব ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করছে।

—আচ্ছা, এখন তবে আসি?

—হ্যাঁ, অনেক রাত হয়ে গেছে।

—ধন্যবাদ।

তাদের ভেতরে সংবাদ আদান-প্রদান এই খানেই শেষ হলো।

লাইটেন বললে, এইবার যাদুমণিরা কোথায় যান দেখি!

হাইফেং: আমি ত বলেছি আপনাকে। ওরা শীগ্‌গিরই এই রকম একটা আলোচনা করবে তা আমি আগে থেকেই জানতাম।

লাইটেন: ব্যাটাদের ধরে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। বাঁদরামি করার আর জায়গা জোটে না?

হাইফেং: লেডী হারটেন হাসপাতাল ওদের হেড-কোয়ার্টার? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

লাইটেন: রাসকেলগুলো ওইভাবেই ত' শহরে ছিল! নইলে ওদের পেট চলত কেমন করে?

হাইফেং: সবগুলো হোটেলের নাম জানতে পারলে হত!

লাইটেন: দরকার কি? ব্যাটারা সব ঐ হাসপাতালেই জড় হবে।

হাইফেং: হারটেন হাসপাতাল ওদের? ভাবতেও কেমন যেন দুঃখু হয়!

লাইটেন: দুঃখু করার কি আছে?

হাইফেং: খুব বড়-বড় ডাক্তার ছিল ওই হাসপাতালে।

লাইটেন : বেশ হয়েছে। ব্যাটারা সব মরবে এইবার।

হাইফেং : আমাদের অনেক সৈন্য আরোগ্য লাভও করেছে ঐ হাসপাতাল থেকে। খুব ভাল হাসপাতাল।

লাইটেন : তাতে আর কি হয়েছে ?

হাইফেং : না, হয়নি কিছুই। তবু মনটা যেন কেমন খচ্-খচ্ করছে! প্রকাণ্ড হাসপাতাল, সুন্দর বন্দোবস্ত, বড়-বড় ডাক্তার,—অথচ এ সমস্তই শত্রুদের একটা ভাঁওতা মাত্র! এ যে ভাবতেও দুঃখু হচ্ছে।

লাইটেন : কিন্তু এত দুঃখু করলে তো চলবে না! ঐ হাসপাতালের সব ক'টাকে অ্যারেস্ট্ করা চাই। আপনি কবে যাচ্ছেন ওদের অ্যারেস্ট করতে ?

হাইফেং : কালকেই বা মন্দ কি ?

লাইটেন : আচ্ছা বেশ, তাইই করুন ; কিন্তু কত সৈন্যের প্রয়োজন ?

হাইফেং : একটা রেজিমেণ্ট হলেই চলবে।

লাইটেন : অত সৈন্য ত আমার হাতে নেই।

হাইফেং : ওর কাছাকাছি আছে ত ?

লাইটেন : মোট দশ হাজার আমি জোগাড় করতে পারব।

হাইফেং : তা-হলেই চলবে।

তেরো

ন' তারিখ। রাত তখন সবে একটু গভীর হতে সুরু করেছে। কালরাট ডিনারের পর বিশ্রামের জন্য বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে হাভানা-চুরুট টানছেন। শরীরটা তাঁর খুব ভাল ছিল না। সারাদিন বড় ভীষণ খাটুনি গেছে, সকলকে শেখাতে-পড়াতে।

আরাম করে আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চুরুট টেনেই চলছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, অনেকগুলো লোক যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তিনি তাদের জুতোর শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন।

গভীর বিস্ময়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন; অনেক সৈন্য রাইফেল কাঁধে নিয়ে, আবার অনেকে হাতে করে মেশিনগান নিয়ে, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে আসছে।

অনেক দূরে তিনি অনেকগুলো গাড়ীও দেখতে পেলেন। বুঝতে তাঁর বাকী রইল না ঐ গাড়ীতে করেই সৈন্যদের এইখানে আনা হয়েছে। ওরা কি করে, তিনি তাই দেখবার জন্যে নীচের দিকে ঝুঁকে রইলেন।

নবমীর চাঁদ তখন পশ্চিমে সবে হেলতে সুরু করেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ছ'তলা বিরাট হাসপাতাল বাড়ীটিকে সুন্দর দেখাচ্ছিল! মনে হয় যেন শ্বেত পাথরের বাড়ী!

কালরাট দেখেন, বিরাট সৈন্য-বাহিনীকে দু'জন লোক চালিয়ে নিয়ে আসছেন।

কালরাটের মনে হলো দু'জনার মধ্যে একজনকে চেনেন তিনি।

খুব ভাল করে দেখতে লাগলেন। হ্যাঁ, সত্যই তিনি একজনকে চেনেন, ইনি হচ্ছেন রদফেন অর্থাৎ হাইফেং, যাকে তিনি সর্ব্বপ্রথম হীরক-ব্যবসায়ীর বাড়ীতে দেখেছিলেন। গভীর কৌতূহলভরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তিনি দেখতে লাগলেন।

তিনি দেখলেন, সৈন্যরা এসে হাসপাতালের বিরাট গেটের সামনে জড় হলো। হাইফেৎ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে সৈন্যদের সামনে এসে খুব আস্তে-আস্তে কি বললেন! অপরিচিত লোকটি তখন সমস্ত সৈন্যদের কিছু আদেশ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সৈন্যরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালটিকে ঘেরাও করতে লাগল।

কালরাটের বুঝতে বাকী রইল না—বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। চুরুটটা ফেলে দিয়ে তিনি দৌড়ে হারউইকের কাছে উপস্থিত হলেন।

হারউইক তখন সমস্ত কাজ শেষ করে ডিনারে বসেছিলেন। এমন সময় কালরাটকে উপস্থিত হতে দেখে তিনি বললেন: কি হে, কি খবর?

কালরাট: সর্বনাশ!

হারউইক গম্ভীর হয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন: সর্ব্বনাশ! কেন, কি হয়েছে?

কালরাট: হাইফেৎ রেজিমেণ্ট নিয়ে এসে সমস্ত হাসপাতাল ঘেরাও করে ফেলেছে।

হারউইক: সে কি! ওরা আমাদের সন্ধান পেলে কোথায়?

কালরাট: আমি নিজেই কিছু ঠিক করতে পারছি না।

হারউইক রেগে গিয়ে বললেন: কালরাট, ঠিক করে বল।

কালরাট: বিশ্বাস করুন, আমি এর কিছুই জানি না; কোন ষড়যন্ত্রেই আমি লিপ্ত ছিলাম না। আজ এই দুঃসময়ে আপনি যদি আমাকে সন্দেহ করেন তবে তার চেয়ে দুঃখ আমার জীবনে আর কিছু থাকবে না।

হারউইক: আমি সে কথা বলিনি ভাই! আমি বলছিলাম, আমাদের দলের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি না!

কালরাট: সে তো বলতে পারছি না।

হারউইক: অর্থের লোভ বড় ভীষণ। আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

কালরাট: আমি মরে গেলেও সে কথা বিশ্বাস করব না। আমাদের দলের কোন জার্ম্মাণ অর্থের লোভে সেই রকম পশুবৃত্তি অবলম্বন করতে পারে না। কিন্তু আমাদের আর সময় নেই।

হারউইক: সময় নেই; না কালরাট, সময় নেই? আমি আর ভাবতে পারছি না। ওঃ! এ কি ভীষণ বিপদে পড়লাম!

কালরাট: দুর্ব্বল হবেন না। আপনি দুর্ব্বল হলে সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে।

হারউইক: হ্যাঁ, আমি দুর্ব্বল হব না, দুর্ব্বল হব না। দেখি, কি করতে পারি! একটু ভাবতে দাও।

সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন, না, কালরাট, আমরা কেউ ধরা দেবো না—আমাদের দলের কেউ না। যুদ্ধ করতে-করতে প্রত্যেককে মরতে হবে। আর তা যদি না পারে, তাহলে নিজের দেশে পালিয়ে যাবে। তবু ধরা দেবে না কেউ।

কালরাট: বেশ, একথা আজ সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু তা যদি সম্ভবপর না হয়?

হারউইক: আত্মহত্যা করবে। কিছু না পারুক, ছাতের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মরবে, তবু ধরা দেবে না।

কালরাট: আমি এখনি যাচ্ছি।

হারউইক: আর শোন, যে কটা মেশিনগান আছে গুপ্ত ঘরে, সেগুলি এখুনি বার করে, ছাতে আর প্রত্যেক তলার বারান্দায় বসিয়ে তৈরী হতে বলো—সমস্ত সৈন্যকে প্রস্তুত হতে আদেশ দাও।

কালরাট বললে, আচ্ছা।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত কি একটু ভেবে তিনি আবার বললেন, কিন্তু হাসপাতাল সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোন সাবধানতার প্রয়োজন আছে কি? হাসপাতালের ওপর অত্যাচার করা তো নিয়ম-বিরুদ্ধ!

হারউইকের মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। তিনি

বললেন : হায় কালরাট ! এতকাল পরে—একজন সুদক্ষ সেনাপতি হয়ে—শেষে এই হলো তোমার অভিজ্ঞতা ? হাসপাতালের ওপর ওরা অত্যাচার করবে না, কারণ, সেটা 'নিয়ম-বিরুদ্ধ' ?

যুদ্ধের সময় বা শত্রু-দমনের সময় নিয়ম বলে আবার কোন জিনিষ থাকে নাকি কালরাট ? প্রত্যহই দেখতে পাচ্ছ, শত-শত বোমারু-বিমান এসে আমাদের শান্ত পল্লীতে পর্য্যন্ত হানা দিতে কসুর করছে না ! তাদের অত্যাচারে বে-সামরিক লোক—শিশু, বৃদ্ধ, নারীরা পর্য্যন্ত—হাজার-হাজার আত্মবিসর্জ্জন করতে বাধ্য হচ্ছে।

বলতো কালরাট, কী ওদের অপরাধ ? এত সব অভিজ্ঞতার পরেও তুমি বলছ, নিয়ম-বিরুদ্ধ ? না কালরাট, ভুল করো না,—ভীরু হয়ো না। শুধু চিনে রাখো, কারা আমাদের ভাই, কে আমাদের দেশ-মাতৃকা, আর কারা আমাদের শত্রু ! এ ছাড়া আর কোন নিয়ম বা আইন-কানুনের কথা মুখে এনো না—পৃথিবী এখন অসাড়, নির্জ্জীব ! কেবল আমরাই এখন সজীব প্রেতের মতো পৃথিবীতে বিচরণ করবো ! কাজেই হাসপাতালও পাহারা দিতে হবে।

একদল দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যকে তাদের বাধা দেবার জন্য এগিয়ে যেতে বলো। প্রত্যেক অফিসারকে সৈন্য সাজিয়ে ফেলতে বলো।

কালরাট : ডাক্তাররা কি করবে ?

হারউইক : যত বিষাক্ত গ্যাসের সিলিণ্ডার আছে, সমস্ত এক-এক করে ছুঁড়ে ফেলতে বল। যত এ্যাসিডের বোতল ও যত কিছু আছে, সমস্তই আজ অস্ত্র মনে করে ব্যবহার করবে। দেখো, কেউ যেন বসে না থাকে ! আজ আমাদের জীবন-মরণ সংগ্রাম।

কালরাট : আপনিও চলে আসুন।

হারউইক : হ্যাঁ চলো, আমিও যাচ্ছি।

চৌদ্দ

হাইফেং ও লাইটেন একদল সৈন্যকে ভিতরে ঢুকবার আদেশ দিলেন। তাঁরাও আস্তে-আস্তে এগুতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় ওপর থেকে মেশিন-গানের গুলি তাদের ওপর এসে পড়তে আরম্ভ করল। পঙ্গপালের মত সৈন্যদের ওপর গুলিগুলো পড়ে কাউকে হত, আবার কাউকে বা আহত করতে লাগল। হাইফেতের সৈন্যরাও তার প্রত্যুত্তরে খুব গুলি ছুঁড়তে লাগল; কিন্তু হারইউকের সৈন্যরা আড়ালে থাকায় এদের সমস্ত গুলি বিফল হতে লাগল।

হাইফেতের সৈন্যরা ওপরে চাইতেও পারছিল না।

রাত্রির নীরবতা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। সেই গভীর রাত্রে আরম্ভ হলো এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড, সম্মুখ-যুদ্ধে সচরাচর যা হয়ে থাকে। চারিদিকে তুমুল কোলাহল ও আহতদের মুমূর্ষু চীৎকার লিগনাইট শহরে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে তুলল। রাইফেল ও মেশিন-গানের শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ধূম্রজাল একটু-একটু করে ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসছিল!

হাইফেং অবস্থা বেগতিক দেখে কয়েকজন সৈন্যকে সমস্ত সৈন্যদের পরিচালনার ভার দিয়ে আড়ালে কিছুদূরে যেয়ে লাইটেনকে নিয়ে একটা মোটর-বাইকে চেপে বসলেন। উদ্দেশ্য—অবস্থা খারাপ দেখলেই তাঁরা দুজনে নিরাপদে সরে পড়বেন।

হাইফেতের যে সৈন্যরা হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, হারউইকের সৈন্যরা ঝড়ের মতন তাদের পিছু ঠেল্‌তে-ঠেল্‌তে বাইরে নিয়ে এলো।

তারা যেমনি বাইরে এলো, হাইফেতের সৈন্যরা অমনি খুব চতুরতার সঙ্গে তাদের ঘিরে ফেললো। তারাও পালাবার কোন

পথ না দেখে সেইখানে উন্মত্ত হয়ে যুদ্ধ করতে-করতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে।

হাইফেতের সৈন্যরা কায়দা বুঝে আবার একদল সৈন্য ভেতরে ঢোকার জন্য এগিয়ে গেল কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ওপর থেকে একসঙ্গে চারটে গ্যাসের সিলিণ্ডার তাদের ওপর এসে পড়ল। অনেক সৈন্য সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেল।

সিলিণ্ডার থেকে বিষাক্ত গ্যাস পুরাদমে বেরুচ্ছিল। তিনটে সিলিণ্ডার থেকে বেরুচ্ছিল নাইট্রাস অক্সাইড, আর একটা থেকে বেরুচ্ছিল মারাত্মক গ্যাস—হাইড্রো-সাইনিক এসিড্।

গ্যাসের ধোঁয়ায় রণক্ষেত্র বিষাক্ত হয়ে গেল। ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল।

এমন একটা ব্যাপার যে হতে পারে, হাইফেৎ তা কল্পনাই করতে পারেন নাই! তিনি ভেবেছিলেন, অতি নিঃশব্দে চুপি-চুপি হাসপাতাল আক্রমণ করে, তিনি হয়তো পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারত-বিজয়ী লর্ড ক্লাইবের মতোই প্রায় বিনা রক্তপাতে অতুল যশের অধিকারী হয়ে বিজয়ের মুকুট মাথায় দিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে আসবেন।

কিন্তু এখন এমন একটা পরিণতি হওয়ায় তিনি যার-পর-নাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর সৈন্যরাও তখন বে-কায়দা বুঝে ক্রমশঃই পলায়নের পথ খুঁজতে লাগল।

গ্যাস আস্তে-আস্তে ওপরে উঠছিল, হাসপাতালের ভেতরেও যাচ্ছিল। কিন্তু হাসপাতালের ভেতরে প্রতিষেধক গ্যাস ছাড়া হয়েছিল বলে কারো কোন ক্ষতি করতে পারছিল না। ডাক্তারেরা মুখে মুখোশ লাগিয়ে চারদিকে সিলিণ্ডার ফেলতে লাগলেন।

গ্যাসের আক্রমণে হাইফেতের সৈন্যদের উৎসাহ ক্রমশঃই নিভে আসছিল। ঘণ্টা-চারেক যুদ্ধের মধ্যেই তাদের অর্দ্ধেক সৈন্য ভূতলশায়ী হয়েছে।

হাইফেৎ সৈন্যদের এই দুরবস্থা দেখে লাইটেনকে বললেন: লাইটেন, চল এবারের মতন আমরা পালিয়ে বাঁচি।

লাইটেন: এ কিন্তু ভীষণ অন্যায়। গ্যাস ব্যবহার করছে কেন?

হাইফেৎ: তা তুমি একবার বারণ করে দেখো না।

লাইটেন: না, আরও সৈন্য আনলে কাজ হত।

হাইফেৎ: ওরা যে এইরকম ভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে, তা বুঝব কেমন করে?

লাইটেন: তাই ত দেখছি!

হাইফেৎ: দাঁড়াও, আরও কিছুক্ষণ দেখি। অবস্থা খারাপ দেখলে সময় থাকতে-থাকতে পালাব।

লাইটেন: একেবারে এ মুল্লুক ছেড়ে পালাব।

হাইফেৎ: কেন?

লাইটেন: আমাদের প্রায় দশ হাজার সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল; এর কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে আমার প্রথমে হবে ক্ষয়রোগ, তারপর বিচারে হবে ফাঁসি।

হাইফেৎ: ধৈর্য্য ধরে দেখো কিছুক্ষণ।

কালরাট ও হারউইক সমস্ত সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে হাসপাতালে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। কখনও-কখনও সৈন্যদের মালমশলা এগিয়ে দেন, কখনও আহতদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যান। হারউইকের হাজারখানেক সৈন্য এর মধ্যে ভূতলশায়ী হয়েছে কিন্তু হারউইকের তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না! তিনি তখনো সমস্ত সৈন্যদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

হারউইকের সৈন্যরা এই দিন যুদ্ধে অনায়াসেই জয়লাভ করতে পারত যদি হাইফেৎ কয়েকজন সৈন্যকে ডিনামাইট আনতে না পাঠাতেন। ছোট একখানি গাড়ীতে করে পঁচিশ পাউণ্ড ডিনামাইট এসে উপস্থিত হলো। হাইফেতের বুকে শক্তি এলো, মুখে তার হাসি ফোটে!

তিনি লাইটেনকে বললেন: এইবার দেখা যাক্ ডিনামাইট ব্যবহার করে, কোন সুফল পাওয়া যায় কিনা! নচেৎ পালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

লাইটেন: আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

হাইফেং: কেন?

লাইটেন: আমরা ডিনামাইট ব্যবহার করলে ওরা যদি বোমা ফেলে?

হাইফেং: বোমা থাক্‌লে ওরা আগেই ফেলত। এখন ভাবনা হচ্ছে শুধু কয়েক হাজার সৈন্যের জন্য।

লাইটেন: চেষ্টা করলে ক্যাপ্টেন রাটকেলের কাছ থেকে কয়েক হাজার সৈন্য আনা যায়।

হাইফেং: তবে তারই একটা বন্দোবস্ত করে ফেলুন।

লাইটেন আর কিছু না বলে কয়েকজন অনুচর নিয়ে একখানা জিপে করে তখনই সৈন্য আনার চেষ্টায় চলে গেলেন। লাইটেন রাটকেলকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলার পর আরো তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তখনই রণক্ষেত্রে আসার জন্য দ্রুত রওনা হলেন।

হাইফেতের পরিচালনায় হাসপাতালের যে দিক থেকে খুব বেশী হারউইকের সৈন্যরা বাধা দিচ্ছিল, সেইদিকে কয়েকজন সৈন্য সেই ভীষণ বিপদের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়ে ডিনামাইট বসিয়ে ফেললো, তারপর দূর থেকে ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে ডিনামাইট ফাটিয়ে দেওয়া হলো।

প্রচণ্ড শব্দে বাড়ীর সেই অংশটা ধ্বসে পড়ল। ধূম্ররাশি গোল-গোল হয়ে আকাশে উড়ে যেতে লাগলো।

কালরাট সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গে হারউইকের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন: সর্ব্বনাশ হয়েছে! ওরা ডিনামাইট ব্যবহার করছে।

হারউইক: সে আমি শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি।

কালরাট : এখন উপায় ?

হারউইক : লড়তে হবে আমাদের।

কালরাট : কিন্তু ওরা আরও সৈন্য আমদানী করেছে।

হারউইক : তাই নাকি ?

কালরাট : চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

কালরাট হারউইককে দেখিয়ে দিলেন একদল সৈন্য হাসপাতালের দিকে মার্চ্চ করে আসছে। হারউইক দৃঢ়ভাবে বললেন : তবুও আমাদের লড়তে হবে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত আজ নষ্ট হয়ে গেল। ভেবেছিলাম, আজ আমাদের জয় সুনিশ্চিত ; কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল !

কালরাট : আমাদের আর যা সৈন্য আছে তা ঘণ্টাখানেকের ভেতর শেষ হয়ে যাবে। আমাদের ধরা পড়তে হবে, অথবা আত্মহত্যা করতে হবে।

হারউইক : আমাদের ধরা পড়লে চলবে না, আমরা পালিয়ে যাব। পরে যদি সৈন্য সংগ্রহ করতে পারি, আবার সংগ্রাম করবো। এত সহজেই মৃত্যু বরণ করলে চলবে না।

কালরাট : পালিয়ে যাবেন ?

হারউইক : তা ছাড়া আর উপায় নেই ভাই !

কালরাট : কিন্তু, এদের সব ছেড়ে দিয়ে ?

হারউইক : হ্যাঁ। যে ক'জন পারি পালিয়ে যাব। আমরা পালাতে পারলে তবু একটা ভরসা থাকবে।

কালরাট : কিন্তু আমাদের সময় যে খুবই অল্প।

হারউইক : এরই ভেতরে পালাবো। তুমি সবাইকে বলে দেও, সমস্ত সৈন্যদের বাইরে যেয়ে লড়তে। হাসপাতালের ভেতরে থাকলে ওরা আবার ডিনামাইট ব্যবহার করবে। শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে যদি না পারে তবে আমাদের মতন যেন পালিয়ে যায় ! আর আমার মোটর-বাইকটা ঠিক রাখো।

কালরাট ঃ আমাদের এখনই বেরুতে হবে ?

হারউইক ঃ হ্যাঁ। তুমি ওদের আগে বলে এস ; তার পরেই আমরা রওনা হব।

কালরাট আর বেশী দেরী না করে তাঁর আদেশ পালন করে এলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার একটা গ্যাসের সিলিণ্ডার একদিকে ছুঁড়ে ফেলা হলো। সঙ্গে-সঙ্গে হাইফেতের সৈন্যরা সেইখান থেকে সরে গেল। তারা আবার ডিনামাইট ব্যবহার করার আয়োজন করতে লাগলো। এমন সময় হারউইক ও কালরাট একখানা মোটর-বাইকে চেপে যেদিকে সিলিণ্ডার ফেলা হয়েছিল সেইদিক থেকে বিদ্যুদ্‌বেগে বেরিয়ে গেলেন।

গভীর রাত্রির নীরবতা আলোড়িত করে মোটর-বাইকখানা ছুটতে লাগলো কোন্ অজানা পথের উদ্দেশ্যে।

পনেরো

হাইফেৎ ও লাইটেন অদূরে মোটর-বাইকের উপরে বসে যুদ্ধ দেখছিলেন। হারউইক ও কালরাটকে দেখেই হাইফেৎ চিনতে পারলেন। তিনি সেই মুহূর্তেই গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে লাইটেনকে নিয়ে হারউইক ও কালরাটকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

লাইটেন হঠাৎ এই আয়োজন দেখে কিছু বুঝতে না পেরে হাইফেৎকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ওকি, যাচ্ছেন কোথায় ?

হাইফেৎ ঃ সামনের গাড়ীতে হারউইক আর তার ডানহাত কালরাট পালাচ্ছে।

লাইটেন ঃ তাই নাকি? তবে জোরে চালান।

হাইফেৎ : আপনি পেছনে চীৎকার করে কয়েকখানি গাড়ীকে আমাদের অনুসরণ করতে বলুন।

লাইটেন তাই করলেন।

তিনখানা গাড়ী তাঁদের পেছনে-পেছনে আসতে লাগলো ; কিন্তু মোটর-সাইকেল দুখানির গতি ক্রমেই বৃদ্ধি হওয়ায় গাড়ী তিনখানা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়তে লাগলো।

হারউইক প্রাণপণে সাইকেলখানাকে ড্রাইভ করতে লাগলেন ; হাইফেৎও ক্রমশঃ গতি বাড়াতে লাগলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে দু'খানা সাইকেল লিগনাইটের রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলো।

জনপ্রাণী-হীন রাজপথ থেকে তারা ছুটছে অলক্ষ্যের সন্ধানে। কিছুক্ষণ পরেই দুটো বুলেট হারউইকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তিনি কালরাটকে বললেন : পেছনে চেয়ে দেখ ত আরো সৈন্য ওদের পেছনে আসছে কিনা ?

কালরাট : হ্যাঁ, অনেক দূরে তিনখানা ট্রাক্ আসছে।

হারউইক : তবে আর আশা নেই কালরাট !

কালরাট : সে আমিও বুঝেছি।

হারউইক : আমার বুকের কাছে হাত দিয়ে গুপ্ত পকেট থেকে লিগনাইটের সোনার খনির ম্যাপটা বার করে পেট্রোল-ট্যাঙ্কের মুখটা খুলে চুবিয়ে ফেল, ডায়নামো চার্জ্জ করে জ্বালিয়ে দেও। যতক্ষণ না পুড়ে ছাই হয়, ততক্ষণ হাতে রেখে দেবে। পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পোড়া কাগজটাকে গুঁড়ো করে বাতাসে উড়িয়ে দেও। শীগ্‌গির, আর উপায় নেই।

কালরাট তাই করলেন। ম্যাপটা দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগলো। হাতে আগুন লাগা সত্ত্বেও কালরাট সেটাকে ছাড়লেন না।

একটা আগুন ফেলতে দেখে হাইফেৎ আন্দাজে বুঝলেন, ম্যাপটাকেই পুড়িয়ে ফেলছে ! তিনি লাইটেনকে চীৎকার করে বললেন : দেখ, দেখ লাইটেন ! শয়তান ম্যাপটাকে পুড়িয়ে ফেলছে।

লাইটেন আবার একটা গুলি ছুঁড়লেন। গুলিটি কালরাটের বাঁ পায়ে এসে বিদ্ধ হলো। কালরাট সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

কাগজটি পুড়ে যেয়ে কালরাটের হাত খানিকটা আগুনে পুড়ে গেল। হারউইক মাথা নীচু করে ড্রাইভ করছিলেন। কালরাট বাঁ হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে, ডান হাতে করে রিভলভারটা নিয়ে লাইটেনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। লাইটেনের কানের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল।

দুজনেই দুজনকে লক্ষ্য করে আবার চারটে গুলি ছুঁড়লেন। কালরাটের বুকে লেগে গুলিটি হারউইকের পিঠে যেয়ে বিদ্ধ হলো, আর দ্বিতীয় গুলিটি তার মাথায় যেয়ে বিদ্ধ হলো। লাইটেনের বুকেও দুটো গুলি একসঙ্গে বিদ্ধ হলো। সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে লাইটেন ও কালরাট প্রায় একই সঙ্গে চলন্ত গাড়ী থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

নিশীথ রাত্রি—দু'খানা গাড়ী চলেছে—বিদ্যুদ্‌বেগে—ফট্‌ফট্‌ শব্দ করে সমস্ত রাস্তা কাঁপিয়ে।

হারউইক আর হাইফেং দুজনেই রাগে গজরাচ্ছে। হারউইকের পিঠে একটা গুলি সামান্য বিদ্ধ হওয়ায় তিনি কিছু জ্বালা অনুভব করছিলেন; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি বাঁ হাত দিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ধরে ডান হাত দিয়ে রিভলভার বার করে পেছন ফিরে গুলি করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হলো না। কারণ, ব্যালেন্স ঠিক না থাকায় সাইকেলটি যেদিকে-সেদিকে ঘুরে যেতে লাগলো।

হারউইককে রিভলভার বার করতে দেখে হাইফেংও রিভলভার বার করলেন। তিনি হারউইকের দিকে দু'টি গুলি ছুঁড়লেন। দুটি গুলি এসে হারউইকের পায়ে বিদ্ধ হলো।

হাইফেং লক্ষ্য করে আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন। সে দুটোও হারউইকের হাত বিদ্ধ করে বেরিয়ে গেল।

গুলিবিদ্ধ স্থানগুলি থেকে রক্ত বেরুতে লাগলো। হারউইক ক্রমশঃ দুর্ব্বল বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, কে যেন তাঁর সমস্ত শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! তবুও তিনি রিভলভারটি পেছনে ঘুরিয়ে আন্দাজে আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন।

গুলি দুটো সামান্যের জন্য হাইফেতের গায়ে লাগলো না। হারউইক আবার গুলি ছুঁড়লেন। গুলিটি হাইফেতের সাইকেলের সামনের চাকায় লেগে টায়ার ফাটিয়ে দিয়ে গেল। হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সাইকেলের গতি ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসছিল। হাইফেং ভীষণ রেগে যেয়ে হারউইককে লক্ষ্য করে আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন। এবার দুটি গুলিই হারউইককে বিদ্ধ করলো। একটি তাঁর বুকের ভেতরে ঢুকে ফুসফুসের পাশে আটকে গেল, দ্বিতীয়টি মাথায় ঢুকে রইল। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে ফুটপাথের উপর যেয়ে পড়লেন। রিভলভারটি তখনও তাঁর হাতে রয়ে গেল।

গাড়ীটি একটি পোস্টে যেয়ে ধাক্কা খেয়ে-মাটিতে পড়ে গেল। তার পেছনের চাকাটা খুব জোরে শূন্যে ঘুরতে লাগলো।

হাইফেং আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন: এইবার শয়তান, তোকে পেয়েছি!

তিনি সাইকেলটিকে কোন রকমে হারউইক যেখানে পড়েছিলেন সেইখানে চালিয়ে নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনটে ট্রাক্ সেইখানে এসে উপস্থিত হলো। সৈন্যরা গাড়ী থেকে নেমে হাইফেতের সামনে এগিয়ে এলো।

হাইফেং আবার লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হারউইকের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। কয়েকজন সৈন্য তাঁকে অনুসরণ করলো।

হাইফেং লাঠিটি দিয়ে হারউইকের পেটে এক খোঁচা দিলেন। হাইফেং ঝুঁকে হারউইককে ভাল করে দেখতে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে হারউইকের দেহটা আস্তে ঘুরে গেল। কাঁপতে-

কাঁপতে তাঁর হাতটা দ্রুত উঠে পড়লো, আর তখনই হাইফেতের বুক লক্ষ্য করে রিভলভারের ব্যারেল থেকে দুটো গুলি বেরিয়ে এসে হাইফেতের বুকের ফুস্‌ফুস্‌ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। হাইফেৎ সঙ্গে-সঙ্গে হারউইকের বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন।

তখনো সামান্য প্রাণ তাঁর দেহে ছিল। হারউইক অনেক কষ্টে শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন: বন্ধু, তোমার জন্যই রিভলভারে তিনটে গুলি রেখে দিয়েছিলাম। তুমি আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পণ্ড করে দিয়েছ! জীবনে-মরণে তুমিই আমার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবনে যখন তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে মিশতে পারিনি, এস, পরলোকে পরস্পরের বন্ধু হই।

হারইউকের মুখমণ্ডলে একটা বিজয়ের হাসি খেলে গেল! তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সত্যই এবার কাবু করতে পেরেছেন!

কিন্তু তখনই তাঁর বুক চিরে একটা গভীর ব্যথা কাতর আর্ত্তনাদে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে বেরুলো! যন্ত্রণা-কাতর মুখে তিনি বললেন: মা জন্মভূমি! হতভাগ্য সন্তান তোমায় এত করেও শেষ রক্ষা করতে পারলে না! লিগনাইটের সোনার খনি কেউ খুঁজে পাবে না বটে, কিন্তু তার চেয়ে কত দামী, কত গৌরবের তোমার ঐ ছায়া-শীতল মাটির কোল! তা যে রক্ষা করতে পারলাম না মা!

দুর্দ্দান্ত বিদেশী শত্রু সেখানে অত্যাচার করবে, শতধা বিভক্ত করে তোমায় ক্ষত-বিক্ষত করবে,—অসহায় দেশবাসী তা কাতর ভাবে শুধু দেখেই যাবে—হায় মা, এই কি হলো জার্ম্মাণীর ভাগ্য-লিপি?

মা—মা আমার!

জেনারেল হারউইকের শেষ নিঃশ্বাস জার্ম্মাণীর অনন্ত আকাশে বিলীন হয়ে গেল!

—শেষ—